শ্রীশ্রীগুরবে ন.. ।

বিচার-লহরী

বা

জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ।

—:•:—

প্রমাণ ও যুক্তি সহিত বেদান্ত তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মচারি-

সন্নিবৃত্তযোগানন্দ শাস্ত্রি-প্রণীত।

ব্যাবৃত্ত

১৩২১

ইতি

সাধারণ মূল্য ১৲ টাকা,

উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কলিকাতা—

১৫নং শিমলা ষ্ট্রীট হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

প্রস্তাবনা।

নেতি নেত্যাদি নিগমবচনেন নিপুণনিষিধ্য
মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিম্।
যদশক্যনিহ্নবং স্বাত্মরূপতয়া চ জানন্তি কোবিদা
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥১

স্বাত্মমুৎপাদ্য বিশ্বমনুপ্রবিশ্য গূঢ়মন্নময়াদি-
কোশজালৈঃ।
কবয়ো বিবিচ্যাবঘাততো যত্তুণ্ডুলবদাদি
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥২

বিষমবিষয়েষু সঞ্চারিণোঽক্ষাশ্বান্ দোষদর্শন-
কশাভিঘাততঃ স্বৈরম্।
সন্নিবৃত্ত স্বান্তরশ্মিভি র্ধীরা বধ্নন্তি যত্র
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৩

ব্যাবৃত্তজাগ্রদাদিম্বনুস্যূতস্তেভ্যোঽন্যদিব
পুষ্পেভ্য ইব সূত্রম্।
ইতি যদৌপাধিকত্রয়পৃথক্ত্বেন বিন্দতি সূরয়-
স্তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৪

পুরুষ এবেদমিত্যাদি বেদেষু সর্ব্বকারণতয়া
যস্য সর্ব্বাত্ম্যম্।
হাটকস্যেব মুকুটাদি তাদাত্ম্যং সরসমাম্নায়তে
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৫

যশ্চাহমত্র বর্ষ্মণি ভামি সো যোসৌ বিভাতি
রবিমণ্ডলে সোঽহম্।
ইতি বেদবেদিনো ব্যতিহারতো যদধ্যয়ন্তি যত্নত-
স্তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৬

বেদানুবচনসন্ধানমুখধর্ম্মৈঃ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতৈ-
র্বিদ্যয়া যুক্তৈঃ।
বিবিদিষন্ত্যবিমলস্বাত্মা ব্রাহ্মণা যদ্ধি
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৭

শমদমোপরমাদিসাধনৈর্ধীরা স্বাত্মনাত্মনি
যদন্বিষ্য কৃতকৃত্যাঃ।
অধিগতাতঃ সচ্চিদানন্দরূপা ন পুনরিহ খিদ্যন্তি
তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥৮

প্রস্তাবনার অর্থ।

নিপুণ পণ্ডিতগণ নেতি নেতি (ইহা নয়, ইহা নয়) আদি বাক্য দ্বারা মূর্ত্তামূর্ত্ত (সাকার নিরাকার) সকল নিষেধ করিয়া, যে নিরাস অশক্য বস্তুকে আত্মস্বরূপে জানেন, তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ১

যিনি আদিতে বিশ্বকে উৎপন্ন করিয়া, তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্নময়াদি কোষ তুষ-জালেতে গূঢ় আছেন এবং বিচক্ষণগণ যুক্তি দ্বারা অবঘাত করিয়া, যাহাকে তণ্ডুল তুল্য বাছিয়া লয়েন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ২

বিষম বিষয় মার্গ সঞ্চারী (বিচরণকারী) ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে ধীর সকল দোষ দর্শন কশাভিঘাতন (চাবুক) দ্বারা নিবৃত্ত করিয়া, সচ্ছন্দ-চিত্ত রশ্মিযোগে, যাহাতে বন্ধন করেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৩

গমনশীল জাগ্রদাদি অবস্থা সকলে অনুস্যূত, (সর্ব্বান্তরস্থ, যেমত পুষ্পমালার সূত্র) অথচ সে সমস্ত হইতে অন্ত (পৃথক্) যেমত পুষ্প হইতে সূত্র ভিন্ন, সুরগণ যাহাকে তিন উপাধি হইতে পৃথক্‌রূপে দেখেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৪

সর্ব্বং পুরুষ এবেদম্ ইত্যাদি বাক্যে, এ সমস্ত এক পুরুষ মাত্র, এরূপ নিশ্চয় বাক্যে বেদে সর্ব্ব কারণরূপে যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব সুবর্ণের মুকুটাদি তাদাত্ম্য তুল্য কহিতেছেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৫

যে আমি এশরীরে .কাসমান আছি, সেই আমি সূর্য্য-মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছি, ইহা বেদবেত্তৃগণ পরস্পর নিরন্তর অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৬

বেদ বচনানুসারে সন্ধ্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত বিমল বুদ্ধি মানবরৃন্দ বিদ্যাযুক্তিতে যাঁহাকে জানিতে পারেন সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৭

ধীরগণ শমদমোপরমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া, সুবুদ্ধি যোগে, আপনাতে যাহা অন্বেষণ করতঃ, যে সচ্চিদানন্দরূপে, অধিগত হইয়া কৃতকৃত্য হয়েন, পুনঃ ইহ সংসারে বিদ্যমান হয়েন না, সেই তুমি, সেই তুমি, তুমি সে ॥ ৮

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

সংসারাসক্ত লোকসমূহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুবর্ত্তী হয়। তাহারা চতুরশীতি লক্ষ-যোনিরূপ সংসার চক্রে ভ্রমণ পূর্ব্বক, নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। নিবৃত্তিমার্গের লোক অতি বিরল। যাঁহারা মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী তাঁহারাই নিবৃত্তিমার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া নব-রসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তিরসেই অনুরক্ত হন। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান লাভ করিয়া, পূর্ণাদ্বৈত স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে, পরম শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। তাহাই জীবের একমাত্র কল্যাণকর; কারণ তাহাতেই জীব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। এই "বিচার লহরী" বা "জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ" নামক গ্রন্থে সেই পরম শান্তি লাভের উপায় সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সাধ্যানুসারে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই,—কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তাহা বিদ্বন্মণ্ডলীর বিবেচ্য। ইহার ভাষার পারিপাট্য বা শব্দ বিন্যাসের উপর কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশে ভাষা যতদূর সরল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি।

কোন কোন স্থানে একই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহাকে পুনরুক্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া "অভ্যাস" বলিয়া গণনা করিবেন।

অধুনা বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকটে আমার সানুনয়ে নিবেদন এই যে, বিচার-লহরী বা জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ গ্রন্থখানি বঙ্গ-ভাষায় লিখিত বলিয়া যেন উপেক্ষা না করেন। অমৃত মৃৎপত্রেই থাকুক বা স্বর্ণপাত্রেই থাকুক কিছুতেই তাহার রসের ব্যতিক্রম ঘটে না। মাতৃভাষা, সকলের পক্ষেই সুখবোধ্য; সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইলেই, মাতৃসেবী বঙ্গদেশীয় জ্ঞানপিপাসু মহোদয়গণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অতএব ইহাতে অবজ্ঞা না করিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিলেই, আমার সমুদয় শ্রম সফল হইয়াছে জ্ঞান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিব।

যদি মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাঙ্কণ দোষে কোন স্থানে ভ্রম ও অশুদ্ধি লক্ষিত হয়, বিদ্বদ্গণ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক—সংশোধন করিয়া লইবেন এবং কোথাও বিশেষ ভ্রম দেখিলে, আমাকে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

গ্রন্থকার—

গ্রন্থোক্ত সংজ্ঞা।

জ্ঞানের সাধন তিন প্রকার যথা—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন।

ষড়বিধ লিঙ্গ যথা—উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি।

তাৎপর্য্য।—প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর আদ্যন্তে প্রতিপাদন করাকে উপক্রম উপসংহার বলে। ২। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। ৩। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর প্রমাণান্তরের অবিষয়তাকে অপূর্ব্বতা বলে। ৪। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তির নাম ফল। ৫। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর প্রশংসা করার নাম অর্থবাদ। ৬। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করাকে উপপত্তি বলে।

বিকার ছয় প্রকার যথা—বর্ত্তমানতা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয়, নাশ, অর্থাৎ দেহ আছে, উহার জন্ম হয়, উহা বৃদ্ধি পায়, পরিণামপ্রাপ্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে নাশ প্রাপ্ত হয়।

ভ্রম পাঁচ প্রকার যথা—১। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভেদবুদ্ধি; ২। আত্মা অকর্ত্তা, তাহাতে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপ করা; ৩। আত্মা অসঙ্গ, তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বোধ করা; ৪। অবিকারী আত্মাকে বিকারী বোধ করা; ৫। জগৎ প্রপঞ্চে সত্যবুদ্ধি; ইতি ভ্রম পঞ্চ।

ভ্রম-নিবর্ত্তক-দৃষ্টান্ত পাঁচ প্রকার যথা—১। প্রতি-বিম্ব দৃষ্টান্তে, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভেদবুদ্ধি নাশ হয়; ২। স্ফটিক লোহিত দৃষ্টান্তে, আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্বাদিভ্রম, তাহা নাশ পায়; ৩। রজ্জু সর্প দৃষ্টান্তে, ব্রহ্মে যে বিকারিত্ব ভ্রম, তাহা নাশ হয়; ৪। ঘটাকাশ দৃষ্টান্তে, আত্মাকে যে ইন্দ্রিয় সঙ্গী জানা এই ভ্রম নাশ হয়; ৫। স্বর্ণ-বলয়, মৃত্তিকা-ঘট, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা, জগৎ প্রপঞ্চে সত্যত্ব ভ্রম নাশ হইয়া থাকে; ইতি ভ্রম-নিবর্ত্তক দৃষ্টান্ত পঞ্চ।

দৃষ্টান্ত পাঁচপ্রকার যথা—১। শুক্তি, রজত; ২। রজ্জু সর্প; ৩। স্থাণু পুরুষ; ৪। গগনে নীলতাদি; ৫। মারীচিকা জল; ইহার তাৎপর্য্য এই, ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ আরোপ হয়, বস্তুতঃ নহে; এই পাঁচ প্রকার দৃষ্টান্তে তাহাই প্রমাণিত হয়।

সূচীপত্র।

বিচার-লহরী।

——ঃ-§-ঃ——

প্রথম লহরী।

-ঃ*ঃ

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

যে চৈতন্য প্রকাশে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা সকল প্রকাশ পাইতেছে, আর যিনি অবস্থা সমস্তের বারংবার পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত আছেন, আর যাঁহার সত্তা ভিন্ন জগতে কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় না, আর যিনি মায়া-প্রভাবে বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত ও সঙ্গ-রহিত, যাহা জানিলে মায়া-ভ্রান্তির

সমূলে শান্তি হয়, সেই আত্মচৈতন্য ব্রহ্ম অখণ্ড একরস জানিয়া কৃতকৃত্য হইয়া অদ্ভুত স্বরূপে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥

যে চৈতন্য পরিপূর্ণ সদানন্দ শিব।
অভেদ উপাধি যোগে ভাসে ঈশ জীব ॥
উপাধি সত্ত্বে বা নাশে সমান প্রকাশ।
ঘটে মঠে সিদ্ধ যথা এক মহাকাশ ॥
অহংপদ অবলম্ব বুদ্ধি সাক্ষিরূপ।
অসঙ্গ অখণ্ড বোধ আনন্দ স্বরূপ ॥
আত্মা ব্রহ্ম অপরোক্ষ মহাবাক্য সার।
পরিপূর্ণ একরসে নমো বার বার—॥

অথ গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

এই অনাদি সংসারে জীব সকল অজ্ঞানাভিভূত ও আত্মস্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া জনন-মরণাদি নানাবিধ ক্লেশ পুনঃ পুনঃ সম্ভোগ করিতেছেন এবং দেহাত্ম-বুদ্ধির দৃঢ়তাবশতঃ অসংখ্য দুঃখ ও বহুল সন্তাপ সহ্য করিতেছেন। তন্নিবারণার্থে যে সকল কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা উপায় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহাতে উপশমিত না হইয়া বরং পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেবল বিচারাভাবে জীবের এরূপ দুর্গতি উপলব্ধি হয়। যদি ভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরানুকম্পায় বিচারদ্বারা জীব তত্ত্বজ্ঞান-সাধনে স্বরূপাবস্থিতিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তবে তিনি সংসার-দুঃখের

সমূলে নাশ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শ্রুতি সকল কহিতেছেন। যথা,—

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।
তরতি শোকমাত্মবিৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা
সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।

এবং স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" আর যুক্তি এই যে, স্বপ্নাবস্থাতে প্রাপ্ত দুঃখ জাগরণে সমুলে বিনষ্ট হয়, ইহা বিদ্বদ্-গণের অনুভব-সিদ্ধ বটে। অতএব জ্ঞান-সাধনই সর্ব্বপ্রকারে জীবের কল্যাণকর ও শ্রেয়ঃ; ভব-সিন্ধু-তরণের উপায় ও পন্থা অন্য নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্রুতেঃ। অজ্ঞানে বিস্মৃত আত্মস্বরূপকে পুনরায় জানা,—ইহার নাম জ্ঞান, তাহা বিচার ভিন্ন অন্য কোন সাধনে লাভ হইতে পারে না। আচার্য্যোক্তি যথা,—

"নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথাপদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা কচিৎ॥"

বিবেক দ্বারা সদসৎ বস্তু বিবেচনা করিয়া সৎ হইতে অসৎ নিবারণের নামবিচার॥ তাহা দৃঢ়তর অভ্যাস হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ যদি নিরন্তর অভ্যাসে প্রতিবন্ধ প্রাবল্য জন্য জ্ঞানোদয় না হয়, তথাপি তাহাতে অনাস্থা না করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা বিধেয়, প্রতিবন্ধ ক্ষয়ে অবশ্যই জ্ঞান সুসম্পন্ন হইবে। যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও জ্ঞান না জন্মে, তবে তদ্দৃঢ়াভ্যাস-বশতঃ জন্মান্তরে জ্ঞানলাভ হইবার সংশয় নাই। বামদেব ঋষি ইহার প্রমাণ; বিচারে দৃঢ় নৈপুণ্য জন্য মাতৃগর্ভেই তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। অতএব' মুমুক্ষু ব্যক্তি উপাসনাদি সকল কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া অবিরত বিচার-রত ও তদ্গতবুদ্ধি হইবেন, কোনপ্রকারে আলস্য বা অনাস্থা আশ্রয় করিবেন না। যদিও নানা গ্রন্থে বিচার সকল বিস্তারপূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রানভিজ্ঞ মুমুক্ষুগণের তাহা সুলভ নহে; সুতরাং তাঁহারা বিচারের প্রণালী জানিতে না পারিয়া জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। এ কারণ অনেক প্রকার বিবেচনার আলোচনা করিয়া শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতি এবং সাধূক্তির মত লইয়া

মুমুক্ষু ব্যক্তি-বৃন্দের উপকারাভিপ্রায়ে এই বিচার-লহরী-নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষাশব্দাবলীতে প্রণয়ন করিতেছি। তদবলোকনে ও আলোচনে অভ্যাস বশতঃ জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে বিচার-নিপুণ হইয়া ইষ্টলাভ করিতে পারিবেন। নানাপ্রকার বিচার শাস্ত্রে কথিত ও বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে ত্রিবিধ বিচার জ্ঞানাভিলাষীর প্রয়োজনীয়, তাহাই এ গ্রন্থে লিখিত হইল। আদৌ "বস্তুবিচার।" যাহাতে আত্মস্বরূপ লাভ হয়। দ্বিতীয় "মহাবাক্য-বিচার।" যদ্দারা ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হয়। তৃতীয় "স্বরূপ-বিচার",—অর্থাৎ অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপের বিচার; যাহাতে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়া অখণ্ডা-নন্দ নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশ পায়। এই তিন প্রকার বিচারেই তত্ত্বজ্ঞান সুসম্পন্ন ও পরমানন্দ লাভ হয়। অন্য সাধন বা যোগাদি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। ত্রিবিধ বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তিই এ মর্ম্ম অবগত আছেন। অবিচারে উদিত সংসার, বিচারে থাকে না। যথা ভ্রমোদিত পদার্থ বিচারে নাশ পায়, ইহা শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে অনেক প্রকারে কহিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রণীত হইলেও

তত্ত্ব জ্ঞানে পরিপূর্ণ; অতএব ইহা কোনরূপে হেয় নহে; অপভাষা-শব্দে বিরচিত মন্ত্র দ্বারাও সর্পাদির বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উপাধি বা ভাষাদৃষ্টে হেয় যোগ্য নয়।
পাত্র-ভেদে সুধারস ভেদ নাহি হয়॥
কনক রজত কিবা মৃত্তিকা আধার।
বিষনাশে সমগুণ সকলে সুধার॥
নানাধার-স্থিত জলে রবি প্রতিকাশ।
অবিশেষ সকলেতে সমান প্রকাশ॥
অপভাষা মন্ত্রে সর্প বিষনাশ জানি।
অজ্ঞান ভুজঙ্গ বিষ নাশে ভাষা বাণী॥

যে মুমুক্ষু জ্ঞানাভিলাষী এই গ্রন্থানুসারে বিচার অভ্যাস করিয়া নিঃশব্দে নিরন্তর বুদ্ধির সহিত প্রণালী পূর্ব্বক বিচার করিবেন, তিনি আনন্দপ্রাপ্ত হইবেন। প্রথমতঃ বস্তু-বিচার সুন্দররূপ অভ্যাসে আত্মস্বরূপ অবধারিত ও নিশ্চিত হইলে মহাবাক্য বিচারে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা সুসম্পন্ন হইলে স্বরূপ অর্থাৎ অস্তিভাতি-প্রিয় বিচার করিবে, বিপরীত অনুষ্ঠানে আশা ফলবতী হইবে না, অন্য

পুস্তকের ন্যায় এককালে সমস্ত অবলোকন করিলে ফলোদয়ের সম্ভব নাই। এ গ্রন্থে নেত্র নিক্ষেপ করিবামাত্র কোন দোষ গুণের আলোচনা না করিয়া ত্রিবিধ বিচার-সম্পন্ন করণানন্তর যেমত বিবেচনা করিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে।

জ্ঞানী জন গ্রন্থ দেখি হবে উল্লাসিত—।
অজ্ঞানীর দৃষ্টি দোষে সকল দোষিত॥
পিত্তেতে ব্যাপিত গাত্র মুখ তিক্ত হয়।
সে কহে মধুরে তিক্ত বাস্তবিক নয়॥

বিচার ও অভ্যাসের মর্ম্ম।

সত্য হইতে অসত্য নিবারণ করার নাম বিচার। রাজবিচারের দৃষ্টান্তে, তত্ত্ব-বিচারের মর্ম্মানুসন্ধান করিলে অনায়াসে বিচারের তাৎপর্য্য—বোধগম্য ও সুগম হয়। সত্য ও অসত্য উভয় মিলিত হইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, রাজা সাক্ষীকে অবলম্বন করিয়া বিচার দ্বারা অসত্য নিবারণ ও সত্য রক্ষা করেন, সাক্ষী রাজার চক্ষু স্বরূপ, তদ্ভিন্ন রাজা বিচারে অক্ষম; সেই মত সংসারে সত্য চৈতন্য ও অসত্য জড় পদার্থ—অবিবেকে মিলিত হইয়া, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করে, * প্রমাতা দৃশি স্বরূপ সাক্ষীকে

---

* অন্তঃকরণ বৃত্তি সহ জ্ঞাতা।

অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার দ্বারা অসত্য নিরাশ করিয়া সত্যস্বরূপ সংস্থাপন ও অবধারণ করেন, এই বিচারে আত্মস্বরূপ অবধারিত হয়। বিচার দ্বারা স্বরূপাবধারণ হইলে, সে জ্ঞান রক্ষা করাই পরম প্রয়োজন; যদি রাজা রিপুদল জয় করিয়া অধিকৃত ভূমির সুশৃঙ্খলা-বিধানে রক্ষণের নিয়ম স্থাপন না করেন, তবে তাঁহার অধিকার মিথ্যা ও পরিশ্রম বৃথা হয়; সেইরূপ বিচারে অবিদ্যার দলবল-বিজিত হইয়া জ্ঞান ভূমি অধিকার করিয়া তদ্রক্ষণে নিয়ম সংস্থাপন না করিলে, সে অধিকার নাম মাত্র হয়; যত্নও নিষ্ফল এবং পরিশ্রম নিরর্থক হয়। অতএব মুমুক্ষু বিচার দ্বারা অসৎ নিরাস করিয়া স্বরূপ জানিয়া তাহাতে নিরন্তর অবস্থিতির অভ্যাস দৃষ্টান্তাদি দ্বারা দৃঢ় করিবেন, যেন সম্পদে বা বিপদে স্বরূপ ভিন্ন ভুলক্রমে কোনরূপে দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি না হইতে পারে, কারণ এই বিপর্য্যয় জ্ঞান সকল অনর্থের মূল। যদি বুদ্ধির সংস্কারবশতঃ বাধিতের ক্ষণেক অনুবৃত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বিচার দ্বারা তাহা নিবারিত করিয়া স্বরূপ আশ্রয় করিবেন, যাবৎ দেহাত্ম-জ্ঞানতুল্য আত্মাতে তাদাত্ম্য-

জ্ঞান নিশ্চয় না হয়, তাবৎ অভ্যাসে বিরত হইবেন না, ইষ্টক-চূর্ণ স্পর্শ মাত্রেই যে দর্পণ নির্ম্মল হয় এমত নহে, নিরন্তর মার্জিত হইলে দর্পণ মল পরিত্যাগ করিয়া স্বভাব প্রাপ্ত হয় ॥

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥

অর্থাৎ চিন্তা ও কথন এবং পরস্পর প্রবোধন ইহাকে পণ্ডিতগণ অভ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন। বিচার-কুশল স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি অধুনা দেশাধিকারী রাজার তুল্য সর্ব্বদা শঙ্কিত ও সতর্ক এবং সাবধান থাকিবেন, যেন কোন প্রকারে অবিদ্যাদলের কেহ প্রবেশযোগ্য ছিদ্রপ্রাপ্ত না হয়, নচেৎ ছিদ্র প্রাপ্তি মাত্র সহসা প্রবেশ করিয়া দুর্ঘট ঘটনা করে। ভোজনে, শয়নে, তিষ্ঠনে, গমনে বা অন্য সময়ে বিচাররূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া কালযাপন বিধেয়; আর যাবৎ মুক্তি বা মৃত্যু না হয়, সংশয় বিপর্য্যয়াদি অবিদ্যা-চরকে অবসর দিবে না। উভয়ের নাশক যে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ তীক্ষ্ণবাণ, তাহা সন্ধান-পূরিত করিবেন। এতদ্রূপ নিয়ম যত্নের সহিত করিলে সাম্রাজ্য ভোগে সুখলাভ হইবে ॥

বিচারে করিয়া জয় অবিদ্যার দল।
সতত প্রবল রাখ বিচারের বল ॥
লইয়া বিচার অস্ত্র সদা কর বাস।
সম্মুখে দেখিলে দুষ্টে করিবে বিনাশ ॥
সতত সতর্ক-মতি রবে সাবধান।
ছিদ্র নাহি পায় কেহ করিতে সন্ধান ॥
প্রবেশ করিলে এক ঘটাবে প্রমাদ।
প্রমাদে পতিত হয়ে সকলে উন্মাদ ॥
দুই চর বিপর্য্যয়, সংশয় প্রচণ্ড।
ছলে প্রবেশিয়া দেশ করে লণ্ড ভণ্ড ॥
নিদিধ্যাস মনন প্রখর তীক্ষ্ণ বাণ।
নাশ হেতু সদা কর পূরিত সন্ধান ॥
এরূপ নিয়মে স্থিত প্রশান্ত অন্তর।
সাম্রাজ্য-বিভূতি-সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥

অথ অধিকারি-বিবরণ

সাধন-সুসম্পন্ন অধিকারী ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ কদাচ সম্ভাবিত নহে; অতএব আত্মজ্ঞানাভিলাষীর সর্ব্বপ্রকারে প্রথমতঃ সাধনই প্রয়োজন; কারণ সুন্দররূপ কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে উত্তম রূপ ফল লাভ হইবার সম্ভব, আর অকৃষ্ট ভূমিতে বীজ পতিত হইলে, যদিও অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু ফললাভের আশা ফলবতী হইতে পারে না,—তদ্রূপ অনধিকারী অশান্ত-চিত্ত নানাপ্রকার উপদেশপ্রাপ্ত হইলেও তত্ত্বসাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন না। তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী সামান্য ও বিশেষরূপে দুই প্রকার। আপনাকে জানিতে সর্ব্ব জনের

অধিকার বশতঃ সকলেই সামান্য অধিকারী বটেন, আর চতুর্ব্বিধ সাধন-সম্পন্ন সন্ন্যাসী বিশেষ অধিকারী হয়েন। যেমত শুষ্ক কাষ্ঠ আশু অগ্নি গ্রহণ করে, সরসেন্ধন তাদৃশ নহে এবং দর্পণ মাত্রই মুখদর্শনের পাত্র বটে—তথাচ সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল হইলে সুন্দর রূপ নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধ হয়, মলিন মুকুরে তাহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তদ্রূপ সাধন-সম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব ব্যুৎপন্ন মুখ্যাধিকারিগণের শ্লোকে বা অর্দ্ধ শ্লোকে উপদেশ মাত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইতে পারে। যথা ভাগবতে—

"আত্মানং বিন্দতে যস্তু সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্।
শ্লোকেন বা তদর্দ্ধেন ক্ষীণং তস্য প্রয়োজনম্॥"

সুসাধন বিচার-সম্পন্ন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর প্রতি ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব (১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, এবং (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা,—এই ষট্‌সম্পত্তি আর (৪) মুমুক্ষুত্ব, এই চতুর্ব্বিধ সাধন-সম্পন্ন বিচার-শীল সন্ন্যাসী মুখ্যাধিকারী। জ্ঞানালোক নামক গ্রন্থে বিবেকাদির অর্থ বিস্তার পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে—দৃষ্টিতে অবগতি হইবে।

অথ সন্ন্যাস-বিবরণ

সন্ন্যাস ভিন্ন আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ব্যাস-বশিষ্ঠাদি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছেন এতদ্বিরোধ ভঞ্জনার্থ সন্ন্যাসের বিশেষ তাৎপর্য্য লিখিত হইল। ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাস দুই প্রকার— বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। সাধনসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানোদ্দেশে যে সন্ন্যাস, তাহার নাম বিবিদিষা। তাহা দুই প্রকার,—প্রথম পুনর্জ্জন্মোৎপাদক কর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ যাহাতে পুনর্জ্জন্মের সম্ভব, এমত কাম্যাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ। দ্বিতীয়— প্রৈষোচ্চারণ পর্ব্বক দণ্ডধারণাদি আশ্রম [illegible]রূপ।

বিরক্ত গৃহস্থাদির প্রবল নিমিত্ত বশতঃ সন্ন্যাসের প্রতিবন্ধে কাম্যকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে অধিকার আছে। স্ত্রী শূদ্রগণেরও তাহাতে অধিকার আছে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণেতে জনকাদি এবং মৈত্রেয়ী প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌গণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রী শূদ্রের সমানাধিকার বিধানে ব্যবস্থার ভেদ নাই; সুতরাং সমরূপে অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। বিদুরাদির তত্ত্বজ্ঞান ইতিহাস-পুবাণাদিতে সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি বল উক্ত সন্ন্যাসে ও উপদেশগ্রহণে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার থাকিলেও বেদান্ত শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার হইতে পারে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন, সুতরাং সে সংশয়ের আর অবকাশ নাই। যে স্থলে শ্রুতি স্বয়ং প্রমাণ, তাহাতে প্রমাণান্তরের প্রয়োজন ও অপেক্ষা নাই। ইহাতে অধিকারী বিশেষের প্রতি বিশেষ বিধি শ্রুতির অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ বিধি প্রাপ্তির অভাবে বিধাতার তদ্বিষয়ে যে আচরণ তাহাকে বিধিরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; ভঙ্গিক্রমে ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করা যায়।

দ্বিতীয় বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। তাহাও দুই প্রকার; যথা—জাতরূপ ও কমণ্ডলুধারণ। গৃহস্থাশ্রমাদিতে কৃত শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে গৃহস্থাদির চিত্ত-বিশ্রান্তি লক্ষণ জীবন্মুক্তির উদ্দেশে যে সন্ন্যাস, তাহা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসাখ্য। যাজ্ঞবল্ক্য এই সন্ন্যাসের প্রমাণস্থল। তথাহি শ্রুতিঃ—

"তমেব বিদিত্বা মুনি র্ভবতীতি"

তাৎপর্য্য এই যে, গৃহস্থাদি আশ্রমে জন্মোৎপাদক কর্ম্মত্যাগাদি দ্বারা বিবিদিষা সন্ন্যাসাশ্রয়ে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিবে; যদি তদনন্তর চিত্ত-বিশ্রান্তিলক্ষণ জীবন্মুক্তির বাঞ্ছা হয়, তবে বিদ্বৎ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহ জন্মের সাধনেই যে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, এমত নহে, উক্ত সাধন সকল জন্মান্তরেরও উপকার করে। শ্লোক যথা,—

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ
সংন্যাসপূর্ব্বকমিদং শ্রবণাদিকঞ্চ।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র
তত্রাশ্রমেষ্বপি বসন্ন নিবারয়াম ॥

অস্যার্থঃ। যদি জন্মজন্মান্তরে সন্ন্যাস পূর্ব্বক শ্রবণাদি সাধন হইয়া থাকে, তবে লোক সকল যে সে আশ্রমে স্থিত হইলেও জ্ঞান লাভ করিবেন। সূত্রকার কহেন ; যথা—

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ইতি।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।

ভগবদ্গীতা। ইত্যাদি প্রমাণ।

যদি ইহ জন্মে অকৃত-সাধন কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন বা তদ্বিষয়ে অনুরক্ত ও তদ্গতচিত্ত জিজ্ঞাসু হয়েন, তবে উক্ত শ্লোকাদির তাৎপর্য্যমতে তাঁহার জন্মান্তরের কৃত সাধন ফল অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যথা—

"কারণাভাবে কার্য্যানুদয়াৎ" ইতি ন্যায়াৎ।

অথ বিচার-বিষয়।

সর্ব্বপ্রকারে অগ্রে সাধনের প্রয়োজন ; অতএব সাধনসম্পন্ন হইয়া একান্তচিত্তে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গে বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত ; বিনা বিচারে উপদেশ-মাত্রে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না।

বিদ্যারণ্য স্বামী কহিয়াছেন,—

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ॥
পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ॥

অস্যার্থঃ। বিনা বিচারে কেবল উপদেশ

মাত্রেই যেমন পরোক্ষজ্ঞান সম্পন্ন হয়, সেরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ অপরোক্ষ জ্ঞান বিচার ভিন্ন উপদেশ মাত্রে হয় না। যেমন অশ্রদ্ধা পরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইরূপ অবিচার অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। শ্লোক যথা,—

কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজিগীষু র্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ সংবিচারয়েৎ॥
জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদি-বাঞ্ছয়া তদ্বৎ শ্রদ্ধধ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া॥
চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদি-প্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া॥

অস্যার্থঃ। যেমন বিজিগীষু (প্রতিবাদী জয়-কামী) ব্যক্তি কাব্য নাটক তর্কাদি নিরন্তর অভ্যাস করেন, সেইরূপ মুমুক্ষু (মুক্তি অভিলাষী) নিরন্তর স্ব (আত্মার) বিচার করিবেন। যেমন স্বর্গকামী তৎকামনায় তাহার সাধন জপ-যজ্ঞোপাসনাদিতে শ্রদ্ধা-পুরঃসর অবিরত নিরত থাকেন, তদ্রূপ মুমুক্ষু মুক্তি অভিলাষে স্বীয় আত্মাতে শ্রদ্ধা করিবেন।

যেমন যোগিবৃন্দ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভাভি-

লাষে বহু আয়াসে চিত্তের একাগ্রতা সাধন করেন, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি বিচার করিয়া দেহাদির অতিরিক্ত স্ব আত্মাকে জানিবে।

কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বৎ বিবেকস্যাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে॥
বিবিঞ্চিতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষু সঙ্গতা।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে॥

অস্যার্থঃ। যেমন বিজিগীষু ও স্বর্গকামী এবং যোগী প্রভৃতির অভ্যাসের পটুতা বশতঃ তত্তদ্বিষয়ে নানা প্রকার কৌশল বর্দ্ধিত হয়, তদ্বৎ মুমুক্ষুরও দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা বিবেকে দেহাদি হইতে আত্মভিন্ন জ্ঞান স্পষ্ট হয়। অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা ভোক্তার ভোক্তৃত্ব ও পারমার্থিক স্বরূপ ভোগ্য-বস্তু সকল হইতে ভিন্ন জানিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতে সাক্ষীর অসঙ্গত্ব নিশ্চয় করিবে॥

ইতি মুমুক্ষু-উপায়দর্শন নাম প্রথম লহরী।

দ্বিতীয় লহরী

—০:*:০—

অথ বস্তুবিচার।

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ গুরুকে প্রণাম করিয়া "অহং" শব্দার্থ নিরূপণাভিপ্রায়ে বস্তুবিচার-নামক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যাহা অবলোকন করিলে ও যাহার ভাবার্থ চিন্তা করিলে, মুমুক্ষুগণের জ্ঞানানল প্রবল হইয়া সমস্ত প্রপঞ্চ-গহন দগ্ধ করে এবং আত্মতত্ত্ব তাহার ফল প্রকাশ পায়। আর অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যে তাদাত্ম্যরূপ কৈবল্য লাভ হয় এবং অবস্তু জগতের বাধ ও বস্তু সচ্চিদানন্দের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ভাষা শব্দাবলীতে প্রণীত হইল।

অথ স্থূল শরীরবিচার।

এই শরীরে 'অহং' ভাব নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। পরন্তু আমি কে তদ্‌বিষয়ে অনুসন্ধান কালে প্রথমে দেখিতে হইবে যে কোন্ বস্তু অহং শব্দ-প্রতিপাদ্য? যদি এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর আমি হই, তবে বিচার্য্য এই যে, স্থূল শরীরই বা কি ও আমিই বা কে। দেখ এই স্থূল শরীর পঞ্চ স্থূল ভূতময় অর্থাৎ পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্বে উৎপন্ন; অতএব ভূতকার্য্য হেতু জড়, অহং শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু আমি যে চৈতন্য, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। পরন্তু মৃত্তিকাদি শরীরে দৃষ্টি হয় না, তবে কিরূপে শরীর ভৌতিক প্রতীত হইতে পারে?

এ স্থলে বিচার কর্ত্তব্য যে, কোন্ ভূতের স্বভাব কি। দেখ উক্ত পঞ্চভূতমধ্যে পৃথিবীর কাঠিন্য-স্বভাব, জলের কোমলতা, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর স্পন্দন ও আকাশের অবকাশ স্বভাব পরস্পর বিচিত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই শরীরে অস্থি কঠিন, তাহা পৃথ্বী; মাংস কোমল, তাহা জল; দেহের উষ্ণতা তাহা তেজ; নিঃশ্বাস পবন, আর শরীরের যে অবকাশ তাহা আকাশ। যদি বল, পঞ্চ ভূতের কার্য্য যে পাঁচটী পদার্থ শরীরে নির্দ্দিষ্ট হইল, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল দৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি কি? তদ্-বিবরণ এই যে, স্থূল পঞ্চভূত পঞ্চবিংশতি প্রকারে বিকৃত হইয়া স্থূল শরীররূপে পরিণত হয়। দেখ, অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী, রোম, এই পঞ্চ পৃথ্বী-গুণাংশ। এই পাঁচ পদার্থের আশ্রয় পৃথ্বী। পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতেই থাকে; অতএব এ সকল পৃথ্বী অংশ তাহার সংশয় নাই। যেমন শুষ্ক মৃত্তিকা কঠিন, তাহার উপরিভাগে জল-সংযোগ হইলে কোমল হইয়া কর্দ্দম হয়, বায়ুযোগে সূক্ষ্ম ত্বক্ রূপ সরের ন্যায় হয়, তেজের রশ্মি দ্বারা সূত্রাকারে শুষ্ক হয় এবং তদুপরি তৃণ জন্মে। এই

দৃষ্টান্তে শরীর ভৌতিক নিশ্চয় কর। পঞ্চীকরণ প্রকরণে এই ব্যাপার সবিশেষ বিস্তারিত হইবে। আর শুক্র রক্ত পিত্ত স্বেদ ও লালা বা শ্লেষ্মা এই পঞ্চ জলাংশ, জল হইতে অভিন্ন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা, কান্তি, অর্থাৎ মুখপ্রভা এই পাঁচটি তেজো গুণাংশ। গমন, ধাবন, উৎক্রমণ, সঙ্কোচন, প্রসারণ এই পাঁচটি বায়ু গুণাংশ। শির, কণ্ঠ, হৃদয়, উদর কটি এই পাঁচটির অবকাশ আকাশাংশ।

অতএব এই স্থূল শরীর পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত-নির্ম্মিত জড় তমোময় ভূতবিকার, রোগালয়, জন্ম-মরণ-ধর্ম্মশালী; এই শরীর আমি নহি। আমি চৈতন্য বোধরূপ, শরীরের ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞাতা দ্রষ্টা সাক্ষী; এই শরীর আমাতে প্রকাশ পাইতেছে। এই দেহ প্রত্যক্ষ জড়, ঘট, লোষ্ট্র কাষ্ঠ সমান। নিজে আছে কি না তাহা তাহার বোধ নাই; আপনাকে বা আমাকে জানে না। আমি চৈতন্য শরীর হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ এ স্থূল শরীর জড়, আমি নহি।

ইতি স্থূলশরীর নিরাস॥

———

অথ সূক্ষ্ম শরীর।

যদি বল, বিচার দ্বারা জড়স্বভাব স্থূল শরীর আমি হইলাম না, তবে তদন্তঃস্থ সূক্ষ্মদেহ আমি, যদ্দারা স্থূল শরীর সচেতন উপলব্ধি হয়। এ স্থলে বিচার কর্ত্তব্য যে, সূক্ষ্মশরীর কি? পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বময় সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতে উৎপন্ন হেতু ভূতকার্য্য জড়। যথা :—

পঞ্চপ্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ-সাধনম্॥

যদি শঙ্কা কর যে, এ সকল ভূতকার্য্য কিরূপে হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর। পঞ্চ ভূত

সমষ্টির সত্ত্বাংশে মনোবুদ্ধি; তজ্জন্য সর্ব্বভূত বিষয়-বোধক ও কার্য্যাধ্যক্ষ হয়। আর প্রত্যেক ভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর প্রত্যেকের রজোহংশে এক এক কর্ম্মেন্দ্রিয়; অর্থাৎ এক এক ভূতে গুণভেদে দুই দুই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, আকাশের সত্ত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয় ও রজোহংশে বাগিন্দ্রিয় হইয়াছে। সে আকাশের বিষয় শব্দ বাক্ কহে, শ্রবণ শুনে; অন্যের বোধ্য নহে, যাহার বিষয় তাহাতে কার্য্য ও অবগতি হয়। বায়ুর সত্ত্বাংশে ত্বগিন্দ্রিয় ও রজোহংশে পাণীন্দ্রিয়; বায়ুর বিষয় স্পর্শ, তাহা স্ববিষয় জন্য উভয়ে কার্য্য ও বোধ হয়। দেখ শরীরের কোন স্থানে শীতোষ্ণ বোধ হইলে হস্ত তথায় উপস্থিত হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ে গাত্রে কণ্ডূয়নাদি বোধ হইবামাত্র হস্ত তৎকার্য্য করে। তেজের সত্ত্বাংশে চক্ষু রজোহংশে পদেন্দ্রিয়, তেজের বিষয় রূপ চক্ষুঃ দেখিলে পদ চলে, রূপের নিকট পদ লইয়া যায়, প্রাপ্ত করায়, আর পদে হস্ত পেষণ অর্থাৎ বুলাইলে চক্ষুর জ্বালা নিবারণ হয়। জলের সত্ত্বাংশে জিহ্বা আর রজোহংশে উপস্থ; জলের

বিষয় রস, তাহা গ্রহণ ও ত্যাগ উভয়ে হয়, অর্থাৎ রসনাতে গ্রহণ ও উপস্থে ত্যাগ হয়। পৃথিবীর সত্ত্বাংশে নাসিকা ও রজোহংশে পায়ু-ইন্দ্রিয়, পৃথিবীর বিষয় গন্ধ পায়ুতে ত্যাগ ও নাসিকাতে গ্রহণ হয়।

অতএব এই দশেন্দ্রিয় সকল পঞ্চভূতকার্য্য; তাহাদিগের স্ব স্ববিষয়ে কার্য্য ও জ্ঞান হয়, একের বিষয় অন্যেতে জ্ঞান হয় না। শ্রবণ ত্বক্ চক্ষু রসনা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহাদের ধর্ম্ম শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ঘ্রাণ আস্বাদন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের বোদ্ধা তজ্জন্য বুদ্ধীন্দ্রিয় সংজ্ঞা হয়। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" অর্থাৎ সত্ত্বেতে জ্ঞান জন্মে। একারণ— সত্ত্বাংশে জ্ঞানেন্দ্রিয় হয়। বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ, আনন্দ (সুখ বিশেষ) এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, ক্রিয়াত্মক, রজোগুণে উদ্ভব জন্য তাহাতে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, একারণ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। "রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা"। পঞ্চভূতের সমষ্টি রজোহংশে এক মহা প্রাণ উৎপন্ন হয়, সে বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার,— প্রাণ, অপান,

উদান, সমান এবং ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ উক্ত হইয়াছে। প্রাণ ক্রিয়াত্মক, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে। হৃদিস্থিত প্রাণের ধর্ম্ম উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, এবং আসন্ন পিপাসা। গুদস্থ অপানের কর্ম্ম মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন করণ। কণ্ঠস্থ উদানের কর্ম্ম অন্নপানাদি উদরস্থ করণ এবং বমন হিক্কাদি তাহার কার্য্য। নাভিস্থানবর্ত্তী সমানের কর্ম্ম ভুক্তান্নাদি সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাক করিয়া রস নিঃসারণ এবং মলমূত্রাদি ও রসাদি বিভাগ করণ। সর্ব্বশরীরগামী ব্যানের কার্য্য সমস্ত নাড়ীর দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন এবং শরীর পোষণ।

পঞ্চ ভূতের সমষ্টি সত্বাংশে উৎপন্ন যে এক অন্তঃকরণ, সে বৃত্তিভেদে চারি প্রকার হয়। যথা,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। মন সঙ্কল্প বিকল্পরূপ, বুদ্ধি নিশ্চয়রূপা, চিত্ত অনুসন্ধান ও স্মরণ রূপ এবং অহঙ্কার অভিমানরূপ হয়। হঠাৎ যে ভাব প্রথমে স্ফুরণ হয়, সে অন্তঃকরণ-বৃত্তি, তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা, সঙ্কল্প, মনন, মনোবৃত্তি। সদসদ্বিবেচনা পুরঃসর কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় বুদ্ধিবৃত্তি। তদ্‌বিষয়ে পূর্ব্ব পশ্চাৎ

বা বিশেষ অনুসন্ধান' ও স্মরণ চিত্তবৃত্তি। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অহঙ্কারবৃত্তি। এই লিঙ্গ শরীর বাসনাময় স্বপ্নপ্রতীত অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত কার্য্যহেতু জড়, সূক্ষ্ম জন্য কোন অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল কার্য্য দ্বারা অনুমান করা যায়। এ শরীর আমি নহি, ও আমার নহে; যেহেতু আমি সকলের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, সাক্ষী, চৈতন্যরূপ। উক্ত শরীরের প্রত্যেক অবয়ব ও সকলের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গুণ, বৃত্তি, সাক্ষাৎ দেখিতেছি। সে সব দৃশ্য, জড় স্বভাব জন্য আমাকে জানে না এবং আমাকে গোপন করিয়া কোন কর্ম্মও করিতে পারে না, আমি তাহা হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ, বোধস্বরূপ।

সূক্ষ্ম শরীর অনেক সংযুক্ত জড়যন্ত্র সদৃশ হয়। ১৭ সত্ত্বের সূক্ষ্ম শরীর উক্ত হইল; কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কার সহিত ১৯ উনিশ তত্ত্ব হয়; এ কারণ কেহ কেহ উনিশ তত্ত্বের সূক্ষ্ম দেহ অঙ্গীকার করেন; আর কেহ চিত্তাহঙ্কারকে মনোবুদ্ধির অন্তর্ভূত মানিয়া ১৭তত্ত্বের স্বীকার করেন, তাহাতে বিরোধ নাই। স্থূল দেহ গৃহের তুল্য ভোগের স্থান, আর লিঙ্গ শরীর ভোগের সাধন কারণ; ইনি এক স্থূল দেহ

পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করেন। যেমন মনুষ্য এক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে বাস করে, ইহার গমনাগমনে জনন মরণ সংসারে প্রতীতি হয়। লিঙ্গ দেহ জীবত্বের কারণ, সমূল কর্ম্মনাশে এ দেহ ভঙ্গ হইয়া জীব মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপে স্থিত হয়। এদেহ হইতে ভিন্ন বোধরূপ আমি নিত্য অচল স্বপ্রকাশ ॥

অথ কারণ শরীর।

যদি বল বিচার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর আমি হইলাম না, তবে আমি কারণ শরীর, যাহা উক্ত সকলে অনুস্যূত এবং সকলের কারণ। এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, কারণ শরীর কি? অব্যক্তা অনাদি ত্রিগুণা মায়া অবিদ্যারূপা সকল অজ্ঞান কার্য্যের কারণ জন্য কারণ শরীর উক্ত হয়, স্থূল সূক্ষ্ম দুই শরীরের লয় স্থান এবং বীজরূপ সুষুপ্তিপ্রতীত অজ্ঞান আনন্দময়, এ অজ্ঞান দেহ আমি নহি, আমি তাহার সাক্ষী ও দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতা। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি সুখে শয়নে ছিলাম, কিছুই জানিনা যে বোধ হয়, ইহাতে সুষুপ্তি সময়ে সুখ রূপ হইয়া অজ্ঞানের সাক্ষী ছিলাম,

তাহাই স্মরণ হয়। অদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ সম্ভব নহে, তৎকালে বুদ্ধি আদি কিছুই থাকে না, কেবল চৈতন্য সুখরূপ অনুভব মাত্র হয়। অতএব এ অজ্ঞান শরীর আমি নহি; তাহা হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ, নিত্য বোধরূপ, তাহার সাক্ষী ॥

বিচারের সিদ্ধান্ত।

এরূপ বিচার করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে অবধারণ কর যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর, এবং তিনগুণ ও তাহাদের বৃত্তি সকল ও ধর্ম্মকর্ম্মের সাক্ষী, আমি চৈতন্য ঘটের ন্যায় সমস্ত সাক্ষাৎ দেখিতেছি এবং সকল হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ। অবস্থাদি সকল দৃশ্য আগমাপায়ী হয় এবং যায়; একের উদয়ে অন্য থাকে না; আমি নিত্যবোধরূপ সদা সমভাবে আছি: আমি অবিকারী, উক্ত বিকারিগণের বিকার দেখিতেছি; আমি জন্ম নাশ-রহিত।

জাগ্রৎ-অবস্থাতে যে আমি বিষয় ভোগে থাকি,

স্বপ্ন-অবস্থাতে জাগ্রত অবস্থা ও দেহ ভোগ্য বিষয়াদি ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম স্বপ্ন বিষয় ভোগে থাকি; সুষুপ্তি অবস্থাতে স্বপ্ন-অবস্থা দেহ ও ভোগ্য এবং ভোগ ব্যতিরেকে সুখরূপ আনন্দময় কোষে আনন্দ ভোগে থাকি; সমাধিতে তদ্‌ব্যতিরেকে শুদ্ধ চৈতন্য রূপ পরিপূর্ণ একরস থাকি; অতএব আমি চৈতন্য স্বরূপ নিত্য। এপ্রকার বিচার দ্বারা আপন স্বরূপ জানিয়া নিশ্চয় করিবে। যেমত শরীরে আত্ম-বুদ্ধি সংশয় বিপর্য্যয় রহিত। দেহাদি অনাত্মাতে কদাচ কোন প্রকারে আত্মবুদ্ধি না হয়, ইহা দৃঢ়াভ্যাসে সম্পন্ন হইবে, মনোরাজ্য সময়ে হৃদিকল্পিত দেহে দৃঢ় ভাবনা বশতঃ এরূপ তাদাত্ম্য হইয়া থাকে যে, স্থূল দেহ ও বাহ্য বিষয় কিছুই স্মরণ হয় না; আত্মাতে দৃঢ় তাদাত্ম্য হইলে, তদ্রূপ হইবার সংশয় নাই; অভ্যাস করিলে আপনি জানিতে পারিবে। স্বরূপ জানিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া নিরন্তর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানে নিরত হইবে॥

অথ পঞ্চকোষ-বিচার।

যেমত তুষাবৃত তণ্ডুলকে অবঘাত দ্বারা বাছিয়া লয় তদ্রূপ পঞ্চ কোষাবৃত আত্মাকে বিচার করিয়া বাছিয়া লইবে। আত্মা নিত্যশুদ্ধ হইয়াও পঞ্চ কোষে আবৃতবৎ হওয়ায় তত্তদ্রূপে ভাসমান হয়েন। যেমন শুদ্ধ স্ফটিক মণি রক্তপুষ্পাদি যোগে তত্তদ্রূপে ভাসিত হয়। বিচারদ্বারা পঞ্চ কোষ নিরাস করিলে, শুদ্ধ আত্মা প্রকাশিত হন। শৈবালাবৃত জল যেমত শৈবাল দূরীকৃত হইলে নির্ম্মল প্রতীয়মান ও তৃষ্ণা-সন্তাপহর হইয়া থাকে।

কোষ বিবরণ যথা—

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ পরপর ক্রমে আত্মার আবরণ হইয়াছে। কোষের ন্যায় আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাদের কোষ সংজ্ঞা হয়।
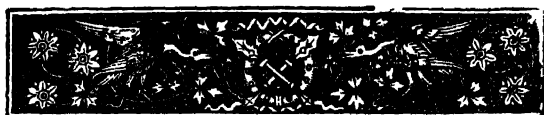
অথ অন্নময় কোষ।

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নরসে উৎপন্ন হয় ও অন্নেতে জীবিত থাকে, এবং অন্নরসবিহীন হইলে নষ্ট হয় এজন্য ইহার নাম অন্নময় কোষ। অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত, ধাতু, নাড়ী, চর্ম্মান্বিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাদি সংযুক্ত, সমস্ত রোগের আলয়, মল মূত্রাদিতে পরিপূর্ণ, বিকারী, তামস, জড়, জরা-মরণ-ধর্ম্মশালী, স্থূল শরীর এই অন্নময় কোষ অশুদ্ধ; ইহা কখন নিত্যশুদ্ধ আত্মা হইতে পারে না।

অবিবেকে গুণ জ্ঞানে ধরিলে ভুজঙ্গ।
মরণ নিশ্চয় বিষে জর্জ্জরিত অঙ্গ॥
ত্বরিতে সরিতে গ্রাহ দারু জ্ঞানে ধরে।
অবশ্য অজ্ঞান নর অবিলম্বে মরে॥

অহং বুদ্ধি শরীরে সেরূপ অবিশেষ।
রোগ ভোগ প্রমাদ মরণ অবশেষ।
বিবেকী সতত তাহে হবে সাবধান।
ত্যজিবে দেহাত্ম-বুদ্ধি বিচার বিধান॥
সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সর্ব্বনাশে।
নাহি ভাবে অহং দেহ অবিদ্যাবিলাসে॥
নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল অসঙ্গ বোধ রূপ।
নিশ্চয় করিবে জানি বিচারে স্বরূপ॥

অথ প্রাণময় কোষ।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ প্রাণময় কোষ, অন্নময়কে ব্যাপিয়া তদাশ্রয়ে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছে ; কিন্তু দৃশ্য জড় ভৌতিক চঞ্চল বায়ুরূপ এই প্রাণময় কোষ কোন রূপে আত্মা হইতে পারে না।

প্রাণিমাত্রে প্রাণ আত্মা করেন বিশ্বাস।
নাহি জানে জড় দৃশ্য উচ্ছ্বাস নিশ্বাস॥
সুষুপ্তিতে সর্ব্বলয়ে প্রাণ মাত্র স্থিত।
শেষ ভোগ জন্য দেহ রক্ষণে যোজিত॥
অচেতন দৃশ্য প্রাণ তৎকালে প্রমাণ।
গতাগতি মাত্র বায়ু ভস্ত্রার সমান॥
নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল অসঙ্গ বোধরূপ।
নিশ্চয় করিবে জানি বিচারে স্বরূপ॥

অথ মনোময় কোষ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ মনোময় কোষ নামে খ্যাত। প্রাণময়কোষকে বাহ্যান্তরে ব্যাপিয়া আছে; ইহাতে ইচ্ছা সঙ্কল্প মননাদি হয়। ইহার ক্ষমতার ইয়ত্তা করা সুকঠিন; স্বয়ং নানারূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে। জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় জগৎ রচনা করিয়া, তাহাতে অনুরাগী হয়; পুনঃ আপনি তাহা নাশ করে। বিষয়ে রাগ কল্পনা করিয়া, গুণেতে পুরুষকে পশুবৎ বন্ধন করে; পুনঃ সেই বিষয়কে বৈরাগ্যদ্বারা বিষতুল্য বিরস করিয়া মুক্ত করে। অতএব মনই বন্ধ-মুক্তির কারণ; কখন কোনরূপ এক ভাবে থাকে না; এক

ভাব কল্পনা করিয়া, পুনঃ তাহার বিরুদ্ধ বিপরীত ভাব অবলম্বন করে। অতএব এই মনোময় কোষ ভূতকার্য্য দৃশ্য জড় ; ইহা আত্মা নহে।

মানব বিবেকাভাবে আত্মা মানে মন।
মন হয়ে ভবে করে গমনাগমন ॥
অন্যত্র মনের গতি কথা নাহি শুনি।
মনঃ স্থির করিয়া সুস্থির হয় মুনি ॥
স্বপ্ন জাগরণে থাকে সুষুপ্তিতে লয়।
চঞ্চল আগমাপায়ী বিকার-নিলয় ॥
চৈতন্য-আশ্রয়ে স্থিতি গতি সদা তার।
যেমত বিদ্যুৎ মেঘে হয় নানাকার ॥
পরিণামী বিকারী অস্থির শোকময়।
সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মন আত্মা নয় ॥
নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল অসঙ্গ বোধরূপ।
নিশ্চয় করিবে জানি বিচারে স্বরূপ ॥

—•—

অথ বিজ্ঞানময় কোষ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ শব্দে খ্যাত হয়, ইহা 'অহং' 'মম' ভাব ও কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত আমি গুণবান, আমি বিদ্বান, অহং ক্রিয়াবান্, অহং জ্ঞানী, অহং ধ্যানী, ইত্যাদি অভিমান সকল এই কোষে উৎপন্ন হয়; এ কোষ পরিণামী বিকারী এবং ক্ষণিক প্রকৃতির বিকার; সুতরাং ইহা আত্মা নহে।

বুদ্ধি আত্মা বলে যত অবিবেকী জন।
নাহি জানে জড়াচিদাভাসে সচেতন॥
বিজ্ঞানে উপাধি হয় আত্মাতে আধ্যাস।
স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতি তাহাতে প্রকাশ॥

আত্মাতে উপাধি ধর্ম্ম করিয়া স্বীকার।
অসঙ্গে আরোপ করে বুদ্ধির বিকার॥
ধাবিত মেঘেতে শশী ধাবিত যেমত।
ব্যাপৃত বুদ্ধিতে আত্মা ব্যাপারী সেমত॥
ক্ষণিক বিকারী পরিণামী আত্মা নয়।
স্বপ্ন জাগরণে থাকে সুষুপ্তিতে লয়॥
চলিত তরণী স্থিত দেখে অবিকল।
চঞ্চল অচল তরু চলিত সকল॥
বিকারী ক্ষণিক বুদ্ধি জড়া পরিণামী।
চৈতন্য প্রকাশে হয় নিজ বৃত্তিগামী॥
কভু ঘটাকার বুদ্ধি কভু পটাকার।
কখনো অভাব হয় সন্ধিতে তাহার॥
স্ফটিকে আতপ যোগে রক্ত পুষ্পভাস।
বুদ্ধিতে বিষয় ভাসে আত্মার প্রকাশ॥
কখন বিষয়বৃত্তি কভু তূষ্ণীম্ভাব।
চৈতন্যে প্রকাশ দৃশ্য বুদ্ধিভাবাভাব॥
নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল অসঙ্গ বোধ রূপ।
নিশ্চয় করিবে জানি বিচারে স্বরূপ॥

অথ আনন্দময় কোষ।

আনন্দের প্রতিভাসে তমোবৃত্তি জৃম্ভিত, আনন্দ-ময় কোষনামে খ্যাত। সুষুপ্তিতে উৎকটআনন্দ-স্ফূর্ত্তি হয়, আর জাগ্রত স্বপ্নাবস্থাতে ইষ্টলাভে ও প্রিয় সন্দর্শনে এবং পুণ্যানুভবে ঈষৎ ভাসিত হয়। অজ্ঞান আনন্দে পুরুষ আনন্দিত হইয়া, আনন্দ রূপ হইয়া থাকে। তাহা এই কোষের ধর্ম্ম ও অভিমান। অতএব প্রিয়, মোদ, প্রমোদাদি সহিত কারণ শরীর পর্য্যন্ত আনন্দময় কোষ আত্মা নহে। যেহেতু আনন্দ অজ্ঞানের সাক্ষী আত্মা চৈতন্যরূপ, তাহাতে এ সকল প্রকাশ পায়। অতএব আমি চৈতন্য বোধ

স্বরূপ, পঞ্চকোষাতীত ; আমাতে এ সকল ভাসিত হইতেছে ॥

জড়েতে আনন্দ নাই করহ বিচার।
অজ্ঞানে বিষয় স্ফূর্ত্তি কিরূপে তাহার ॥
চৈতন্য আনন্দঘন আত্মা স্বপ্রকাশ।
সুস্থির বৃত্তিতে তার ভাসে প্রতিভাস ॥
সে বৃত্তি ক্ষণিক হয় বুদ্ধির স্বভাব।
বুদ্ধির অভাবে হয় তাহার অভাব ॥
অজ্ঞান কারণরূপ সুপ্তিতে বিজ্ঞান।
বুদ্ধির অবস্থা সুপ্তি প্রকাশ অজ্ঞান ॥
আনন্দের প্রতিবিম্ব হয় একাকার।
অজ্ঞানস্থ চিদাভাস ভোক্তা হয় তার ॥
অজ্ঞান আনন্দ হয় আত্মাতে প্রকাশ।
আমি সাক্ষী নিত্য, সাক্ষ্য হয় পুনঃ নাশ ॥
নিত্য শুদ্ধ নির্ম্মল অসঙ্গ বোধরূপ।
নিশ্চয় করিবে জানি বিচারে স্বরূপ ॥

অথ বস্তু-নিশ্চয়।

যদি বল পঞ্চ কোষ নিরাস হইলে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট উপলব্ধি হয় না, তবে আর আত্মা কি? এস্থলে সূক্ষ্মবুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে পঞ্চ কোষ নিষেধে যেসকল বাধিত হয়, সেসমস্ত অজ্ঞান বিকারমাত্র, আত্মা, অজ, অবিনাশী, সত্য, জ্ঞানানন্দ লক্ষণ; তাহাতেই সকল অনুভব হয়; কোন কালে কোন প্রকারে, তাহার বাধ ও অভাব হয় না। পঞ্চ কোষ নিষেধে যে কিছু মাত্র থাকে না, এ অনুভব যাহাতে হয়, এবং যিনি সকল জ্ঞাতা সেই বোধ রূপ আত্মা জানিবে। পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন সকলের

দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ এক, সত্য, জ্ঞানাদি-লক্ষণ, চৈতন্য মাত্র আমি। যদি এমত শঙ্কা হয় যে, সমস্ত পদার্থ বুদ্ধিতে ভাসে ও জানা যায়, বুদ্ধিই তাহার জ্ঞাতা, ইহা ভ্রম মাত্র। বুদ্ধি পূর্ব্বেই নিরাস হইয়াছে, তাহার লক্ষণ ও ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ, সে পরতন্ত্র, স্বয়ংসিদ্ধ নহে। যেমত দীপ সকল পদার্থ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে জানে না কোন্ পদার্থ কি। কিন্তু গৃহস্থ পুরুষ জ্ঞাতা হয় তদ্রূপ বুদ্ধি চিদাভাস যুক্তহেতু সকল পদার্থ ও বিষয় প্রকাশ করে, কিন্তু জড়ত্ব স্বভাব জন্য ও চিদাভাস অবস্তু প্রযুক্ত তাহার জ্ঞাতা হইতে পারে না; চৈতন্য রূপ সাক্ষী প্রত্যগাত্মা সকল জ্ঞাতা হয়। তিনি বুদ্ধি ও বুদ্ধি কল্পিত পদার্থ সকলকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন; ইহা জানিয়া নিশ্চয় কর, যে চৈতন্য আত্মা আমি।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহং প্রত্যয়ালম্বন।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ ॥
যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধি তদ্বৃত্তি সদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ং ॥

অন্বয়ার্থ। অহং প্রত্যয়ের অবলম্বন স্বয়ং নিত্য কেহ আছেন, তিনি অবস্থা ত্রয়ের সাক্ষী হইয়াও পঞ্চ-কোষ হইতে বিলক্ষণ। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধির ও তাহার বৃত্তি এবং ভাব ও অভাব সকল জানেন তিনিই আমি। এই বস্তু বিচারে অহং পদের অর্থ অহঙ্কারাদির সাক্ষী চৈতন্য সিদ্ধ হইল ; নিরন্তর অভ্যাসে নিশ্চয় করিয়া নিদি-ধ্যাসনে অর্থাৎ ধ্যানে নিরত থাক।

অথ পঞ্চী-করণ-বিবরণ।
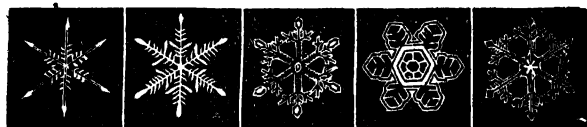
পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিত হয় নাই। পঞ্চীকরণ প্রকরণ বস্তুবিচারের অন্তর্গত; অতএব পর পৃষ্ঠা'য় উহার সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত হইল।

পঞ্চ ভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলসৃষ্টি হইয়াছে; যথা—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ পৃথক্ রাখিয়া অপরার্দ্ধ পুনরায় চারিচারি খণ্ড করিতে

আকাশ ॥০	
বায়ু ৵০	তেজ ৵০
জল ৵০	পৃথ্বী ৵০

বায়ু ॥০	
তেজ ৵০	জল ৵০
আকাশ ৵০	পৃথ্বী ৵০

তেজ ॥০	
আকাশ ৵০	বায়ু ৵০
জল ৵০	পৃথ্বী ৵০

জল ॥০	
আকাশ ৵০	তেজ ৵০
বায়ু ৵০	পৃথ্বী ৵০

পৃথ্বী ॥০	
আকাশ ৵০	জল ৵০
বায়ু ৵০	তেজ ৵০

হইবে; এবং ঐ বিভক্ত চারি অংশ অপর চারিটি ভূতে সংযোজিত করিতে হইবে; আর অপর চারিটি ভূতও এইরূপে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির স্বীয় অর্দ্ধাংশ সহ অপর চারিটি ভূতের প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ সংযোগে পঞ্চীকরণ ব্যাপার সাধিত হয়।

অর্থাৎ এক ভূতের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিলিত হইয়া পূর্ণ হয়; এই

!!! পঞ্চী করণ চক্র !!!

		১	২	৩	৪	৫	
	নিজাংশ	পৃথ্বী	জল	তেজঃ	বায়ু	আকাশ	
১	পৃথ্বী	অস্থি	মাংস	নাড়ী	ত্বক্	বোম	আদান—
২	জল	রক্ত	শুক্র	পিত্ত	স্বেদ	লালা	আদান—
৩	তেজঃ	আলস্য	কান্তি	ক্ষুধা	তৃষ্ণা	নিদ্রা	আদান—
৪	বায়ু	সঙ্কোচ	গমন	উৎক্রামণ	ধাবন	প্রসারণ	আদান—
৫	আকাশ	কটি	উদর	হৃদয়	কণ্ঠ	শিরঃ	আদান—
		প্রদান	প্রদান	প্রদান	প্রদান	প্রদান	

প্রকারে পঞ্চভূতাংশ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পূর্ণ হইলে পঞ্চীকৃত হয়। যে ভূতের অর্দ্ধাংশ, সেই ভূত বলিয়া খ্যাত হয়। এইরূপ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতে ব্রহ্মাণ্ডাদি যাবতীয় স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্বে যে পঁচিশতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা পঞ্চীকৃত ভূতে বিদ্যমান আছে। যথা অস্থি, মাংস, ত্বচ, নাড়ী, রোম, পঞ্চীকৃত পৃথিবীর অংশ; তন্মধ্যে অস্থি পৃথিবীর, মাংস জলের, ত্বচা পবনের, নাড়ী তেজের, রোম আকাশের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। শুক্র, রক্ত, পিত্ত, স্বেদ, লালা, এই পাঁচটি পঞ্চীকৃত জলের অংশ; তন্মধ্যে শুক্র জলের, রক্ত পৃথিবীর, পিত্ত তেজের, স্বেদ বায়ুর ও লালা আকাশের অংশ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, কান্তি, এই পাঁচটি পঞ্চীকৃত তেজের অংশ; তাহার মধ্যে ক্ষুধা তেজের, তৃষ্ণা বায়ুর, নিদ্রা আকাশের, আলস্য পৃথিবীর, কান্তি জলের অংশ। দেখ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার তৃষ্ণা হয়, জলপানের পর আলস্য, তাহার পর নিদ্রা, নিদ্রাভঙ্গে মুখকান্তি পরিস্ফুট হয়। গমন, ধাবন, উৎক্রমণ, সঙ্কোচন,

প্রসারণ এই পাঁচটি পঞ্চীকৃত পবনাংশ; তন্মধ্যে ধাবন বায়ুর, গমন জলের, উৎক্রমণ তেজের, সঙ্কোচন পৃথিবীর, এবং প্রসারণ আকাশের অংশ। শিরঃ, কণ্ঠ, হৃদয়, উদর, কটি, এই পাঁচটি পঞ্চীকৃত আকাশাংশ। তন্মধ্যে শির আকাশের, কণ্ঠ বায়ুর, হৃদয় তেজের, উদর জলের, কটি পৃথিবীর অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার মধ্যে পাঁচটি, পঞ্চভূতের নিজাংশ, আর বিংশতিটি আদান ও বিংশতিটি প্রদান, সমষ্টিতে পঁয়তাল্লিশ তত্ত্ব হয়। পাঁচ হইতে পঁচিশ, পঁচিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ হইয়া স্থূল শরীর হইয়াছে। সমস্ত ভূতকার্য্য জড়; ইহাতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা আমি বা আমার জ্ঞান ভ্রম মাত্র। আমি আত্মা বোধরূপ, সকল জ্ঞাতা, উক্ত সমস্ত জড় হইতে ভিন্ন, দ্রষ্টা ইহা নিশ্চয় কর॥

ইতি বস্তুবিচার নাম দ্বিতীয় লহরী।

—•—

তৃতীয় লহরী।

—:০:—

অথ গ্রন্থি-ভেদ-বিবরণ ও বিচার।

যদিও বস্তুবিচার হইতে গ্রন্থিভেদ-বিচার ভিন্ন বিষয় নহে, বস্তু-বিচারে সুনিপুণ ব্যক্তি স্বয়ং বিচার দ্বারা গ্রন্থিভেদ করিতে সক্ষম হয়েন, তথাচ মুমুক্ষুগণের আশু বোধগম্য হইবার উদ্দেশে বিস্তার-পূর্ব্বক লেখা হইতেছে। বস্তুবিচার ও গ্রন্থিভেদ এই দুইটি বিষয় অভিন্ন হইলেও, পুনরুক্তি জ্ঞান না করিয়া অনুশীলন করিলে, ফল লাভ হইবে। প্রথম চিৎ ও জড়ের স্বরূপ জানিলে, গ্রন্থিভেদ সহজে সম্পন্ন হইবে। 'স্ব' ও 'পর'-বোধক

চিৎ (চৈতন্য) এবং 'স্ব' ও 'পর'-বোধ-রহিত জড়, এই লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া প্রভেদ নির্ণয় কর।

চৈতন্য ও জড়ের একতানিশ্চয়ের নাম গ্রন্থি। স্থূল শরীর অবধি অজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থে, চিৎ ও জড়ের গ্রন্থিবশতঃ তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি-লৌহ-বৎ একরূপে ভাসমান হয়। তাহার ভেদ না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অনাদি কাল হইতে এই চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থি দৃঢ় থাকায়, জীবের নিরন্তর নানা যোনিতে ভ্রমণ হইতেছে। যদি বল চৈতন্য ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মা; তাহাদের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তর—তাহা যথার্থ বটে, তমঃ ও তেজের ন্যায় তাহাদের ঐক্য কোন মতে সম্ভাবিত নহে; কিন্তু অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার প্রভাবে অবিবেক বশতঃ ঐক্য বোধ হইয়া, তাদাত্ম্যবুদ্ধি হয়। বিবেক দ্বারা উভয়ের লক্ষণ জানিলে গ্রন্থি শিথিল ও বিচারে ভেদ হয়। ঐক্য-জ্ঞানের নাম গ্রন্থি এবং ভিন্ন জ্ঞানের নাম ভেদ।

—•—

অথ স্থূলগ্রন্থি-ভেদ।

স্থূল শরীরে 'অহং' বুদ্ধিই স্থূলগ্রন্থি; তাহাতে শরীরই 'আমি' এইরূপ প্রত্যয় হওয়ায়, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি আত্মাতে আরোপিত হয়। যথা,—আমি জন্মিয়াছি, আছি, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণ, আমি গৌর, আমি রোগী ইত্যাদি এবং জাতি, কুল, গোত্র নাম, বর্ণাশ্রম, প্রভৃতি ভ্রম আত্মাতে স্বীকার করিয়া অভি-মানে প্রমত্ত, ও মোহিত হওয়ায় জীব নানা প্রকার সুখ দুঃখাদি ভোগ করে। এই স্থূল শরীর স্ব-পর-বোধ রহিত, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রঘটাদি তুল্য, নিজে আছে কিনা, তাহা তাহার বোধ নাই। আমি চৈতন্য, তাহার দ্রষ্টা, শরীর আছে তাহা আমি জানিতেছি, দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তু হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন। যেমন ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, সে ঘট হয় না। অতএব আমি চৈতন্য, জড় শরীরের দ্রষ্টা, তাহা হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন॥

ইতি স্থূলগ্রন্থি ভেদ সম্পূর্ণ।

অথ প্রাণগ্রন্থি-ভেদ।

প্রাণে যে চিৎ জড়ের গ্রন্থি, তাহাতে আমি প্রাণ, এই বিশ্বাস হইতেছে। আমি প্রাণ, দেহে থাকিলে, দেহ জীবিত থাকে, এবং কর্ম্মক্ষম হয়, আমি বাহির হইলে মৃত্যু হয়। আর অশন, পিপাসাদি প্রাণধর্ম্ম, তাহা আত্মাতে স্বীকার করিয়া লোকে আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত বলিয়া থাকে। আর প্রাণময় কোষে, কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয়, অজ্ঞানীরা তাহাও আত্মাতে অঙ্গীকার করে। সে প্রাণ জড়, ভস্ত্রার বায়ু তুল্য নিশ্বাসোচ্ছ্বাস রূপে গমনাগমন করে। কিন্তু ঐ প্রাণ স্বয়ং আছে কি না, ইহা তাহার বোধ নাই, আপনাকে বা দেহকে ও আমাকে জানে না; দৃশ্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। আমি দ্রষ্টা, চৈতন্যরূপ, প্রাণের গমনাগমনাদি ক্রিয়া দেখিতেছি এবং জানিতেছি, আমি তাহা হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন।

ইতি প্রাণগ্রন্থি ভেদ সম্পূর্ণ।

অথ ইন্দ্রিয়-গ্রন্থি ভেদ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে যে চিৎ-জড়ের গ্রন্থি, তাহাতে আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা, আমি বধির আমি অন্ধ ইত্যাদি অবিরত বোধ হইতেছে। আর পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যে গ্রন্থি, তাহাতে আমি বক্তা, আমি গ্রাহক, আমি গামী ইত্যাদি অনবরত জ্ঞান নিশ্চয় হইতেছে। বিবেচনা করিলে ইন্দ্রিয় সকল জড়, তাহাদের বোধ মাত্র নাই, ভূতকার্য্য জন্য স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি ও অবগতি আছে; পরন্তু সে অন্যের বিষয় জানে না। আর ইন্দ্রিয়-রহিত অন্ধ, বধির প্রভৃতি জীবিত দৃষ্ট হইতেছে। অতএব আমি চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি এবং বিষয় ও কর্ম্মাদির দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা; সুতরাং সে সকল হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ॥

ইতি ইন্দ্রিয়-গ্রন্থিভেদ সম্পূর্ণ।

—•—

অথ মনোগ্রন্থি ভেদ।

মনে চিৎ-জড়ের গ্রন্থি থাকায় মনই আমি, এই প্রতীতি হয়। একারণ রাগ, ইচ্ছা, কাম, সঙ্কল্পাদি

যে মনের ধর্ম্ম, তাহা আমার বোধ হয়। মনোরাজ্যে দূরে মনের গতি হইলে, তাহাতে আত্মার গমন অনুভব হয়, এবং মনঃ যখন যে বৃত্তি প্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে স্বয়ং প্রবৃত্ত জ্ঞান হয়। সেই মন জড়, চঞ্চল, সঙ্কল্প-বিকল্প-রূপ, সাবয়ব, সুবর্ণ-সলিলাদি তুল্য, সদা কামক্রোধাদি বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে। দেখা যায়, অতএব দৃশ্য, আমি চৈতন্য, তাহার দ্রষ্টা, তাহা হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ।

ইতি মনোগ্রন্থি ভেদ সম্পূর্ণ।

অথ বুদ্ধিগ্রন্থি-ভেদ।

বুদ্ধিতে যে চিৎ-জড়ের গ্রন্থি তাহাতে আত্মা বিজ্ঞান রূপ বোধ হয়। আমি বিষয় নিশ্চয় করি, আমি ভাল মন্দ সকল জানি, আমি বিদ্বান্, আমি জ্ঞানী, আমি ক্রিয়াবান্ ও গুণবান্, আমি ধ্যাতা, আমি জ্ঞাতা ও বিবেকী ইত্যাদি। বুদ্ধি জড় ক্ষণিক, বিকারী ও পরিণামী, উহা সর্ব্বদা ঘটপটাদিরূপে পরিণত হয়—ঘটবুদ্ধি হইলে পটবুদ্ধি থাকে না। ঘটবুদ্ধির পূর্ব্বভাব ঘটভাব, এবং তাহার অভাব

ও বস্ত্বন্তর প্রাপ্তি, ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধি যেমত যেমত হয়, আমি তৎসমুদায় দেখিতেছি। আর বুদ্ধির পরিণামে আমি পরিণত হই না, বুদ্ধিনাশেও নষ্ট হই না; অতএব আমি চৈতন্য, তাহা হইতে ভিন্নও অসঙ্গ। "অসঙ্গাদ্বয়ঃ পুরুষঃ ইতি শ্রুতেঃ।"

ইতি বুদ্ধিগ্রন্থি-ভেদ সম্পূর্ণ।

—০—

অথ অহঙ্কার-গ্রন্থি-ভেদ।

অহঙ্কারে চিৎ-জড়ের গ্রন্থি অতি সূক্ষ্ম; সুসূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে জানিতে পারা যায়, অহং আমি মাত্র। শব্দ ও প্রত্যয়-ভেদে অহঙ্কার দ্বিবিধ। মূক (বোবা) ও পশু পক্ষ্যাদিতে শব্দ জ্ঞানাভাবে প্রত্যয় মাত্র বর্ত্তমান, আর মনুষ্যে সশব্দ প্রত্যয়; সে শব্দ জীবকল্পিত ও প্রত্যয় স্বাভাবিকী।

পক্ষান্তরে সামান্য ও বিশেষ ভেদে অহঙ্কার দুই প্রকার—সামান্য অহঙ্কার শুদ্ধ সর্ব্বত্র সমান, বুদ্ধ্যাদি যোগে বিশেষ হয়। সামান্য অহঙ্কার অজ্ঞানাদি স্থূল পর্য্যন্ত সকল পদার্থে অনুস্যূত আছে, যখন যাহার

যোগে প্রকাশ পায়, তৎক্রিয়া ও ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া ভাসমান হয়। যথা,—বুদ্ধি যোগে অহং জ্ঞানী, অহং বিবেকী ইত্যাদি মনের যোগে অহং সঙ্কল্পবান্, অহং শোকান্বিত, মোহিত ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় যোগে অহং দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, গ্রাহক ইত্যাদি। প্রাণ যোগে অহং ক্ষুধিত, তৃষিত, ইত্যাদি। স্থূলশরীর যোগে অহং স্থূল, অহং কৃশ, অহং রোগী ইত্যাদি; এইরূপ নানা প্রকারে অহঙ্কারের স্ফূর্ত্তি হয়। অহঙ্কারে এমত বোধ হয় যে, সকল পদার্থ ও বিষয় ব্যাপারাদি আমাতে প্রকাশ পায়, বিবেকাভাবে অহঙ্কারের প্রকাশ জ্ঞান হয়। বিবেচ্য যে, অহঙ্কার জড়, তমো বশতঃ প্রকাশ-লেশ, সম্ভাবিত নহে, প্রকাশের সহিত গ্রন্থিপ্রযুক্ত প্রকাশরূপে ভাসিত হয়। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ভেদ করিলে চৈতন্য প্রকাশ ও অহঙ্কার জড়, দৃশ্য উপলব্ধি হয়।

সামান্য অহঙ্কারে চৈতন্য ও জড় দুই অংশটি আছে; দ্রষ্টা-অংশ চৈতন্য ও দৃশ্য অংশ জড়; চৈতন্য প্রকাশে সকল প্রকাশ পায়। গ্রন্থি-জন্য ভেদ-জ্ঞানাভাবে এক রূপে ভাসমান থাকায় আমাতে অর্থাৎ অহঙ্কারে সকল প্রকাশ পায়

এমত বোধ হয়। যেমন লৌহযোগে অগ্নি, লৌহের বিকারে বিকারীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার যোগে শুদ্ধ চৈতন্য তদ্ধর্ম্মে ভাসমান হয়েন, বস্তুত নহে। জড়ের প্রকাশ ও প্রকাশের লোপ কোন প্রকারে সম্ভব নহে। অহঙ্কারে জড় চৈতন্যের বিভেদ, যুক্তি দ্বারা অবগতি হইতে পারে, বিবেকী মানববৃন্দ ইহা বিশেষ রূপ অবগত আছেন। যেমন দীপের প্রকাশে সকল পদার্থ প্রকাশ পায়,—ইহা সকলে কহিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তিকা তমোরূপ, তাহার প্রকাশ-শক্তি নাই, তদগ্র-ভাগে যে অগ্নিশিখা বিরাজিতা, তাহাতেই প্রকাশ পায়। অবিবেক বশতঃ লোকে বলে প্রদীপে দেখা গেল, কিন্তু বর্ত্তিকাতে বর্ত্তমানা যে অগ্নিশিখা তাহাতে সে বর্ত্তিকাও প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ অহঙ্কারে যে চিৎভাগ প্রকাশ আছে, তাহাতে সকল প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে অহঙ্কার শব্দ ও প্রত্যয়ের সহিত ভাসিত হয়। লোকে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অহঙ্কার বৃত্তিতে আমি সকল জানি, ইহা বোধ করে। অতএব দৃশ্য জড়াংশ ত্যাজ্য ও দ্রষ্টা অংশই গ্রাহ্য। সামান্য অহং-প্রত্যয়-পদালম্ব যে চৈতন্য, সেই আমি।

যদি বল অহং শব্দ ও প্রত্যয় পরিত্যক্ত হইলে আমি আর থাকি না। তবে দেখ, সুষুপ্তি অবস্থাতে অহং শব্দ ও প্রত্যয় কিছুই থাকে না, কিন্তু আমি মাত্র থাকি, সুপ্তোত্থিতের পরামর্শ লইয়া বিচার কর। অতএব অহং শব্দ ও প্রত্যয়াভাবে আমি থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। অহঙ্কারাদি অলঙ্কার তুল্য; ভূষণ কখন গৃহীত কখন বা ত্যক্ত হয়; তাহাতে পুরুষের কোন হানি হয় না।

যদি বল যে অহঙ্কার পরিত্যাগে শুদ্ধ চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাতে অহং প্রয়োগ যুক্ত নহে, তদুত্তরে—প্রথমতঃ 'অহং' কিহেতু বলা যায় তাহা শ্রবণ কর। যদি অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইলে শুদ্ধ চৈতন্যকে 'অহং' না বল, তবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যটি নিরর্থক হইয়া পড়ে; সুতরাং মুক্তিও সম্ভব হয় না; ইহাতে শ্রুতি সকলের অর্থ নিরর্থক হয়; শুদ্ধ চৈতন্যই অহং, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় ও উক্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। অহং শুদ্ধ চৈতন্য না হইলে, কে মুক্ত হইল এবিষয়ে যুক্তি আছে, যাহাকে এতাবৎকাল অহঙ্কার যোগে অহং বলিয়া আসিয়াছি, তাহাকে আর কি বলিব? অহং না বলিলে মুমুক্ষুর

কোন উপকার দর্শে না ; শুদ্ধ চৈতন্য মুক্ত হইল, ইহা বলিলে মুমুক্ষুর কি লাভ ? আরও বিবেচনা কর, শরীর যোগে জীব পুত্রের পিতা হয়, এবং পুত্র শরীর দেখিয়াই পিতাকে পিতা বলে, পরে জীব, দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইলেও, সে পুত্র তাহাকে পিতাই কহিয়া থাকে। সেইরূপ অহঙ্কার উপাধি-ত্যাগে, আমি শুদ্ধ 'অহং চৈতন্য' হই।

যদি আশঙ্কা কর যে, অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্যে অহং প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে ; ও অহং তত্ত্বে চৈতন্য-রূপ আত্মা কি প্রকারে লাভ হয় ? তবে শ্রবণ কর। কূটস্থ চৈতন্যে বুদ্ধি. কল্পিতা হইবামাত্র, তাহাতে চিদাভাস প্রকাশ হইলে, অহং বৃত্তির উদয় হয়, সেই 'অহং' চিদাভাসে মিলিত হইয়া কূটস্থ চৈতন্যের সহিত একরূপে ভাসমান হয় ; সেই সামান্য অহঙ্কার বুদ্ধ্যাদি সকলে অনুস্যূত ; সুতরাং 'অহং প্রত্যয়ের অবলম্বন চৈতন্য মাত্র, যেহেতু আহাতে উদিত এবং ভিন্ন হইলে অহঙ্কার থাকে না। যেমন দৃষ্টি মাত্র শুক্তিকার চাকচক্যাংশ রজতরূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইলেই, বুদ্ধি তদাকারা হইয়া, বুদ্ধি ও রজত এবং শুক্তি একরূপে

অভেদ প্রতীয়মান হয়; সুতরাং শুক্তিই রজত প্রত্যয়ের আলম্বন; কারণ তাহাতেই উৎপন্ন হয় ও ভিন্ন হইলে থাকে না, রজত প্রত্যয়ের পূর্ব্বে কাহারও শুক্তি জ্ঞান থাকে না, রজতরূপে গৃহীত হইলে শুক্তি লাভ হয়। তথা অহং প্রত্যয়ের প্রাক্‌কালে সচ্চিদানন্দ জ্ঞান হয় না; প্রত্যয় দ্বারা অহং রূপে ধৃত হইলে অহং তত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ লাভ হয়॥ প্রাক্‌কালে ও প্রত্যয়সময়ে এবং তদভাবে শুক্তি-মাত্র; সেরূপ সচ্চিদানন্দ সদা সম।

ইতি অহং-গ্রন্থিভেদ।

অথ অজ্ঞান-গ্রন্থি।

সুষুপ্তি অবস্থায় দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত কারণী-ভূত অজ্ঞানে লীন হইলে, আমি বিদ্যমান থাকি; সেই অজ্ঞানে চিৎ-জড়ের গ্রন্থিপ্রযুক্ত আমি সুপ্ত বোধ হয়; সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি মনে করেন, যে সুখে শয়নে ছিলাম, কিছু জানিনা। এই সুষুপ্তি কালের তমোগুণের উত্থান সময়ে স্মরণ হয়; অতএব তমোময়ের দ্রষ্টা চৈতন্য ও অজ্ঞান দৃশ্য জড়। আর

আমি অজ্ঞ, এই জাগ্রত প্রমাণ। অতএব আমি তাহা হইতে ভিন্ন, বিলক্ষণ, নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই গ্রন্থি ভেদ দ্বারা জড় চৈতন্য বিভেদ করিয়া, বিজাতীয় জড় বস্তু সমস্ত পরিত্যাগ করিলে, আত্মস্বরূপ লাভ হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তৎসময়ে তমোবোধ ছিল, এবং চৈতন্য ভিন্ন জড়ে বোধ লেশ নাই। তাহাই স্মরণ হয়।

ইতি গ্রন্থিভেদ নাম তৃতীয় লহরী।

চতুর্থ লহরী।

অথ মহবাক্য-বিচার।

শরীরাদি হইতে ভিন্ন আমি চৈতন্য-রূপ জ্ঞান হইলেও ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞান ব্যতিরেকে অখণ্ডানন্দ রূপ মুক্তি লাভ হইবার সম্ভব নাই; সে ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান, গুরূপদিষ্ট মার্গে মহাবাক্যার্থ-বিচারে সুসম্পন্ন হয়। মুক্তি বাক্যার্থ জ্ঞানাধীন, সে বাক্যার্থ জ্ঞান পদার্থ-জ্ঞানাধীন, অর্থাৎ পদার্থ-জ্ঞান দ্বারা বাক্যার্থের অবগতি হইলে, ব্রহ্মাত্মৈক্যে তাদাত্ম্যাবস্থিতিরূপ মুক্তি লাভ হয়; তজ্জন্য 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যার্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত মহাবাক্যে তিনটি পদ প্রকটিত আছে; প্রত্যেক পদের বাচ্যার্থ

ও লক্ষ্যার্থ জানিলে বাক্যার্থের তাৎপর্য্য বোধ হয়; যথা,—তৎ, ত্বম্, অসি, = তত্ত্বমসি। তৎপদে ঈশ্বর, ত্বং পদে জীব, আর অসি-পদ উভয়ের তাদাত্ম্য অখণ্ডবোধক। ঈশ্বর ও জীবের একতা পরমাশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু বিচারদ্বারা উহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। বাচ্যার্থ উপাধিতে পরস্পর উভয়ের অত্যন্ত ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যার্থ-বিচারে বস্তুতঃ অভেদই লক্ষিত হয়। যেমন, সিন্ধু ও বিন্দু উপাধিতে অতিশয় ভেদ; কিন্তু জল-লক্ষ্যে বস্তুতঃ অভেদ। মায়োপাধিক ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্, আর অবিদ্যা উপাধি জীব কিঞ্চিৎ-জ্ঞ, কিঞ্চিৎ-কর্ত্তা, অল্পশক্তিমান্, এই বাচ্যার্থে ভেদ বটে, কিন্তু উভয় উপাধিস্থ চৈতন্যমাত্র লক্ষ্যার্থে একতা অখণ্ডরূপ প্রকাশ আছে।

তাহাতে ভেদের অবসর নাই; যেমন ঘট মঠ উপাধিতে এক মহাকাশ সিদ্ধ আছে, উপাধিসত্বে বা উপাধি নাশে, সমানই থাকে। গুরূপদিষ্ট প্রকারে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা মহাবাক্য বিচার করিলে শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের উদয় হয়।

অথ অধ্যারোপ।

বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে "অধ্যারোপ" বলা যায়। যথা,—রজ্জুতে ভুজঙ্গের আরোপ। আর অধিষ্ঠানে, ভ্রমেতে যে অন্য প্রতীতি, সে অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহার অভাব নিশ্চয়ের নাম "অপবাদ"। যথা,—এ সর্প নহে, রজ্জুই নিশ্চয়; সেইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মে মায়াকার্য্য জগতের আরোপ যথা,—স্থষ্টির পূর্ব্বে এক সৎ মাত্র ছিলেন।

সদেকং সোম্যেদমগ্র আসীৎ—ইতি শ্রুতেঃ।

তিনিই তৎপদের বাচ্য হয়েন; তৎ পদের লক্ষণ দুই প্রকার; তটস্থ লক্ষণ, ও স্বরূপ লক্ষণ। স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারণত্ব, তটস্থ লক্ষণ। সূত্র যথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তীতি ॥

"অর্থাৎ এই সকল ভূত যাহাতে জন্মে, আর জন্মিয়া যাহাতে জীবিত থাকে এবং যাহাতে প্রবেশ অর্থাৎ লীন হয়।

আর সত্য-জ্ঞানানন্দ, স্বরূপ লক্ষণ ও লক্ষ্য স্বরূপ। সেই তৎ পদের অর্থ দ্বিবিধ,—'বাচ্যার্থ' ও 'লক্ষ্যার্থ'। মায়োপহিত চৈতন্য তৎ পদের বাচ্যার্থ ও মায়া-বিনির্ম্মুক্ত চৈতন্য তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ, সে মায়া কি? শ্রবণ কর। যেমত শুক্তিকাদিতে রজতাদি কল্পিত, তথা চৈতন্যে অচৈতন্য কল্পিত হয়। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বাক্যপ্রমাণে, চৈতন্য-ব্যতিরেকে অচৈতন্যের অভাব প্রতিপাদন জন্য এবং চেতন ও অচেতনের অভেদ যোগদ্বারা চৈতন্য নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, পরমানন্দ, অদ্বয়, ব্রহ্ম ইত্যাদি। তাহার বিশেষণ অনেক,—অজ্ঞানাদি জড় জাত অর্থাৎ জন্মিয়াছে। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক, সদসৎ হইতে অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ সৎ বা অসৎ নির্ব্বাচন

করা যায় না ; উহা ভাবরূপ জ্ঞানের বিরোধী ; আমি ব্রহ্ম জানিনা এই অনুভব দ্বারা উহার অজ্ঞান শক্তি প্রতীত হইতেছে। চৈতন্যের এক শক্তি অজ্ঞান; সে মায়া ও অবিদ্যা রূপ দ্বিবিধ হয়। তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান হেতু মায়া ও মলিনসত্ত্বপ্রধান হেতু অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়। সে অজ্ঞানে দুইটি শক্তি বিদ্যমান আছে ; জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। রজস্তমোগুণে অনভিভূত সত্ত্ব জ্ঞানশক্তি আর সত্ত্বে অনভিভূত রজস্তমঃ ক্রিয়াশক্তি। সে ক্রিয়াশক্তি আবার দুই প্রকার ; আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। রজঃসত্ত্বে অনভিভূত তমঃ আবরণ শক্তি ; তাহাও 'নাস্তি', 'নভাতি' অর্থাৎ নাই ও প্রকাশ পায় না— এই ব্যবহারে অসত্ত্বাপাদন ও অভানাপাদন প্রতিপাদিত হয়। তমঃ সত্ত্বে অনভিভূত রজঃ, বিক্ষেপ-শক্তি ; উহাই আকাশাদি প্রপঞ্চোৎপত্তির হেতু। পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান, আবরণশক্তিপ্রধান অবিদ্যা। আর বিক্ষেপশক্তি-প্রধান অজ্ঞান মায়া। তথাহি শ্রুতিঃ—

একমেবমজ্ঞানং মায়াঽবিদ্যাস্বয় মেব ভবতি,
জীবেশাবাভাসেন করোতি ইতি ॥

মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, জগৎকারণ, অন্তর্যামী, তিনি তৎপদের বাচ্যার্থ। আর অবিদ্যো-পহিত চৈতন্যকে জীব বা প্রাজ্ঞ বলা যায়, তিনি ত্বং পদের বাচ্যার্থ হয়েন। প্রথমতঃ অজ্ঞান সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি রূপে স্থিত। পরে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইবামাত্র তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব (চিদাভাস) ভাসিত হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি, দুই রূপে উদিত হয়। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব এবং মায়াতেপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর ; বনবৎ সমষ্টি ঈশ্বর, আর বৃক্ষবৎ নানা প্রকার জীব ব্যষ্টি। সর্ব্ব প্রকারে মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মায়াকে স্ববশে আনিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা হয়েন। তিনি জ্ঞানশক্ত্যুপহিত স্বরূপে জগৎকর্ত্তা, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ ; আর বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত স্বরূপে জগতের উপাদান কারণ হয়েন। যথা,—ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বপ্রধানে লূতাকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, আর শরীর-প্রধান জন্য উপাদান কারণ হয়।

অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি দ্বারা স্বরূপাবৃত হইলে বিক্ষেপশক্তি জগদুদ্ভব করে। যেমত মন্দান্ধকারে

রজ্জুর স্বরূপ আবৃত হইয়া সর্পাকারে ভাসমান হয়। বিক্ষেপ-শক্তি তমঃপ্রধান বলিয়া ঈশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন করে; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথ্বী ক্রমে উৎপন্ন হয়। যেমত মায়াতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণ আছে, সেরূপ তাহার কার্য্য আকাশাদিতেও তিন গুণ আছে; উক্ত পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে, স্থূলভূত ও সপ্তদশ অবয়ব-যুক্ত সূক্ষ্ম শরীর জন্মে। আকাশাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর প্রত্যেকের রাজস অংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূতের সমষ্টির সত্ত্বাংশে এক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। উহা বৃত্তি ভেদে চতুর্ব্বিধ; মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার। আর আকাশাদি পঞ্চভূতের সমষ্টির রাজস অংশে এক মহাপ্রাণ জন্মে, উহা বৃত্তিভেদে পাঁচরূপ হয়। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। যেমন এক ব্রাহ্মণ পাঠসময়ে পাঠক ও পাককালে, পাচকসংজ্ঞক হয়। আর শরীরত্রয়ের অন্তর্ভূত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ আছে। অন্নময় স্থূল শরীর, আর

প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় তিন কোষযুক্ত লিঙ্গ শরীর, (সূক্ষ্মদেহ) এবং আনন্দময় কারণ শরীর নামে উক্ত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ বস্তুবিচারে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত লিঙ্গ শরীর পূর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় একপুরী, দ্বিতীয় পুরী পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, তৃতীয় পঞ্চভূত, চতুর্থ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চম অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, ষষ্ঠ কাম, (রাগ), সপ্তম কর্ম্ম, অষ্টম কারণীভূত অজ্ঞান।

এই লিঙ্গ শরীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দুই প্রকার। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকার্য্য সপ্তদশ তত্ত্ব লিঙ্গ শরীরের সমষ্টি, ইহাতে উপহিতচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ আর ক্রিয়াশক্ত্যপহিত জন্য প্রাণ, সর্ব্বানুস্যূত জন্য সূত্রাত্মা, সে সমষ্টি জাতির ন্যায় অথবা বনবৎ। আর প্রত্যেক লিঙ্গ শরীর ব্যষ্টি ব্যক্তিবৎ অথবা বৃক্ষবৎ, তদউপহিত চৈতন্যকে তৈজস কহে। তেজোময় উপাধিজন্য তৈজস উক্ত হয়। সামান্য বিশেষের ন্যায় বা জাতি ব্যক্তির তুল্য, সমষ্টি ব্যষ্টির তাদাত্ম্য বশতঃ তদুপহিত তৈজস ও সূত্রাত্মার তাদাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়।

ইতি সূক্ষ্মশরীর।

বিষয়-ভোগাভিপ্রায়ে ঈশ্বরাজ্ঞায় পঞ্চভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল সৃষ্টি হয়। পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদিতে ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ লোক উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা হইতে মনু ও শতরূপা জন্মেন। ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী পৃথিবীতে ওষধি সকল, ওষধি হইতে অন্ন, এবং পিতৃ মাতৃ ভুক্তান্নের পরিণাম রূপ রেতঃশোণিত দ্বারা স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। তাহা চতুর্ব্বিধ। যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ। মনুজাদি শরীর জরায়ুজ, পক্ষী পন্নগাদি অণ্ডজ, যূক মশকাদি শরীর স্বেদজ, এবং তৃণ গুল্ম বৃক্ষাদি শরীর উদ্ভিজ্জ। এই স্থূলশরীর সমষ্টিও ব্যষ্টি ভেদে দুই প্রকার। ব্যক্তিবৃন্দে জাতির তুল্য, সকল ব্যষ্টিতে অনুস্যূত সমষ্টি, অথবা সকল পঞ্চীকৃত বনের তুল্য সমষ্টি, তদুপহিত চৈতন্য বিরাট বৈশ্বানর নামে খ্যাত। আর সকল শরীর ব্যক্তির ন্যায়, অথবা বৃক্ষবৎ ব্যষ্টি; তদুপহিত চৈতন্যাভিমানী জীব, বিশ্বসংজ্ঞক হয়।

স্থূল প্রপঞ্চ, সামান্য বিশেষের ন্যায় ব্যষ্টিসমষ্টির তাদাত্ম্যবশতঃ তদুপহিত বিশ্ব ও বৈশ্বানরের তাদাত্ম্য স্বীকৃত হয়। বিম্ব ও আভাস এবং চৈতন্যের

অন্যোন্যাধ্যাস রূপে উক্ত হইল, লক্ষ্য চৈতন্য মাত্র হয়। এই জীব জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং অবিদ্যাভিমানী হইয়া বিশ্বনামে উক্ত হয়। সে-ই, আবার স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ও অবিদ্যাভিমানী তৈজস। সে-ই আবার সুষুপ্তি অবস্থার কারণ শরীর ও অবিদ্যাভিমানী হইয়া প্রাজ্ঞ নামে খ্যাত হয়। তিনিই ত্রিবিধ শরীরাভিমান রহিত হইয়া শুদ্ধ পরমাত্মা হয়েন। এই ত্বংপদার্থ। এক পরমাত্মা সমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ও তৎকারণ মায়োপহিত হইয়া বৈশ্বানর হয়েন। সেই পরমাত্মা সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এবং তৎকারণ মায়োপহিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ। সেই পরমাত্মা মায়োপাধিক হইয়া ঈশ্বর হয়েন; এবং তিনিই সর্বোপাধিরহিত, শুদ্ধ চৈতন্য পরমাত্মা হয়েন। এই তৎপদার্থ।

মায়োপহিত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, সৃষ্টি স্থিতি লয় নিরূপিত হইল; ইহাকে অধ্যারোপ বলা যায়। অধুনা তাহার অপবাদ নিরূপিত হইতেছে। ভ্রান্তি দ্বারা অধিষ্ঠানে যে প্রতীতি, অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে সে ভ্রান্তি প্রতীতির অভাব-নিশ্চয়কে অপবাদ কহে। যেমত শুক্তি প্রভৃতিতে ভ্রান্তিদ্বারা প্রতীত যে

রজতাদি—শুক্তি ব্যতিরেকে ইহা রজত নহে, কিন্তু শুক্তিই, এই অভাব নিশ্চয়। সেইরূপ সমষ্টিমায়া ও তদুপহিত চৈতন্য, এবং এতদাধার অনুপহিত অখণ্ড চৈতন্য, প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডতুল্য, অবিবিক্ত একত্বরূপে ভাসমান—এই তৎপদের বাচ্যার্থ হয় ও বিবিক্ত অখণ্ড চৈতন্য তৎপদের লক্ষ্যার্থ।

ব্যষ্টি অবিদ্যাদি, তদুপহিত চৈতন্য, ও এতদাধার অনুপহিত প্রত্যক্ চৈতন্য, এই তিন প্রতপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত একত্বভাবে ভাসমান। এই ত্বং পদ বাচ্যার্থ। আর বিবিক্ত প্রত্যক্ চৈতন্য ত্বং পদলক্ষ্যার্থ। এ উভয় লক্ষ্যার্থ লইয়া তিন সম্বন্ধের সহিত লক্ষণা দ্বারা, তত্ত্বমসি বাক্য অখণ্ড-বোধক হয়। স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ—এই ত্রিবিধ ভেদ ও ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য অখণ্ডত্ব হয়। দিক, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদ—এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ।

অথ সম্বন্ধত্রয়।

উভয় পদের সামানাধিকরণ্য ও উভয় পদের বিশেষণ বিশেষ্য ভাব, এবং পদদ্বয়ের বা উভয়ার্থের বিরুদ্ধ বাক্যের সহিত লক্ষ্য-লক্ষণা ভাব।

অথ সামানাধিকরণ্য।

ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্ত শব্দ সকলের এক অর্থে প্রবৃত্তি। যথা—সোঽয়ং দেবদত্তঃ, অর্থাৎ এ সেই দেবদত্ত। তৎকাল-বিশিষ্ট দেবদত্ত-বাচক সেই শব্দের ও এতৎকাল-বিশিষ্ট দেবদত্ত-বাচক অয়ং অর্থাৎ এ শব্দের, এক দেবদত্ত শরীরে বৃত্তি।

ইতি সামানাধিকরণ্য।

অথ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব।

. উভয় পদের বিশেষ্য বিশেষণ ভাব। যেমত তাহাতে তৎকালবিশিষ্ট "সে শব্দার্থের," ও এতৎ কালবিশিষ্ট "অয়ং" শব্দার্থের সহিত অন্যোন্য-ভেদ ত্যাগে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব। যথা,—সোঽয়ম্, অয়ং সঃ, অর্থাৎ সেই এ এবং এই সে।

ইতি বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব।

অথ লক্ষ্য-লক্ষণা ভাব।

উভয় পদের বা অর্থের বিরুদ্ধ বাক্যার্থের সহিত লক্ষ্য-লক্ষণা ভাব। যথা—সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যে স, শব্দের ও অয়ং শব্দের বা উভয় অর্থের অবিরুদ্ধ দেবদত্ত শরীরে বাক্যার্থের সহিত লক্ষ্য-লক্ষণা ভাব। যথা,—পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশে দৃষ্ট ধনশালী সম্পদাদি-যুক্ত কোন দেবদত্ত নামক ব্যক্তির অধুনা, বারাণসীতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলোকনে কেহ কহিল, যে 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' অর্থাৎ এ সেই দেবদত্ত। এই বাক্যে তৎকাল, তদ্দেশ, তদবস্থা, আর এতৎকাল এতদ্দেশ এতদবস্থার পরস্পর বিরুদ্ধতা প্রযুক্ত, অর্থ সংগত হইতে পারে না; অতএব তদুভয়-বিরুদ্ধাংশ

যে তৎকালাদি ও এতৎ-কালাদি, তাহা পরিত্যাগ-করতঃ দেবদত্ত শরীর মাত্র লক্ষ্য হয়।

ইতি ভাগলক্ষণা।

তথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্য, উভয় পদের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ঈশ্বর ও জীব বাচকের অর্থ পর্য্যায় সহিত অখণ্ড চৈতন্যে বৃত্তি ইতি।

ইতি সামান্যাধিকরণ্য।

তত্ত্বং পদার্থে ঈশ্বর ও জীবের অন্যান্য (পরস্পর) ভেদ পরিত্যাগে তত্ত্বমসি, ও ত্বং তদসি।

ইতি বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব।

তত্ত্বং পদের বা অর্থের বাক্যার্থের সহিত অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যে বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগে লক্ষ্য-লক্ষণা ভাব অর্থাৎ যেমত দেবদত্ত লক্ষণায় তৎকালাদি ও এতৎকালাদি বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া শরীর মাত্রে বৃত্তি, তথা তত্ত্বমসি বাক্যে তৎপদের মায়া বিশিষ্টত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং পরোক্ষাদি এবং ত্বং পদের অন্তঃকরণোপাধি কিঞ্চিৎ জ্ঞত্বাদি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ পুরঃসর, অখণ্ড চৈতন্যমাত্রে বৃত্তি, লক্ষ্য লক্ষণা ভাব।

ইতি সম্বন্ধ ত্রয়ং।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে উভয় পদার্থের তাদাত্ম্যবিষয়ে, অংশ বা বিকার ভাব নহে। শ্রুতি কহেন,—স্বয়ং নির্ব্বিকার নিরংশ, নিজ মায়া-সৃষ্ট মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন;—ইহা যুক্তি-সঙ্গতও বটে। যেমন ঘটাকাশ আকাশের অংশ বা বিকার নহে। আর তুমি ইন্দ্র, এমত স্তুতিপর বাক্য নহে। জাজ্বল্যমান অগ্নি বেদ পাঠ করিতেছেন—এমন সাদৃশ্যপর বাক্যও নহে। উহা না, মৃদ্‌ঘটাদির তুল্য কার্য্যকারণত্বের সাধনপর বাক্য; না, জাতি-ব্যক্তির ন্যায় গোত্বাদি তুল্য বাক্য; না, নীলোৎপল সদৃশ গুণি-গুণ-রূপ বাক্য। উহা প্রতিমাতে ঈশ্বরবুদ্ধি তুল্য উপাসনা-পর বাক্য নহে এবং রাজপুরুষে রাজবৎ উক্তি এমন ঔপচারিক বাক্যও নহে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যটির তাৎপর্য্য অখণ্ড একরসমাত্র; ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মত।

ইতি বিস্তার রূপ মহাবাক্য বিবরণ সম্পূর্ণ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যবৃত্তি গ্রন্থানুসারে সংক্ষেপতঃ মহাবাক্যার্থ।

চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন বিচারকুশল ব্যক্তি, বস্তুবিচার দ্বারা, শরীরাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত পঞ্চকোষ সহিত অনাত্মরূপে নিরাস করিয়া, সে সকল হইতে বিলক্ষণ ও তৎসাক্ষী চৈতন্যমাত্র জানিলেও মূলাজ্ঞান-নাশাভাবে এরূপ বিবেচনা করে যে, আমি এই বুদ্ধির সাক্ষী চৈতন্য; সে আমি কে? পরিচ্ছিন্নরূপ এই জীব কি? যে হেতু প্রতি শরীরে বুদ্ধির সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপলব্ধি হয়। সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, সে উত্তম জিজ্ঞাসু, উক্ত অজ্ঞানে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু শিষ্যকে বিচারনিপুণ উত্তম জিজ্ঞাসু জানিয়া উপদেশ করেন, যে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ ব্রহ্ম তুমি। এই বাক্যে 'তৎ' 'ত্বম্' 'অসি' এই তিন পদ প্রকাশ। তত্ত্বং পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ জ্ঞান না হইলে, তাৎপর্য্যের সহিত বাক্যার্থের অবগতি হয় না।

উপাধি ও তৎক্রিয়া-বিশিষ্ট বস্তু, বাচ্যার্থে অবধারিত হয়। বস্তুচৈতন্যমাত্র লক্ষ্যার্থ হয়। যথা,—অন্ধকার স্থিত কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনজন্য প্রদীপ আনিতে কহিলে, সে প্রদীপ শব্দের বাচ্যার্থ আধার ও তৈলসহিত প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা স্থির করে। তাহাতে লক্ষ্য অগ্নিশিখা মাত্র—তাহারই প্রয়োজন। ইহা লক্ষ্যার্থ।

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রথমে ত্বং পদার্থ জানিয়া অবধারণ করিবে; দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাদি সকল দৃশ্য জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ; তৎ-সাক্ষী ত্বং পদার্থ। যেমন ঘটদ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, সেইরূপ দেহাদি সমস্ত দৃশ্যের দ্রষ্টা, তাহা হইতে ভিন্ন। দেহেন্দ্রিয়াদি জড় বস্তু, চৈতন্যের সন্নিধি মাত্র অজড়ের ন্যায় ভাসমান ও ব্যাপারক্ষম হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং অবিকারী হইয়া অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে চালিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, সেই প্রত্যক্ বোধস্বরূপ যে আমি, তাহা ত্বংপদে অবধারণ কর।

আমার মন বিবিধ বিষয়ে পরিভ্রমণ করিতেছিল, অধুনা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই বুদ্ধিবৃত্তি যিনি

জানেন এবং যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা ও তাহার কর্ম্ম ও ব্যবহারাদি এবং বুদ্ধির ভাব ও অভাব সাক্ষাৎ দেখিতেছেন ; সেই আমি, সাক্ষিরূপ দ্রষ্টা আত্মা। ত্বং পদার্থে ইহা অবধারণ কর।

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন, ষড়্ভাব-বিকার-রহিত, বোধরূপ সাক্ষী আমি, এই ত্বং পদের অর্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎ পদের অর্থ নিষেধমুখে ও বিধিমুখে নিশ্চয় কর। সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপ, স্বয়ং যে সলক্ষণ পূর্ণ পরমাত্মা ; ইহা তৎপদার্থে নিশ্চয় কর।

বেদে যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কহেন, যাঁহাকে জানিলে সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান হয় ; যিনি জীবাত্মারূপে স্বসৃষ্ট-মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন ; জীবের নিয়ন্তৃরূপে বেদে যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছেন, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ও জীব সকলের হেতুকর্ত্তা, তিনি ব্রহ্ম, তৎ পদার্থে ইহা অবধারণ কর। এই তত্ত্বং-পদার্থ নির্ণীত হইল।

এক্ষণে বাক্যার্থ চিন্তাকর,—উভয় পদের বাচ্যার্থ

পরিত্যাগে লক্ষ্যার্থের তাদাত্ম্যরূপ একতা এস্থলে বাক্যার্থ। আশ্রয়-আশ্রয়ী ও গুণ-গুণিরূপ বাক্যার্থ-সম্মত নহে; অখণ্ড একরস মাত্র বাক্যার্থ তত্ত্ববেত্তৃ-গণের মত; অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্‌বোধস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই অদ্বয়ানন্দলক্ষণ, ও অদ্বয়ানন্দরূপ প্রত্যক্‌ বোধ,—একলক্ষণাক্রান্ত। যখন এই রূপ পরস্পর তাদাত্ম্য-প্রতিপত্তি হয়, তখন ত্বংপদের অব্রহ্মত্ব এবং তৎপদের পরোক্ষত্ব পরিত্যক্ত হইয়া, পূর্ণানন্দ একরূপে প্রত্যক্‌-বোধ অবস্থিত হয়েন। তত্ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ লইয়া মহাবাক্যে তাদাত্ম্য জ্ঞান হয়। আর উভয় পদের বাচ্যার্থ, বাক্যার্থ-জ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়। অন্তঃকরণোপাধি স্বল্পজ্ঞত্বাদি, ত্বং পদের বাচ্যার্থ হয়। আর মায়োপাধিক-জগৎ কর্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণ পরোক্ষত্ব সহিত তৎপদের বাচ্যার্থ। কিন্তু উভয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যক্ত হইলে, এক চৈতন্যমাত্র লক্ষ্য হয়। যেমত মনুষ্য, রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে রাজা, আর অল্পভূমি-অধিকারে প্রজা হয়, রাজ্য ও অল্পভূমি নষ্ট হইলে নরাজা, নপ্রজা, এক মনুষ্যমাত্র। অথবা যেমন সিন্ধু ও বিন্দু, উপাধি বশতঃ পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু জললক্ষ্যে

অভেদ একমাত্র। আর যেমন ঘট মঠাদি উপাধির বিদ্যমানে বা ধ্বংসে, এক মহাকাশ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের ঐক্য জানিবে।

যিনি এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যার্থ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া নিরন্তর বারংবার বিচার করিবেন, তাঁহার নিঃসংশয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বৃত্তির উদয় হইয়া, অখণ্ড ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইলে, ঈশ্বরগত মূলাজ্ঞান নষ্ট ও আনন্দ লাভ হয়।

এই জগৎ ও শরীর যাহার অখণ্ড-ব্রহ্ম বৃত্তির প্রতিবন্ধক-রূপ বোধ হয়, তবে সে 'অস্তি' 'ভাতি' 'প্রিয়' রূপের বিচার করিবে। তদ্দ্বারা অস্তি-ভাতি-প্রিয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ এই জ্ঞান হয়; তাহাতে নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক জগৎ মিথ্যা কল্পিত মাত্র, ইহা নিশ্চয় হইলে, নির্ব্বিঘ্নে অখণ্ড-ব্রহ্মবৃত্তি সুস্থিরা হয়। জ্ঞানীরা ইহাকে অপরোক্ষানুভূতি ও ব্রহ্মবৃত্তি কহিয়া থাকেন।

এই ব্রহ্মবৃত্তির মধ্যে যে অপরোক্ষরূপ স্ফূর্ত্তি বিদ্যমানা আছেন, তিনি অবচ্ছিন্ন অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রবল স্ফূর্ত্তি পাইলে, সে বৃত্তি জ্ঞান স্বরূপে লীন হয়; তখন কেবল সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ

মাত্র প্রকাশ থাকে। যেমত কেহ কোন বস্তু হারাইলে, সেই বস্তুর অন্বেষণকালে বুদ্ধি তদাকার হইয়া তাহার অনুসন্ধান করে, কিন্তু সেই দ্রব্য প্রাপ্তিমাত্র, তাহাতে ঐ বৃত্তির লয় হয়। সেই প্রকার ব্রহ্ম বস্তু লাভে, ব্রহ্ম বৃত্তিরও লয় হয় জানিবা।

ইতি মহাবাক্য বিচার নাম চতুর্থ লহরী।

পঞ্চম লহরী।

অথ স্বরূপ অর্থাৎ অস্তি, ভাতি, প্রিয়, রূপের বিচার।

যখন যাহার যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, প্রথমতঃ তাহার কারণের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। কারণ, জ্ঞাতা হইয়া কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিবেচনা করিলে, কারণই কার্য্যরূপে প্রতীতি হয়; অতএব কার্য্য ও কারণ অভেদ; যেহেতু কারণই সত্য, তাহাই কার্য্যরূপে কল্পিত হয়। কারণে কার্য্য নাই, কিন্তু কার্য্যে কারণই, আগত হইয়া থাকে।

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সৎ-মাত্র ছিলেন; তিনিই জগতের কারণ; নামরূপাত্মক জগৎ, কার্য্য-

রূপ তাহাতেই কল্পিত হইয়াছে; অতএব জগৎ সৎ হইতে ভিন্ন নহে। বিবেক দ্বারা কার্য্য ও কারণের অভেদ জ্ঞান হইলে, কেবল সৎ-মাত্র সত্য, নামরূপ কল্পিত—তাহা সত্য নয়, ইহা নিশ্চয় হয়। যথা—রথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যে কাষ্ঠ দৃষ্ট হইয়াছিল, অধুনা তাহাতে রথ নির্ম্মিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইল; সে রথ কাষ্ঠমাত্র; পূর্ব্বে যে কাষ্ঠ ছিল, অধুনাও সেই কাষ্ঠই আছে; কেবল নামরূপ কল্পিত হইয়াছে; নামরূপ লইয়া সেই কাষ্ঠই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে উপাদান কারণ যে কার্য্যান্বিত, তাহাই বিবেচনা করিবে; নিমিত্ত কারণ যে কার্য্যানুকূল, তাহা নহে। পূর্ব্বে যে মৃৎপিণ্ড দেখাগিয়াছিল, ইদানীং তাহাতে ঘট, শরাব, ভাণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইল, তখনও যে মৃত্তিকা, এইক্ষণেও সেই মৃত্তিকা; ঘটাদি নামরূপ কল্পনা মাত্র। অলঙ্কার নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যে সুবর্ণপিণ্ড ছিল, তাহাই বলয়াদি নামরূপে কল্পিত হয়। পূর্ব্বে যে, নিস্তরঙ্গ বিকারহীন জলরাশি নয়নগোচর হইয়াছিল, পরক্ষণে বায়ুযোগে তাহাতে তরঙ্গ, বুদ্‌বুদাদি দৃষ্ট হইল, সে তরঙ্গাদি জল-ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই জল অবিকল, কেবল

তরঙ্গাদি নামরূপ কল্পিত মাত্র। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবেচনা কর যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা নামরূপাত্মক জগৎরূপে ভাসমান হইয়াছেন; পূর্ব্বে যে সৎ ছিলেন, এখনও সেই সৎ; কল্পিত নামরূপ মায়িক মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই প্রকাশ।

অস্তি, ভাতি, প্রিয় ও নাম, রূপ—এই পাঁচে জগৎ দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বের তিনটি ব্রহ্মই সত্য, ও পরের দুইটি—নাম ও রূপ,—মায়া, মিথ্যা। সচ্চিদানন্দের স্বরূপলক্ষণ সৎ, (নিত্য) অতএব অস্তি; চিৎ, (বোধ,—প্রকাশ) অতএব ভাতি; আনন্দ, (সুখ) অতএব প্রিয়। এই অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপে ব্রহ্ম অখণ্ড পরিপূর্ণ আছেন। অতএব আছে ও ভাসিতেছে,—প্রকাশ পাইতেছে, এবং প্রিয়; তাহাতে নাম এবং রূপ মায়াদ্বারা কল্পিত হইলে, অস্তি, ভাতি, প্রিয়ই, নাম রূপ লইয়া ভাসিত হয়; যেমন সুস্থির জলরাশি, মন্দমন্দ সমীরণে নানাকারে দৃষ্ট হয়। অস্তি, ভাতি, প্রিয়, হইতে ভিন্ন করিলে, মায়াকার্য্য স্বসত্তা-বিহীন বলিয়া, নাম ও রূপ কিছুই থাকেনা; যথা,—রজ্জু হইতে পৃথক্ হইয়া সর্প ক্ষণমাত্র থাকে না। জগতে সমস্ত পদার্থ

বিচার করিলে, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, ব্রহ্মস্বরূপ অবলোকিত হয়; যথা,—ঘট অস্তি, ঘট ভাতি, ঘট প্রিয়; অতএব স্বরূপই সত্য; কম্বুগ্রীবাদি ঘটাকার রূপ ও নাম মিথ্যা; কারণ, স্বরূপ হইতে—ভিন্ন হইলে, নামরূপ থাকেনা।

অধুনা বিবেচ্য; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অখণ্ড পরিপূর্ণ। অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপে, মায়া প্রথমে উদিত হইলে মায়া অস্তি, মায়া ভাতি, মায়া প্রিয়রূপে ভাসমান হয়; তাহা হইতে মায়াকে ভিন্ন করিলে, আর কিছুমাত্র থাকে না অর্থাৎ নাস্তি, ন ভাতি ন প্রিয়, কোন বস্তুই হয় না; ইহাই মায়ার রূপ; অতএব ব্রহ্ম সত্য, মায়া মিথ্যা। মায়া দ্বারা ব্রহ্মে, অবকাশরূপ আকাশ কল্পিত হইলে, আকাশ অস্তি, আকাশ ভাতি, আকাশ প্রিয়রূপে ভাসিত হয়, সে আকাশ, অস্তি-ভাতি হইতে ভিন্ন করিলে কিছুই থাকে না। আকাশ হইতে বায়ু কল্পিত হইলে, বায়ু অস্তি, বায়ু ভাতি, বায়ু প্রিয়-রূপে ভাসিত হয়; 'অস্তি' 'ভাতি' হইতে ভিন্ন করিলে, বায়ু কোন বস্তুই থাকে না। বায়ু হইতে তেজঃ কল্পিত হইলে, তেজঃ অস্তি, তেজঃ ভাতি,

তেজঃ প্রিয়-রূপে ভাসিত হয়; সে তেজঃ হইতে অস্তি, ভাতি, প্রিয় ভিন্ন করিলে, তেজঃ কোন বস্তুই থাকে না। তেজঃ হইতে জল, অতএব জল অস্তি, জল ভাতি, জল প্রিয়-রূপে ভাসে, অস্তি ভাতি হইতে ভিন্ন করিলে, জল কিছু বস্তুই নহে। এরূপ পৃথ্বী, অস্তি ভাতি হইতে ভিন্ন করিলে, কোন বস্তু থাকে না। এতদ্রূপ পঞ্চভূত, ও শব্দাদি বিষয় ও তৎকার্য্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন ও তত্রস্থ চতুর্ব্বিধ শরীর, এবং অন্ন পানাদি, পরমাণু, কাল-প্রভৃতি, প্রত্যেক পদার্থের বিচার উক্ত প্রকারে করিয়া দেখ; সমস্তই অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে নাম রূপ প্রকাশিত; তাহা হইতে ভিন্ন করিলে, কিছুমাত্র বস্তু থাকে না, কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অখণ্ড পরিপূর্ণমাত্র থাকে। অতএব নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা মায়িক, বিচারে এরূপ নিশ্চয় হইলে, অখণ্ডানন্দ বৃত্তি প্রতিবন্ধক-শূন্য হইয়া স্ফুর্ত্তি পায়।

যেমত নির্ম্মল দর্পণে, সকল পদার্থের সহিত আকাশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে দর্পণ ভিন্ন কোন বস্তু নাই তদ্রূপ অস্তি ভাতি প্রিয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ

পরিপূর্ণে, আকাশাদি সকল পদার্থ সহিত নাম-রূপাত্মক জগৎ ভাসমান হয়। আর যেমন দর্পণ দৃষ্ট না হইলে তদন্তঃস্থ বস্তু দেখা যায় না ;—প্রথম দর্পণ দর্শন, পরে তদন্তঃস্থ বস্তু নয়নগোচর হয়, সেরূপ অস্তি ভাতি প্রিয় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ প্রথম অপরোক্ষ হইলে ; পরে তাহাতে নাম-রূপাত্মক জগৎ অবলোকিত হয়।

এই জগৎ স্বপ্নতুল্য ; যেমন স্বপ্নাবস্থায় শরীর, বিষয় ও ব্যবহার কার্য্য, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, ও ভোক্তা ভোগ ভোগ্য এবং কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম অবিকল ভাসমান হয়, তাহা সমস্ত অলীক, কিছুই সত্য নহে, দেখা যায় মাত্র ; তদ্রূপ জাগ্রদবস্থায় যাহা দেখা যায় ও ব্যবহার কর্ম্মাদি যাহা হয়, কিছুই বস্তুতঃ ঠিক্ নহে, অর্থাৎ কিছুই হয় না, স্বপ্নের ন্যায় মায়াতে দেখায় মাত্র। দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত ও ব্যবহৃত কর্ম্ম সমস্ত মিথ্যা মায়াকার্য্য ; এই সকল অনুভব রূপ আত্মাতে ভাসে মাত্র, তাহাতে সত্যের আরোপ করিয়া যে, অভিমানের প্রচার, তাহাই অনর্থের মূল। আমি সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ ও নিষ্ক্রিয়। দৃশ্যমান শরীর, বিষয়, ভোগ ও ব্যবহারাদি

কর্ম্ম, মায়াবশতঃ স্বপ্নের তুল্য দেখায়, বস্তুতঃ সকল মিথ্যা।

এইরূপ নিরন্তর শ্রবণ ও অভ্যাস দ্বারা যাহার পরমানন্দ লাভ হয়, এমত জ্ঞানী জগদ্ব্যবহারের সহিত কখনও লিপ্ত হয়েন না। যদি তদ্বিষয়ে লেশমাত্র অভিমান অবলম্বন করেন, তবে নিশ্চয়ের অভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নকৃত পাপ পুণ্যাদির কোন ভোগ হয় না; কারণ তাহা মিথ্যা নিশ্চয় আছে, যদি জাগ্রৎ কর্ম্মাদি ও সেইরূপ মিথ্যা নিশ্চয় হয়, তাহারও ভোগ হয় না। যদি এমত শঙ্কা কর, যে, সমস্ত জগৎ ও ব্যবহার কর্ম্ম সকল স্বপ্নতুল্য মিথ্যা হইলে, গুরূপদেশ ও তন্মধ্যে পরিগণিত, তবে জ্ঞান ও মুক্তি কিরূপে হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর। স্বপ্ন কার্য্য সকল অলীক বটে, কিন্তু স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক ব্যাপার দর্শনে তাহা মিথ্যা হইলেও, তাহাতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া স্বভাব প্রাপ্তি হয়; তদ্রূপ জগৎ-সম্বন্ধীয় উপদেশাদি মিথ্যা হইলেও তাহাতে অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় স্বরূপানন্দ লাভ হয়।

যদি এমত শঙ্কা কর যে, দর্পণে দৃশ্যমান নাম

রূপাদি তুল্য জগৎ মিথ্যা উক্ত হইল, তবে কল্পিত মিথ্যা নাম ও রূপে, ব্যাপার কিরূপে হয়? তবে শ্রবণ কর। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্তশক্তি আছে তাহা স্বরূপ ভিন্ন নয়, মায়া-কল্পিত উপাধি যোগে তাহা প্রকাশ পায়। যেমত অগ্নির জ্বালা শক্তি অগ্নিরূপ, তাহা গন্ধক ও তৃণাদি যোগে প্রকাশ পায়। যখন যে শক্তি দ্বারা চৈতন্য বিবর্ত্তিত হয়েন, সেইরূপে ভাসমান হয়েন। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে, জগদ্ব্যাপার ও ভোগাদি সকলের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ জানা যায়, তাহা জ্ঞানস্বরূপে ভাসিত হয়। আত্মাতে যে বোদ্ধৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বাদি শক্তি আছে, তাহা মায়া-কল্পিত বুদ্ধ্যাদি যোগে অবভাষিত হয়। যেমন শব্দ গ্রহণ শক্তি মায়িককর্ণেন্দ্রিয় ও গোলক যোগে প্রকাশ হয়। বাস্তবিক কেবল জ্ঞান মাত্র; অনুভব রূপে মায়া কার্য্য ভাসিত হয়; জগৎ সকল মিথ্যা, স্বরূপ মাত্র প্রকাশ। যেমত স্বপ্ন ব্যাপার কিছুই হয় না; অনুভব মাত্র, সেরূপ জাগ্রদবস্থার ব্যাপার আদি, জ্ঞান স্বরূপে কেবল অনুভূত হয়; না কিছু হইয়াছে, না কিছু হইবে।

দর্পণস্থ, পুর-নগরাদি ও স্বপ্নকার্য্যের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বক, স্বরূপ ও জগৎ নিরন্তর চিন্তা করিলে অদ্বৈতানন্দ স্ফূর্ত্তি পায়। আপন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ দর্পণে, নিজান্তর্গত আত্মাতে, জগৎ, দর্পণস্থ নগরাদি তুল্য দেখিবে। আপনার বাহিরে প্রকাশের ন্যায় যে প্রতীতি হয়, তাহা স্বপ্নের সমান বিবেচনা করিবে। স্বপ্ন কার্য্য সকল আপনার মধ্যে হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন বাহিরে দৃষ্ট হইতেছে। সেরূপ জাগ্রৎ কার্য্য সকল মায়াতে দেখায়, মিথ্যা মাত্র, অবধারণ কর। কেবল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ স্ব-প্রকাশ অন্য কিছু নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন। ইতি শ্রুতেঃ।

স্বরূপ দর্পণে দেখ বিশ্ব নাম রূপ।
নাহি অন্য বস্তুলেশ প্রকাশ স্বরূপ॥
নির্ম্মল আনন্দ ঘন অদ্ভুত অনুপ।
পরিপূর্ণ একরস বিশুদ্ধ স্বরূপ॥
অভেদ কারণ কার্য্য জান অবিকল।
কারণ প্রকাশ, কার্য্য কল্পিত সকল॥
নাম-রূপ যেবা দেখ ভাব-রূপ-মায়া।
অস্তি-ভাতি প্রকাশ, অলীক বিশ্বকায়া॥

ভ্রম আরোপিত অধিষ্ঠান ভিন্ন নয়।
ভুজঙ্গিনী তত্ত্ব রজ্জু স্বরূপ নিশ্চয়॥
"অস্তি" "ভাতি" "প্রিয়"রূপ এই বিশ্বতত্ত্ব
কল্পিত জল্পিত মিথ্যা হীন নিজ সত্ত্ব॥
অদ্বয় সচ্চিদানন্দে নাহি দ্বৈত লেশ।
বিশ্ব কায়া মায়া, চিতি পূর্ণ অবিশেষ॥

ইতি স্বরূপ-বিচার-নামক পঞ্চম লহরী।

ষষ্ঠ লহরী।

অথ জ্ঞান-লাভোপায়।

উপরি লিখিত ত্রিবিধ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির, অনায়াসে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হয়; তাঁহার যোগ-সমাধি প্রভৃতি অন্য সাধনের অপেক্ষা নাই। নাম-রূপ উপেক্ষিত হইয়া, অদ্বৈত স্থিরীকৃত হইলে, আর কর্ত্তব্যতা কি থাকিল? যদি বল, সমাধি-ব্যতীত বুদ্ধি স্থিরা হইয়া কিরূপে তদাকারা হয়? তাহা শ্রবণ কর। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ সমাধি-নামে উক্ত হয়; তাহা বুদ্ধিবৃত্তি জাত; সুতরাং ক্ষণিক। বিক্ষেপ নিবারণার্থ সমাধি অভ্যাস করিলে, বিক্ষেপ-নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সমাধি ভঙ্গ হইলে স্বভাবতঃ

পুনরায় বুদ্ধি-বিক্ষেপ হয়। বিচারদ্বারা যে জ্ঞান-সমাধি, তাহা সদাসম। তদ্দৃঢ়াভ্যাসে জ্ঞানীর এরূপ ভাব লাভ হয় যে, প্রারব্ধ-বশে শরীরে স্নান, শৌচ, ভোজন, অটন ও নিদ্রাদি অন্য সকল কার্য্য হয়, কিন্তু যোগিবর, তাহা কিছুমাত্র জ্ঞাত হয়েন না। ইহার পর আর আনন্দ কি আছে! যথা—

সমাধির্বাঽসমাধির্বা কার্য্যং বান্যৎ কুতো ভবেৎ।
মাংহি ধ্যাত্বাচ বুদ্ধাচ মন্যন্তে কৃতকৃত্যতাম্॥

উপদেশ সহস্রী।

এষ নিত্যো, মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।

ইতি শ্রুতিঃ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

গীতা।

বিক্ষেপ-দূরীকরণের জন্য সমাধি, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধ; তাহা অদ্বৈত স্থির হইলে আর হইতে পারে না। রাত্রিকালে তস্কর জ্ঞানে বন্ধনাভিপ্রায়ে রজ্জু লইয়া নিকটে গমন করিলে, যদি সে যথার্থ স্থাণু

দৃষ্ট হয়, তবে কি আর তাহাকে বন্ধন করে? অতএব কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধি, স্থাণু পুরুষ তুল্য হয়। কূটস্থ আত্মা প্রকাশিত হইলে, মিথ্যা কল্পিত বুদ্ধিকে নিরোধ করিতে কি আর প্রবৃত্তি জন্মে? যদি জন্মে, তবে নিশ্চয়ের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। বিচারদ্বারা জানিলেও যদি বিশ্বাস না জন্মে, আর কৃতার্থ বোধ না হয়, তবে অবশ্যই সংশয় আছে বা একাগ্রতার অভাব আছে বুঝিতে হইবে। সংশয় থাকিলে মনন বিধেয় ও একাগ্রতার জন্য ধ্যান শ্রেয়; বিশ্বাস জন্মিলে জ্ঞানী নির্ভয়, নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং কৃতার্থ হন, তাঁহার আর অন্য বাসনা থাকে না।

যদি বিচার করিয়াও চিত্তের ব্যাকুলতা-প্রভাবে তত্ত্ব বুদ্ধি না হয়, তবে তাহার যোগাভ্যাস প্রয়োজন; কারণ, যোগ দ্বারা চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হইবে। যথা—

বহুব্যাকুল-চিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্নচেৎ।
যোগমুখ্যস্ততস্তেষাং ধী-দর্পস্তেন নশ্যতি॥

আর যদি শ্রবণ করিয়াও বিচার করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার ব্রহ্মোপাসনা বিধেয়। যথা—

অত্যন্তবুদ্ধি-মান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্॥

যেমত বিষ্ণু আদি দেবমূর্ত্তি দর্শন না করিয়াও গুরূপদেশে ধ্যান-পরায়ণ হওয়া যায়, সেরূপ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া,সেই ব্রহ্ম আমি, ইহা নিশ্চয় ও ধ্যান করিবে। নিয়ত ধ্যাননিরত ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয়; যেমত ধ্যানেতে কীট, ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা-বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥

যেমত পান-ব্যতিরেকে ঔষধের নাম ও শব্দ মাত্রে রোগ শান্তি হয় না, সেমত অপরোক্ষানুভব বিনা ব্রহ্মশব্দমাত্রে, মুক্তি সম্ভাবিত নহে। এবিষয়ে আচার্য্য বলিয়াছেন—

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধি-শব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈ র্ন মুচ্যতে॥

অতএব যে প্রকারে অপরোক্ষানুভব বা ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়, তাহাতে বিশেষ যত্ন করিবে। ব্রহ্ম-বিষয়ক বার্ত্তাতে সুকুশল হইলেও ব্রহ্মবৃত্তিহীন বিষয়ানু-

রাগীর মুক্তি হয় না; তাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ হয়।

তত্ত্ব বাক্যে নিপুণ হইয়াও, যে ব্যক্তি বুদ্ধির স্থিরতা ও স্বচ্ছতার অভাবে তাহা অবধারণ করিতে না পারে, তাহার বুদ্ধির স্থৈর্য্য ক্রমে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহার উপায় এই যে,—বৃত্তি নিরোধে যত্ন করা অর্থাৎ যাহাতে মনে অন্য কোন বৃত্তির উদয় হইতে না পারে এবং উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ রোধ করিয়া স্বরূপ চিন্তাতে নিমগ্ন হয়, আর যাহাতে মনের গতি হয়, বিচার দ্বারা তাহাতে স্বরূপ অবলোকন করা; এইরূপ নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ব্রহ্মবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে সুখলাভ হইবে। যদি ভাগ্যবশে মনঃ অভ্যাস প্রাপ্ত হয়, তবে আর বিশেষ যত্ন করিতে হইবে না; কারণ অভ্যাস বশে স্বয়ং তাহাতে নিরত ও নিমগ্ন হইবে এবং সুখলাভ হইলে, তাহাকে কখনও কেহ পরিত্যাগ করে না।

এই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বিষয়ে তত্ত্ব-বেত্তৃগণ তিন প্রকার প্রতিবন্ধ কহিয়াছেন। বিচার নিপুণ হইলেও প্রতিবন্ধ সত্ত্বে তত্ত্ব সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভব নাই। প্রতিবন্ধ যথা—ভূত প্রতিবন্ধ ও ভবিষ্যৎ প্রতি-

বন্ধ এবং বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ। পূর্ব্বকৃত বিষয়াদি সম্ভোগ-জাত সংস্কার ও অনুরাগপূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক স্মরণ ভূত-প্রতিবন্ধ। ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ আবার দুই প্রকার। যথা,—ব্রহ্মলোকাদি বাঞ্ছা এবং প্রারব্ধ শেষ। ব্রহ্মলোকাদি বাঞ্ছা সত্ত্বে বিচারাভ্যাসে তত্ত্ব সাক্ষাৎ হয় না; কিন্তু দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, বিচারফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া, কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়। প্রারব্ধ শেষ,—দুই তিন জন্মে ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। বামদেব ঋষি ও ভরত ইহার প্রমাণ। দুই তিন জন্মে এক প্রারব্ধ ভোগ হইলে, ইহাকে শাস্ত্রে দীর্ঘ প্রারব্ধ কহে। বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ চতুর্ব্বিধ। যথা,— বিষয়াসক্তি, প্রজ্ঞামান্দ্য, কুতর্ক, বিপর্য্যয়-দুরাগ্রহ। অত্যন্ত বিষয়-বিলিপ্ত চিত্তের, তচ্চিন্তন ও তৎকথন ভিন্ন, সূক্ষ্ম বস্তু-বিষয়ক বিবরণে প্রবেশ হয় না, ইহাই বিষয়াসক্তি। আর বারংবার উপদেশেও সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ক বাক্য বোধগম্য না হওয়া, এবং ধারণ করিতে অক্ষমতা, এই বুদ্ধিমান্দ্য। ব্রহ্ম-বিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, তাহাতে অসম্ভবাদি

ভাব প্রতিপাদন করা কুতর্ক এবং আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি গৃহস্থ, আমি বিরাগী, আমি সন্ন্যাসী ইত্যাদি স্থূল শরীর সম্বন্ধে, দম্ভের সহিত অভিমান বিপর্য্যয়-দুরাগ্রহ।

এই চতুর্ব্বিধ প্রতিবন্ধ যাহা উক্ত হইল, বিশেষ বিশেষ ঔচিত্যসাধনে তাহার নাশ হইয়া থাকে। বৈরাগ্য ও শমাদি-সাধনে বিষয়াসক্তি ও বারংবার নিরন্তর শ্রবণে বুদ্ধিমান্দ্য ও মননে কুতর্ক এবং- নিদিধ্যাসনে বিপর্য্যয়-দুরাগ্রহ নষ্ট হয়। দয়াসিন্ধু গুরু শিষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহার বুদ্ধির ভাব ও গতি দর্শন ও বিবেচনা করিয়া, প্রতিবন্ধ-নাশের উপায় বিশেষরূপে উপদেশ করিবার পর, যোগ্য দেখিয়া পরে তত্ত্বোপদেশ করিবেন। যদি গুরু, সপ্তভূমিকা অনুসারে শিষ্যের অধিকার বিবেচনা পূর্ব্বক, উচিতমত কর্ত্তব্য উপদেশ করেন, তবে যথোক্তকারী শিষ্য, গুরুকৃপাবশে কৃতার্থ হইবে ; তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অযোগ্য বা বিপরীত উপদেশে শিষ্য ফল লাভ করিতে পারে না ; দ্বিতীয় ভূমিকার যোগ্য পাত্রের চতুর্থ পঞ্চম ভূমিকার উপদেশে কি উপকার হইতে

পারে? বরং তাহা বোধগম্য না হওয়ায় অধিক ব্যাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া তত্ত্বসাধনে অক্ষম হয়। অতএব যে ব্যক্তি যে ভূমিকার অধিকারী, তাহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করিলে, ক্রমে বোধ হয়। তৃতীয় ভূমির সাধন সম্পন্ন না হইতে, চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিকার বিবরণ শ্রবণ করিয়া, বিনা জ্ঞানলাভে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, শিষ্য নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইতে পারে। গুরু কর্ণধার-স্বরূপ সাবধান করিবেন এবং যখন যাহা উপদেশ দিবেন, তাহার পরীক্ষা লইয়া, যদি তাহাতে বিশিষ্টরূপ প্রবেশ ও অভ্যাস দেখেন এবং উপদিষ্ট বিষয় সুন্দররূপ অভ্যস্ত হইয়াছে দেখেন তবে, অন্য উপদেশ দিবেন, নচেৎ যাবৎ উত্তমরূপ অবধারণ না হয়, পুনর্ব্বার তাহাই উপদেশ দিবেন।

শিষ্য চাপল্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ না করিয়া, গুরু যাহা উপদেশ দেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধারণ পূর্ব্বক, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। যদি তাহাতে কোন বিষয়ে সংশয় উদয় হয় আর স্বয়ং যুক্তিদ্বারা তাহা ছেদন ও মীমাংসা করিতে অক্ষম হয়, তবে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবে। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এবং আপন অনুভব এই তিনটি

একরূপে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে নিশ্চয়রূপে তত্ত্ব অবধারিত হইয়া থাকে।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিন জ্ঞানের সাধন; ইহাদিগকে অন্তরঙ্গ সাধন বলা যায়। বেদ-নিরূপিত উপক্রম, উপসংহারাদি ষড়বিধ লিঙ্গের সহিত বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে অবধারণ করাকে শ্রবণ বলে। অনুকূল তর্কদ্বারা যুক্তির সহিত শ্রুত বিষয়ের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করাকে, মনন বলা যায়। যথা,—"গুরু শাস্ত্রোক্তি ব্রহ্ম" যে, জগতের উপাদান কারণ, অথচ নিঃসঙ্গ, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, এই অনুকূল তর্কে রজ্জু-ভুজঙ্গ দৃষ্টান্ত যুক্তিতে যথার্থ নিশ্চয় হয়। নিদিধ্যাসন,—বিজাতীয় প্রত্যয় তিরস্কার পুরঃসর, স্বজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহীকরণ, অর্থাৎ স্থূলাদি অজ্ঞান পর্য্যন্ত বিজাতীয় প্রত্যয় পরিত্যাগে, স্বজাতীয় চৈতন্য স্বরূপ প্রত্যয় প্রবাহীকরণ, তাৎপর্য্য নিরন্তর স্বরূপ চিন্তনকে নিদিধ্যাসন বলা যায়। এবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। প্রথমে অনুভবের উদয়, পরে অপরোক্ষানুভবরূপ ব্রহ্মবৃত্তি, তৎপরে স্বরূপপ্রকাশে বৃত্তির লয় হয়। এই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। অতএব

মুমুক্ষু শমদমাদি বহিরঙ্গ সাধন পুরঃসর নিরন্তর শ্রবণাদি অন্তরঙ্গ সাধন করিবে। যথা,—।

কিঞ্চিন্নাবসরং দত্ত্বা কামাদিকং মনাগপি।
আসুপ্তিরামৃতং কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া॥

অস্যার্থ। কামাদি বৃত্তিকে কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ না দিয়া যাবৎ নিদ্রা বা মৃত্যু না হয়, বেদান্ত চিন্তাতে কাল যাপন করিবে॥

পূর্ব্বে ভূমিকাভেদে উপদেশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভূমিকা বিবরণ বলা হয় নাই, এজন্য জ্ঞানের ভূমিকা বিবরণ সবিস্তার লেখা যাইতেছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি।

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা।
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততো সংসক্তিনামিকা।
পদার্থভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা॥

জ্ঞানের ভূমিকা সপ্ত শুন বিচক্ষণ।
প্রত্যেকের রূপ তাহে যোগীর লক্ষণ॥

শুভেচ্ছা সুবিচারণা তন্মানস আর।
সত্ত্বাপত্তি অসংসক্তি পঞ্চম প্রকার ॥
পদার্থভাবিনী ষষ্ঠী তুরীয়া সপ্তম।
একে একে কহি শুন ভাব অনুপম ॥

১

শুভেচ্ছা প্রথমা ভূমি বিষয়ে বিরাগ!
বেদান্ত শ্রবণ গুরু তীর্থ অনুরাগ ॥
ঈশ্বর ভজনে রত তদ্গত মানস।
দিন দিন গুণগানে পুলক সরস ॥

২

দ্বিতীয় বিচার ভূমি উপজে বিচার।
একান্ত শোধয় আমি কেবা কি সংসার ॥

৩

তন্মানসা তৃতীয়াতে, মননে তৎপর।
স্থির হয়ে স্বরূপ, চিন্তয়ে নিরন্তর ॥
এ তিন সাধন ভূমি, দ্বৈত ভাব তায়!
জাগ্রত্ ভূমিকা তিন, জ্ঞানী বলে যায় ॥

৪

সত্ত্বাপত্তি চতুর্থীতে, আত্মলাভ হয়।
স্বপ্নতুল্য বিশ্ব ভাসে, সর্ব্ব আত্মময়॥
সদা অনুভব স্ফূর্ত্তি, ক্ষণ নহে ভঙ্গ।
আত্মা বিশ্ব দেখে, যেন জলধি তরঙ্গ॥
যোগী ব্রহ্মবিৎ ইথে জনকের স্থিতি।
ইহাকে কহেন স্বপ্ন ভূমি শান্ত মতি॥

৫

অসংসক্তি ভূমিকা পঞ্চম অপরূপ।
দেহ অভিমান নাশ, নিশ্চয় স্বরূপ॥
আপনি সমাধি করে আপনি উঠয়।
এ ভূমি আরূঢ় ব্রহ্মবিদ্‌-বর হয়॥
সুষুপ্তি সমান, নাহি আসক্তির নাম।
অতি অনুপম শুকদেবের বিশ্রাম॥

৬

পদার্থভাবিনী ষষ্ঠী অনুপম ভাব।
বুদ্ধি আদি করি সব পদার্থ অভাব॥
সমাধি হইলে নিজে উঠিতে না পারে।
সুগাঢ় সুষুপ্তি অন্যে উঠায় তাহারে॥

ব্রহ্মবিদ্-বরীয়ান্ যোগী শ্রেষ্ঠ হয়।
তাহে অবস্থিত উদ্‌বালিক মহাশয়॥
এ দুই সুষুপ্তি ভূমি সুষুপ্তি লক্ষণ।
কহিতে অপার যোগী ভাব বিচক্ষণ॥

৭

তুরীয়া সপ্তমী ভূমি কি কহিব তায়।
ভাবা-ভাব নাহি তুমি আমি কে কোথায়॥
পরযত্নে প্রাণ বায়ু করয়ে আহার।
নাহি জানে যোগিবর কিছুই তাহার॥
নিদ্রিত বালক যথা কর অনুমান।
নাজানে জননী, যত্নে করে দুগ্ধ পান॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ রহিত উত্থান।
পরম হংস ব্রহ্ম-বিদ্-বরিষ্ঠ আখ্যান।
দেবহূতি, জমদগ্নি, ভরত, প্রভৃতি॥
করেন ঋষভ দেব ইথে অবস্থিতি!

চিত্তাবস্থা বিশেষ ভূমিকা নাম তার।
ক্রমে লয় হয় এই জ্ঞান মর্ম্ম সার॥

চতুর্থ ভূমিতে আত্মলাভ মুক্তি হয়।
পঞ্চমাদি ভূমি তিনে মুক্তি ভেদ নয়॥
জীবন্মুক্তি সুখে কিছু তারতম্য বটে।
মুক্তিতে না তারতম্য কোন মতে ঘটে
আত্মলাভে যোগী মুক্ত নাহিক সংশয়।
দেখিলে নিশ্চয় রজ্জু সর্প আর নয়।
আত্মপ্রাপ্তি মাত্র হয় অজ্ঞান বিনাশ।
যথা তমঃ অংশুমান হইলে প্রকাশ॥

ইতি জ্ঞান লাভোপায় নাম ষষ্ঠ লহরী॥

সপ্তম লহরী।

অথ জগৎ মিথ্যা কথন।

পূর্ব্বোক্ত বিচারে জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা দ্বারা তাহার মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করা উচিত, যেন কদাচ ভুলক্রমে তাহাতে সত্যজ্ঞানের উদয় না হয়। শ্রুতি যুক্তি ও অনুভূতিতে নিশ্চয় এই যে, জগৎ নাম মাত্র, বাস্তবিক নাই, না আছে, না হইয়াছে, না হইবে, ও না হইবার কোন সম্ভব আছে। যেমত মরীচিকা জল, স্থাণুপুরুষ, শুক্তি রজত, রজ্জু ভুজঙ্গ কল্পিত, সে সকল হয় না, না হইবে, না ত্রিকালে হইবার সম্ভব,

আছে ;- সেরূপ ব্রহ্মে জগৎ কল্পনামাত্র। যদি আশঙ্কা কর, এই জগৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিরূপে মিথ্যা প্রতীত হইতে পারে? "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগতের অত্যন্ত অভাব। আর যুক্তিতঃ দেখ, এরূপ অনেক দৃষ্টিগোচর ও ইন্দ্রিয়োপলব্ধি হয়, যাহা বাস্তবিক নাই এবং হয় না। যথা,— স্বপ্নকার্য্য ও ইন্দ্রজাল-ক্রিয়ায় কিছুমাত্র হয় না; কিন্তু সমস্ত সত্যরূপ দর্শন ও ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। আরও রজ্জু-ভুজঙ্গ, মরীচিকা-জল, অগ্নিমণি, স্থাণু-পুরুষ, দ্বৈত-চন্দ্র, নীলাকাশ, পীতশঙ্খ, মধুর-তিক্ত, নিম্ব-মিষ্ট, এবং নৌকাদি-গমনযোগে পর্ব্বত বৃক্ষাদির সঞ্চলন, এ সকল হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়োপ-লব্ধি হইয়া থাকে, সেরূপ জগৎ অবধারণ কর।

যেমত নপুংসকের কন্যার সহিত বন্ধ্যা-পুত্রের পরিণয় হইলে, তাহারা অসৎ নগরে অবস্থিত হইল; পরে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি পরিবার অসংখ্য হইল; কোন কারণে তাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শশশৃঙ্গ ধনু লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইলে, দম্পতী শোকাকুল হইয়া হৃদয়ে করাঘাত করিতে করিতে,

মরীচিকা-সলিল-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-বিবরণও সেইরূপ। না কিছু হইয়াছে, না আছে, কেবল মায়ামাত্র। অন্ধকারে অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠের ভ্রামণে জ্যোতির্ম্ময় চক্র দেখা যায়, তাহার উপাদান-কারণ অগ্নি হইতে পারে না; যেহেতু অগ্নি সমস্ত চক্রে ব্যাপ্ত থাকে না; আর অগ্নি, চক্র হইতে পৃথক হইলেও চক্র থাকেনা; অতএব অগ্নি তাহার নিমিত্ত-কারণও নহে। "কারণাভাবে কার্য্যাসুদয়ঃ" এই ন্যায়ে, চক্র মিথ্যা; সে হয় না, কেবল অগ্নির স্ফুরণ মাত্র। তথা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, ব্রহ্ম হইতে পারে না এবং মায়াও হইতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম অসঙ্গ নিষ্ক্রিয়, মায়া নিজে অবস্তু, স্বয়ং অসিদ্ধা; সে অন্যের কারণ কিরূপে হইতে পারে? অতএব উক্ত ন্যায়ে, কারণাভাবে জগৎ মিথ্যা; কেবল ব্রহ্মের বিকাশ মাত্র। আরও দেখ বীজ ব্যতীত বৃক্ষ জন্মে না এবং বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না; ইহাতে কে অগ্রে হয়, এবিচারেও জগৎ হওয়া সম্ভব হয় না ইহাই সিদ্ধ। অতএব জগৎ হয় নাই, স্বপ্ন তুল্য মায়িক-জীবের মনের কল্পনা।

অসৎ-বাদী কহেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহা হইতে জগৎ হইয়াছে। সৎ-বাদী কহেন যে, অসৎ অবস্তু; তাহা হইতে জগৎ হইবার সম্ভব নাই; অতএব সৎ ছিলেন, তাহা হইতে জগৎ হইয়াছে। অসৎ-বাদী তাহা স্বীকার না করিয়া কহেন যে, সৎ আছেনই, তাহা হইতে জগৎ হইবার প্রসঙ্গ নিরর্থক হয়। উভয়ের বিচার শ্রবণ করিয়া বেদান্ত-বাদী কহেন যে, তোমাদিগের বিচারে আমার মত সিদ্ধ হইল যে, জগৎ হয় নাই; কারণ তোমাদিগের মতে সৎ হইতে বা অসৎ হইতে জগৎ হওয়া সিদ্ধ হইল না; আমি ইহা স্বীকার করি। ইহাতে এই স্থির ও নিশ্চয় হইল যে, জগৎ হয় নাই। এক সৎমাত্র আছেন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি অধ্যারোপ সৃষ্টি বিস্তার করিয়া, তাহার অপবাদ করেন। এ অভিপ্রায়ে জগতের মিথ্যাত্ব অবধারিত করা হইয়াছে। মনে বাসনারূপ জগতের প্রতিভা আছে, মনের স্ফূরণে তাহার স্ফূর্ত্তি হয় এবং মনের লয়ে তাহার লয় হয়। দেখ সুষুপ্তিতে মনের লয়ে জগৎ থাকে না। সুতরাং জগৎ মনের স্ফুরণ মাত্র; বাস্তবিক নয়। অতএব মন হইতে জগৎকে, বাসনা

সহিত পরিত্যাগ করিলে, আর জগৎ স্ফূর্ত্তি পায় না। দৃশ্য নাই, এই জ্ঞানে মন হইতে দৃশ্যের মার্জ্জন করিবে।

এই জগৎ বাসনা বশতঃ মনের কল্পনামাত্র; স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা বস্তুতে সত্য বুদ্ধি ও আসক্তিই বন্ধন; আর তাহাতে অনিত্যতা নিশ্চয় ও বাসনাসহ আসক্তি পরিত্যাগ মুক্তির কারণ। যেমত দর্পণ মধ্যে পুর-নগরাদির প্রতিভাস, সেরূপ মনে জগদাভাস; মনের স্ফুরণে স্ফূর্ত্তি পায়, বাস্তবিক নয়; সমস্তই অলীক, কেবল আসক্তিদ্বারা সত্য প্রতীত হয়। শ্রুতিযুক্তি ও স্বানুভূতিতে মিথ্যা নিশ্চয় দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগে, আর জগৎ স্ফূর্ত্তি পায় না। তখন চিন্মাত্র আনন্দঘন, পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয় আত্মা সাক্ষাৎকারে, দ্বৈতভান নিবৃত্তিতে জ্ঞানীর পরমানন্দ লাভ হয়। জ্ঞানী নিরন্তর চিন্মাত্রোহহং ভাবনা করিবে; শ্রুতি, গুরুবাক্য ও স্বানুভূতিতে অহংপদের লক্ষ্য চৈতন্যরূপ আত্মাকে জানিয়া মহাবাক্যার্থ বোধে নিঃসংশয়ে ব্রহ্মে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিতি করিয়া, পূর্ণানন্দ লাভে সংসার-ভ্রম হইতে মুক্ত হইবে, এবং প্রারব্ধ কর্ম্মবেগ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত

থাকিয়া; তৎকর্ম্ম-বেগ ক্ষয়ে, বিদেহ কৈবল্যরূপ মুক্তি লাভে পূর্ণ অদ্বয় রূপ হইবে। তথাচ—

কূটস্থবোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্‌।

অস্যার্থঃ। বাহ্য ভাব বিষয়াদি ও অন্তর ভাব অহমাদি এবং আমি আভাসরূপ জীব এভাব ত্যাগ করিয়া, অহং কূটস্থ বোধ-স্বরূপ অদ্বৈতাত্মা ভাবনা কর।

জগৎ মিথ্যা সম্বন্ধে ইতিহাস।

সুন্দর পুরুষ এক বন্ধ্যার তনয়।
নপুংসক কন্যাসহ তার পরিণয়॥
যতনে বালুকা তৈল করায় মর্দ্দন।
করাইল মরীচিকা সলিলে মজ্জন॥
আকাশ-কুসুম মাল্যে সাজাইল বর।
হাতে দিল শশশৃঙ্গ ধনু মনোহর॥
হংসদন্ত নির্ম্মিত বিমানে আরোহণ।
বাহক পুরুষ স্থাণু করয়ে বহন॥
অজাত তুরঙ্গ গজ সঙ্গে বহুতর।
আনন্দিত বিবাহ করিতে চলে বর॥

সুবাদ্য বাজায় ভৃঙ্গ কার নানারঙ্গ।
কবন্ধ সানাই স্বরে নহে তাল ভঙ্গ॥
খঞ্জর নাচয়ে তালে দেখে অন্ধজন।
বোবা গীত গায় করে বধির শ্রবণ॥
তমঃপুঞ্জ দীপ তেজে সব আলোময়।
গন্ধর্ব্ব নগরে সুখে উপনীত হয়॥
কন্যাদানে হইল বিবাহ কর্ম্মশেষ।
দর্পণান্তঃপুরে করে দম্পতি প্রবেশ॥
হইল তাহার পুত্র তিন বলবান।
উড়ে গেল দুটী এক থাকে বিদ্যমান॥
মরিল অজাত এক সুন্দর তনয়।
জনক জননী শোকাকুল অতিশয়॥
দম্পতি কাতর অতি পেয়ে মনস্তাপ।
মরু ভূমি প্রবাহ সলিলে দিল ঝাঁপ॥
ডুবিয়ে মরিল দোঁহে শব ভেসে যায়।
গগন ধীবর জালে ধরিল তাহায়॥
তটেতে রাখিতে সোনা হয় দুই শব।
ধীবরের হয় তাহে অতুল বৈভব॥

রোদিত শিশুকে ধাত্রী কহে ইতিহাস।
সায় দিয়ে শুনে শিশু মানিয়ে বিশ্বাস॥
জগত সৃষ্টির কথা এরূপ নিশ্চয়।
সৃষ্টি সত্য তবে যদি ইহা সত্য হয়॥
না হয়েছে, নাহি আছে, না কিছু সম্ভব।
বিচারে বিবেকী সাধু করে অনুভব॥
ত্রিকাল সম্ভব নহে, যাহা কিছু নয়।
শুনি তাহে মূঢ় সত্য করয়ে প্রত্যয়॥

ইতি জগন্মিথ্যা দর্শন নাম সপ্তম লহরী।

অষ্টম লহরী।

—:*:—

অথ ত্রিবিধ কর্ম্মক্ষয় বিবরণ।

সাধন-সম্পন্ন মুমুক্ষু প্রথমতঃ গুরূপদিষ্টমার্গে বিচার দ্বারা অনাত্মা সকল নিরাস করিয়া চৈতন্যরূপ প্রত্যগাত্মাকে জানিয়া, তাহাতে আত্মবুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া, মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্ম ঐক্য করিয়া, জ্যোৎস্নাময় নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ অখণ্ড অদ্বয় ভাবনা পূর্ব্বক পূর্ণ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইবে। জগৎ মিথ্যা নিশ্চয় হইলে, তাহার প্রতীতির অভাব না হওয়ায় জগৎ ব্যবহারাদি স্বপ্ন সমান ভাসিত হয়। জীবন্মুক্ত দেহাত্মবুদ্ধি ও অভিমানশূন্য হইয়া পরমানন্দে বিচরণ করিবেন।

আমি জ্ঞানী মুক্ত, অন্য সকলে অজ্ঞানী বদ্ধ, তত্ত্ব-বেত্তৃগণ এমত বোধ করেন না। যাহার এরূপ জ্ঞান, তিনি অভিমানী, যথার্থ জ্ঞানী নহেন, যে হেতু তত্ত্ব-জ্ঞানীর সম্বন্ধে জগৎ নাই; ভেদ জ্ঞান নাই; কেহ বদ্ধ ও মুক্ত নাই। আত্মা এক, ইহা যদি জ্ঞানে নিশ্চয় হইল, তবে তিনি কোথাও বদ্ধ, কোথাও মুক্ত, এমত হইতে পারেন না। যেমত এ দেহ অলীক, তাহাতে মুক্তিও তদ্রূপ। সর্ব্ব দেহ সম্বন্ধেও দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ লেশ নাই; তবে যে সম্বন্ধের ন্যায় বোধ হয়, তাহা অজ্ঞান ভ্রম মাত্র; সকল শরীরই মায়িক, আর ব্রহ্ম অখণ্ড অদ্বিতীয়, তাহাতে দ্বৈতাবকাশ নাই। তত্ত্ব-জ্ঞানীর সঞ্চিত, আগামী বা ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের লেশ থাকে না; জ্ঞানোৎপত্তিমাত্র সর্ব্ব কর্ম্মনাশ হয়। যথা,—প্রভাকর-উদয়ে তমঃ ও তমঃকার্য্য সকল এককালে বিনষ্ট হয়।

তথাহি শ্রুতিঃ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

অন্বয়ার্থঃ। পর, হিরণ্যগর্ভ, অবর, জীব; পরাবর,

এক পরব্রহ্ম রূপ দৃষ্টে। কিংবা পর—ঈশ্বর অবর—জীব এ উভয়ের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্য দৃষ্টে অথবা অবর জীব—পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন তৎ-স্বরূপ দৃষ্টে। অথবা স্বভিন্ন পর তৎপরাভাব, অপর স্ব (আত্মা) ইতি, অতএব আত্মাকে পরব্রহ্ম স্বরূপ দৃষ্টে। অথবা অপর বিজাতীয় মায়াদি প্রপঞ্চ, সে সকল হইতে পর, সেই পরাবর পরব্রহ্ম দৃষ্টে। অর্থাৎ মহাবাক্য বিচারে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানে অপরোক্ষ হইলে অদ্বৈত প্রকাশে চিজ্জড় রূপ অথবা কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ কামাদি হৃদয়গ্রন্থি সকল ভেদ হয়। আর ব্রহ্মাত্মবিষয়ের সংশয় সকল ছেদ হয়। আর সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ-আগামী এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়।

যদি বল, জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়; তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মাণি বহুবচন উক্তিতে সমস্ত কর্ম্মই অবধারিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মই ক্ষয় হয়, এই নিশ্চয়ার্থ। যদি এ স্থলে সঞ্চিতাগামী সকল কর্ম্ম, কর্ম্মাণি শব্দে ব্যাখ্যাও হয়, তাহা সম্ভাবিত হয় না; উক্ত কর্ম্মাণি বহুবচনে

সমস্ত কর্ম্মই পরিগণিত হয়। তাহাতে ত্রিবিধ কর্ম্মই অভিপ্রেত। কর্ম্মদ্বয়ের সাকল্য, উক্ত কর্ম্মাণি শব্দে গ্রাহ্য হইতে পারে না; কর্ম্মদ্বয় অভিপ্রেত হইলে, কর্ম্মণি উক্ত হইবার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না; শ্লোকান্তে "কর্ম্মাণি চাস্য" ছন্দানুকূল হইতে পারিত। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুন প্রতি স্পষ্ট কহিয়াছেন। যথা,—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

যদি বল প্রারব্ধ, ভোগে ক্ষয় হয়; কেননা, জ্ঞানীর শরীরে সুখদুঃখাদি নানা ভোগ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সকল নাশ হয়, ইহা যুক্ত নহে; যেহেতু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, অদ্বৈত স্থির হয়; তখন আর শরীর কোথা, জ্ঞানীর সম্বন্ধে জগৎ মিথ্যা এবং শরীর অসত্য; কেবল ব্রহ্মমাত্র প্রকাশ। তখন প্রারব্ধ কোথায় থাকিবে? আশ্রয়া-ভাবে আশ্রয়ী কিসে স্থিত হয়? তাহার ভোগই বা কোথায় ও কিসে হইবে? তবে দেহাভাস দেখিয়া, অজ্ঞানী লোক জ্ঞানীর দেহ ও ভোগাদি

কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহা জ্ঞানীর হয় না, সে কল্পনা মাত্র ; যেমত ঘূর্ণায়মাণ বালক পৃথিব্যাদি সকলই ঘূর্ণিত দেখে এবং বলে, তাহাতে কি পৃথিব্যাদি যথার্থ ঘূর্ণিত হয় ? অতএব উক্ত শ্রুতি বাক্য তত্ত্ব-জ্ঞানীর প্রতি উক্ত হইয়াছে, অন্যের দৃষ্টি বা কল্পনার অভিপ্রায়ে নহে। যথার্থ বিবেচনায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারে, সঞ্চিত, আগামী-ক্রিয়মাণ, প্রারব্ধ, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম নাশ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ; তবে দেহ সত্য বুদ্ধির প্রারব্ধ-ভোগ অবশ্যম্ভাবী বোধে যে সংশয়, তাহার দূরীকরণ কৃচ্ছ্রসাধ্য স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ জ্ঞানীর ভাব অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। দিবান্ধ প্রাণীকে সূর্য্য প্রকাশে তমো নাশ হয়, ইহা কহিলে তাহা কে বিশ্বাস করাইতে পারে ? আর দিবাভাগ যে কিরূপ, তাহা কি প্রকারে তাহার বোধগম্য হইবে ? বিবেচনা কর, সুখদুঃখাদি ভোগ সে স্বপ্ন দেহে হয়, তাহা কি সত্য ? সেরূপ দেহাদির ভোগ সমস্ত মিথ্যা ইতি।

তুলরাশি তুল্য সঞ্চিত কর্ম্ম সকল জ্ঞানানল সংলগ্ন মাত্র ভস্মীভূত হয়। যথা, জাগ্রৎ সম্বন্ধে স্বপ্ন কর্ম্ম।

আর ঘটযোগ বশতঃ যেমত আকাশ সুরাদি গন্ধে লিপ্ত হয় না, সেমত শরীরাদি সম্বন্ধ-শূন্য জন্য অসঙ্গ-নিষ্ক্রিয়-জ্ঞানী, উপাধিধর্ম্মে লিপ্ত নহেন। অতএব ক্রিয়মাণ কর্ম্মে জ্ঞানীর সম্বন্ধ নাই। যথা ভাষ্যকারোক্তি—

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
　কদাপি মূঢৈর্মতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং
　মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥

অস্যার্থঃ। কদাচিৎ মূঢ় বুদ্ধিদোষে, দূষিত (আরোপিত) বস্তুতে, তাহার আশ্রয় দূষিত হয় না; যেমত মহাপ্রবাহ মরীচিকা-জলে মরুভূমি আর্দ্রী-ভূতা হয় না, অর্থাৎ সে মাটী ভেজে না। আর দৃশ্যমান বর্ত্তমান শরীর, স্থাণু পুরুষের তুল্য অধ্যস্ত ও অসত্য নিশ্চয় হইলে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগাদির সহিত কোন সম্বন্ধ হয় না। যদি প্রারব্ধ শরীরের স্বীকার কর, তবে জ্ঞানী তাহাকে নিরাস করিয়া নিত্য চৈতন্য স্বরূপে স্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত কি আর সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে? যেমন দুগ্ধ

হইতে উদ্ধৃত নবনীত কোনরূপে পুনর্ব্বার সেই দুগ্ধে মিলিত হয় না। যদি বল, শরীরে প্রত্যক্ষ ভোগ সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে কি প্রকারে জ্ঞানীর প্রারব্ধ স্বীকার না করি? উত্তর—ইহা বুদ্ধির কল্পনা মাত্র। বুদ্ধির কল্পনাতে আত্মা কল্পিত হয়েন না এবং কল্পিত বস্তুতে সত্য জ্ঞান হইলেও তাহা সত্য হয় না। যদি তাহা সত্য হইত, তবে স্বপ্ন-কল্পিত পদার্থ সকল সত্য হইয়া, স্বপ্নলব্ধ ধনে অনেক ব্যক্তি ধনবান্ হইত, এবং শুক্তি রজতে বহুবিধ অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির শরীরে শোভাবৃদ্ধি করিত। অতএব কল্পনা মিথ্যা ভ্রমকার্য্য অঙ্গীকৃত হয়।

আর শরীরের প্রারব্ধ যে কল্পনা তাহাও সম্ভব নহে; যেহেতু অধ্যস্ত রজ্জু সর্প ও স্থাণু পুরুষের কি প্রারব্ধ আছে? অতএব যাহা অধ্যস্ত ও অসত্য, তাহার জন্ম কি, এবং জন্মাভাবে স্থিতির সম্ভব কি, আর মৃত্যুই বা কি? যে অবস্তু (মিথ্যা) তাহার প্রারব্ধ কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে।

তবে শ্রুতি যে প্রারব্ধ কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান সমূলে নষ্ট হয়। এস্থলে অজ্ঞানীর শঙ্কা এই যে, তবে দেহ কি প্রকারে

থাকে? এতৎ শঙ্কা সমাধান জন্য, বাহ্য দৃষ্টিতে প্রারব্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানীর বোধজন্য মাত্র; কিন্তু শরীরের সত্যতাভিপ্রায়ে নহে। প্রারব্ধ সত্য মানিলে বেদান্ত-উক্ত অদ্বৈত মতের হানি ও অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ এবং বেদবক্তা ঈশ্বরকেও মিথ্যাবাদী স্বীকার করা হয়, ইহা সাধুমত নহে।

অতএব জ্ঞানী চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহার সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ ত্রিবিধ কর্ম্ম নাই; জ্ঞানোদয় মাত্র সর্ব্বকর্ম্ম নাশ হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত। যদি এ আশঙ্কা হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও অজ্ঞানীর তুল্য জগৎ দেখেন ও তদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে সাংসারিক ভয় দুঃখাদি সম্ভব। উত্তর—যেমত দীপের আলোকে সর্প দেখিয়া রজ্জু নিশ্চয় হইলে, পরক্ষণে যদিও সর্পরূপ ভাসে, তাহাতে দ্রষ্টার ভয়-কম্পনাদি হয় না; যেহেতু রজ্জু নিশ্চয় ও অবধারিত হইয়াছে। সেরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নাশে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হইলে, তন্নিশ্চয়ে জগদাভাসাবলোকনে ও তৎপ্রত্যয়ে, সাংসারিক ভয় দুঃখাদি হইতে পারে না। যদি জগৎ সত্য হইত, তবে জ্ঞানোদয়ে এককালে নাশ হইয়া অপ্রতীতি হইত; বাস্তবিক নাই, তাহা কি প্রকারে

নাশ হইবে; যদি রজ্জু বাস্তবিক সর্প হইত, তবে অবশ্য মনুষ্যের ভয়ে পলায়ন করিত, তদ্রূপ ইতি।

যদি জ্ঞানী জগদ্ব্যবহারে ও সাংসারিক ব্যাপারে রত হয়েন; তাহা বন্ধের হেতু নহে, কারণ জগৎ অসত্য, ইন্দ্রজাল সমান; আর আত্মাপূর্ণ চৈতন্য নিশ্চয়ে আসক্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার ব্যবহার স্বপ্নবৎ, স্বপ্ন দেহের ব্যবহার বিষয়ে কি সুপ্ত পুরুষের সঙ্গ হয়? ব্যবহারিক জীব জাগ্রদবস্থায় ও প্রাতিভাসিক জীব স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত হয়; তাহারা স্ব স্ব কালে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক কল্পিত জগৎকে সত্য মানিয়া তত্তৎ ব্যাপারে রত হয়; অতএব জ্ঞানী চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তিনি জীব নহেন; সুতরাং তদ্ব্যাপারাদির সহিত সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। তাদাত্ম্যাধ্যাসে সে কল্পিত জীব, কর্ত্তা, ভোক্তা আমি, এই যে প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, তাহাকে ভ্রান্তি বলা যায়। যেমত পর্য্যঙ্কে সুপ্ত পুরুষের অধ্যাসবশে, স্বপ্ন-কল্পিত জীব-দেহে আমি প্রত্যয় নিশ্চয় হয় ও অহং কর্ত্তা ভোক্তা ভাবে সুখী দুঃখী ও ব্যাপারী প্রতীতি হয়, তাহা সত্য ও যথার্থ নয়; কারণ জাগরণে তাহা অলীক বোধ হয়,

আত্মার' জাগ্রৎ দেহাদিতেও সেইরূপ অবিকল জানিয়া নিশ্চয় করিবে।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ এই যে,জ্ঞানী আত্ম-স্বরূপ জানিয়াছেন ও মায়াকার্য্য বুঝিয়াছেন, এবং সদা প্রবোধে আছেন; আর অজ্ঞানী বিবেকহীন, মায়াকার্য্য কিছুই জানে না; মায়া-নিদ্রাতে মোহিত, এবং বোধ-রহিত। জ্ঞানী আসক্তিশূন্য, পবন সমান সকল বস্তুতে বিচরণ করেন, অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহেন; যেমন ঘৃত হস্তে লিপ্ত হয়, কিন্তু রসনায় হয় না, তদ্বৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্মে লিপ্ত নহেন। জ্ঞানী দেহসত্ত্বে বিদেহী, ভোগে রত অথচ অভোগী, কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা এবং নিষ্ক্রিয়; তিনি মুক্তদেহ হইয়াও সংসারীর ন্যায় বিচরণ করেন। ইহাই স্ব (আত্ম) সম্বন্ধে ও পর (ইন্দ্রিয়) সম্বন্ধে বিবেক।

এই জগদাড়ম্বর স্বপ্নের সহিত অভেদ। অর্থাৎ স্বপ্নকার্য্যের কর্ত্তৃত্বা।দ যেমন জাগ্রদবস্থায় সম্পূর্ণ মিথ্যা বোধ হয়, তদ্রূপ জাগ্রদ্‌ব্যবহারের কর্ত্তৃত্বাদিও, জ্ঞান হইলে মিথ্যা প্রতীত হয়। অতএব যাঁহার এরূপ জ্ঞান হয়, তিনি-ই এ মর্ম্ম জানিতে পারেন;

৯

তাহা অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। যে ব্যক্তি যে দেশ না দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার বিবরণ ও আচারাদি প্রসঙ্গে কিছুই বুঝিতে পারে না। যেমন লোকে বস্তুতত্ত্ব না জানায়,অগ্রস্ত সূর্য্যকে রাহুগ্রস্ত বলিয়া থাকে, তদ্বৎ অবিবেকী মানবগণ জ্ঞানীর শরীরাভাস দর্শন করিয়া তাঁহাকে শরীরী এবং কর্ত্তা ভোক্তা বোধ করে। যেমত বালকগণ ধাবিত মেঘে চন্দ্র দেখিয়া চন্দ্রকেও ধাবমান বলে, এবং জলের চলনাদি বশতঃ তদ্গত প্রতিবিম্বিত চন্দ্রেও চলনাদির কল্পনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা জ্ঞানীর নির্ম্মল আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম আরোপ করে; বস্তুতঃ সে সকল হইতে তিনি ভিন্ন ও বিলক্ষণ। অজ্ঞানীরা যাহা দেখে, তাহা তাহাদের বুদ্ধির কল্পনা, ইহাও জানে না, যে অজ্ঞানীদের বুদ্ধির কল্পনাতে জ্ঞানী কল্পিত হয়েন না। যেমত গুঞ্জা পুঞ্জ মালিকাতে দূরস্থ ব্যক্তি অগ্নি কল্পনা করিলে, তাহাতে কি ধারকের শরীর দগ্ধ হয়? সেরূপ অজ্ঞানীর কল্পনা বা উক্তিতে জ্ঞানীর কোন হানি নাই। আশ্চর্য্য এই যে, তত্ত্ববেত্তৃগণ অজ্ঞানী সকলকে মুক্ত দেখেন, আর অজ্ঞানিগণ তত্ত্ব

জ্ঞানীকেও আত্মবৎ বদ্ধ মনে করে, যাহার যেমত মতি, তাহার তেমনিই গতি।

জ্ঞানীর দেখিয়ে বাহ্য প্রত্যয় সকল।
কহেন তাহারে শ্রুতি প্রারব্ধের ফল॥
অনুভব সুখ আদি শরীরে যাবত্।
মানিতে অবশ্য হবে প্রারব্ধ তাবত্॥
পূর্ব্ব ক্রিয়া ফলোদয় নিষ্ক্রিয় না হয়।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত মত জ্ঞানী জন কয়॥
অহং ব্রহ্ম জ্ঞানে কল্প কোটি শতার্জ্জিত।
সঞ্চিত বিলয় যথা স্বপ্ন প্রবোধিত॥
স্বপ্নে যেবা কৃত পাপ পুণ্য অতিশয়।
জাগিলে তাহাতে স্বর্গ নরক কি হয়?॥
সম সঙ্গ উদাসীন যেমত গগন।
যোগী লিপ্ত "ভাবী কর্ম্মে" নহে কদাচন॥
ঘট যোগে সুরাগন্ধে নভো লিপ্ত নয়।
তদ্ধর্ম্মে উপাধি যোগে লিপ্ত নাহি হয়॥
জ্ঞানোদয়ে "পুরারব্ধ" নাশ নাহি পায়।
লক্ষ্যোদ্দেশে ত্যক্ত বাণ বিন্ধিবে তাহায়॥

ব্যাঘ্র জ্ঞানে ত্যক্ত শর পূরিত সন্ধান্।
পশ্চাৎ নিশ্চয় গাভী ব্যর্থ নহে বাণ ॥
প্রারব্ধ বিষম-বলী জানিবে না যায়।
দেহ ভোগ দানে রত ভোগে নাশ পায় ॥
প্রারব্ধ, সঞ্চিত, ভাবী, জ্ঞানানলে নাশ।
দগ্ধ বীজে তরু যথা না হয় প্রকাশ ॥
ব্রহ্ম-আত্ম-ঐক্য জ্ঞানে যে স্থিত চিন্ময়।
স্বয়ং ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহার তিন নয় ॥
উপাধি তাদাত্ম্য ভাব বিহীন কেবল।
ব্রহ্ম আত্ম ঐক্য রূপে স্থিতি অবিকল ॥
প্রারব্ধ সদ্ভাব কথা যুক্ত নহে তায়।
স্বপ্নার্থ সম্বন্ধ কোথা জাগ্রত্ দশায় ॥
শরীর প্রপঞ্চে বুদ্ধি রহিত সতত।
দেহ উপযোগী দ্রব্যে জান সেই মত ॥
"অহং ও" "মমতা" নাহি করে যোগিবর।
কিন্তু স্বয়ং জাগরণে রহে নিরন্তর ॥
মিথ্যার্থে সমর্থ ইচ্ছা না হয় তাঁহার।
সংগ্রহ নাহিক দেখি জগত্ বিস্তার ॥

জগতের মিথ্যা অর্থে অনুবর্ত্তি তায়।
নিদ্রা হতে মুক্ত নাহি জানিবে তাহায় ॥
পর ব্রহ্মে বর্ত্তমান আত্ম স্থিতি যাঁর।
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি দেখে আর ॥
স্বপ্ন বিলোকিত অর্থে স্মরণ যেমন।
প্রাশন শয়ন আদি জানিবে তেমন ॥
প্রারব্ধ নির্ম্মিত দেহ করিয়ে বিচার।
করহ কল্পনা মনে প্রারব্ধ তাহার ॥
দারু যেন লয়ে যায় নদী স্রোত জলে।
কখন উন্নত স্থানে কভু নিম্ন স্থলে ॥
সেমত দেহের গতি প্রারব্ধে নিশ্চিত।
যথা কালে উপভোগে করে নিয়োজিত ॥
অনাদি আত্মাতে যুক্ত নহে কদাচিত্।
আত্মা নিরঞ্জন নহে কর্ম্মেতে নির্ম্মিত ॥
•অজো নিত্য শাশ্বত কহেন শ্রুতি যায়।
তাদাত্ম্যেতে স্থিত তার প্রারব্ধ কোথায় ॥
দেহাত্ম বুদ্ধিতে সিদ্ধ প্রারব্ধ স্বভাব।
ত্যজহ প্রারব্ধ নহ দেহ আত্ম ভাব ॥

প্রারব্ধ কল্পনা দেহে ভ্রান্তি বিনা নয়।
শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া কিরূপেতে হয় ?
অধ্যস্ত কোথায় সত্য জন্ম কি তাহার।
অজাতের নাশ কোথা, প্রারব্ধ কাহার॥
রজ্জুতে ভুজঙ্গ সম শরীর অধ্যাস।
সকলি অসত্য, কোথা জন্ম স্থিতি নাশ॥
জ্ঞানেতে অজ্ঞান কার্য্য যদি হয় লয়।
অজ্ঞানীর এই শঙ্কা দেহ কেন রয় ?
সে শঙ্কা সমাধা হেতু জান অভিপ্রায়।
বাহ্য দৃষ্টে প্রারব্ধ কহেন শ্রুতি তায়॥
দেহাদি সত্যত্ব বোধ, জন্য নহে উক্তি।
বেদ বাক্য তাৎপর্য্য বিশেষ জান যুক্তি॥
রবিকর জলে যথা অবিকল শোভা।
সেরূপ অলীক দৃশ্য দেহ মনোলোভা॥
অগ্রস্ত যেমত ভানু তম-আচ্ছাদিত।
গ্রস্ত কহে মোহ বশে অজ্ঞান-মোহিত॥
সেমত ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত দেহাদি বন্ধনে।
দেহী দেখে মূঢ় দেহ আভাস দর্শনে॥

ইতি ত্রিবিধ কর্ম্ম ক্ষয় বিবরণ নাম অষ্টম-লহরী।

নবম লহরী।

-:*:-

অথ মুক্তি-বিবরণ।

ব্রহ্মাত্মৈক্যাবস্থিতি, মুক্তি; তাহা দ্বিবিধা; বিদেহ-কৈবল্য ও জীবন্মুক্তি। কেহ কহেন, বর্ত্তমান শরীরপাতে বিদেহ-মুক্তি। কেহ বলেন, ভাবী শরীর অনারম্ভ বিদেহ-মুক্তি। বর্ত্তমান শরীর-পাতে ভাবী শরীরের আরম্ভের সম্ভব থাকিলে, বিদেহমুক্তি কিরূপে হইতে পারে? তাহা ত সকল দেহধারী জীবেরই হইয়া থাকে; শরীরপাতে উক্তবিধ মুক্তি সম্ভাবিত নহে। অতএব ভাবী শরীরের অনারম্ভই বিদেহমুক্তি ইহা বিচারসিদ্ধ। তাহা জ্ঞানপ্রাপ্তি সমকালেই সম্পন্ন হয়। জ্ঞানলাভমাত্র সূর্য্যপ্রকাশে

অন্ধকার নাশতুল্য সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ, ও প্রারব্ধ—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম নষ্ট হয়। অথবা প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইলে, এবং সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে, ভাবী দেহারম্ভের আর কোন সম্ভব থাকে না; সুতরাং আধার তৈল ও বর্ত্তিকার অভাবে প্রদীপ কি প্রকারে প্রজ্বলিত হইতে পারে? অতএব ভাবী শরীরের অনারম্ভই বিদেহ মুক্তি, ইহা যুক্তি ও বিচার সিদ্ধ হইল। তাহা জ্ঞান-প্রাপ্তি মাত্র, তৎসমকালেই হয়, ইহা বশিষ্ঠ মহাশয় স্পষ্ট কহিয়াছেন। যথা,—

বারাণস্যাং তনুত্যাগঃ শ্বপঁচস্য গৃহেঽথবা।
জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।

অন্যত্রাপি।

তীর্থে শ্বপচগৃহে চ নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্ দেহং,
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হত শোকঃ॥

যেমত সিন্ধুনিমগ্ন, জলপূর্ণ আমকুম্ভ ভগ্ন ও লীন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীর দেহনাশে বিদেহ কৈবল্য হয়; ইহাতে সংশয় নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ইহার প্রমাণ। ইতি বিদেহ-মুক্তি।

জীবন্মুক্তি। জ্ঞানপ্রাপ্তি সমকালে বিদেহ মুক্তি সম্পন্ন হইলে, জীবন্মুক্তির অভাব ও অপেক্ষা রহিল না; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে যাহা বিশেষ, তাহা লিখিতেছি। শ্রবণাদিদ্বারা উৎপন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে, বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর কর্তৃত্বাদি অখিল বন্ধ প্রতিভাস নিবৃত্তি, জীবন্মুক্তি। তাহা যত্নসাধ্য, অভ্যাসে সিদ্ধ হয়; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সে জীবন্মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস,-মনোনাশ এবং বাসনা ক্ষয়ে সিদ্ধ হয়।

তত্ত্ব জ্ঞানাভ্যাস। উৎপন্ন তত্ত্ব জ্ঞানের কোন উপায়ে পুনঃপুনঃ অনুসন্ধানের নাম অভ্যাস।

মনোনাশ বাসনা ক্ষয়। উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানে অসম্ভবাদি দোষ জন্য সুখকর হয় না। সুতরাং মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় প্রয়োজন।

জ্ঞানী মহাত্মগণ মলিনা ও শুদ্ধা বিভেদে বাসনা দ্বিবিধা কহেন।

মলিনা বাসনা। ইহা অজ্ঞান ও অহঙ্কারযুক্তা। পুনর্জ্জন্মের হেতু বলিয়া তাহা ত্যাজ্যা।

শুদ্ধা বাসনা। ইহারই নাম আত্মবাসনা, ইহা অভ্যসনীয়া। ইহার অভ্যাসে জন্মমৃত্যু দুঃখ নাশ হয়।

পূর্ব্বোক্ত মলিনা বাসনা, লোকবাসনা, দেহ

বাসনা ও শাস্ত্র বাসনা ভেদে অনেকবিধা হয়। দম্ভ-দর্পাভিমান ক্রোধাদি অজ্ঞান সহিত যোষিৎ-পুত্রাদি বিষয়াভিলাষ মলিনা বাসনা।

বিবেকদ্বারা দোষ দর্শন এবং তৎসঙ্গসন্নিধিত্যাগ আর প্রতিকূল বাসনা উৎপাদন করিয়া অন্তঃকরণ-গতা উক্ত মলিনা বাসনার উৎসাদন,—ইহাই বাসনা-ক্ষয় অভ্যাস।

সৎসঙ্গ ব্যবহার দ্বারা সংসার ভাব পরিবর্জ্জন, আর শরীরের নাশ দৃষ্টি দ্বারা এবং সংসারে জন্ম মরণ জরাদি দুঃখ স্মরণে, বাসনার স্ফূর্ত্তি হয় না। সঙ্গদোষ ও কর্ম্ম, বাসনা উদয়ের প্রধান কারণ; অতএব অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ, আর যথেচ্ছাচার ও বিহারাদি বিষয়ে সাবধানতা প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ যোষিদ্‌গণের ও স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গত্যাগ, এবং নির্জ্জনে আত্মচিন্তা বিধান হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রতিকূল বাসনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিবরণ যথা—মৈত্রী আদি বাসনাকে প্রতিকূল বাসনা শাস্ত্রে কহিয়াছেন; অর্থাৎ উপরি উক্ত মলিনা বাসনার প্রতিকূল বাসনা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চতুর্বিধা নিরূপিতা আছে॥

মৈত্রী। সুখী প্রাণিসকলে মদীয় ভাব, অর্থাৎ তাহাদের সুখ, স্বীয়সুখ মানিয়া সুখী হওয়া।

করুণা। দুঃখী প্রাণীতে আত্মসম দুঃখ জ্ঞান।

মুদিতা। পুণ্যকারী পুরুষে মুদিতা। অর্থাৎ উৎসাহানন্দ।

উপেক্ষা। পাপ কর্ম্ম বিষয়ে উপেক্ষা অর্থাৎ হেয় জ্ঞান।

এই প্রতিকূল বাসনার অভ্যাস দ্বারা রাগ, দ্বেষ, অসূয়া, মদমাৎসর্য্যাদির নিবৃত্তিতে চিত্ত প্রসাদন অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন হয়, এই বাসনা সঙ্কল্প পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া পরে অজিহ্বাদি ধর্ম্ম অভ্যাস করিবে। অজিহ্বাদি ধর্ম্ম যথা—

১

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং ব্যক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

২

অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাঞ্চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥

৩

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্নপরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ ॥

৪

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগ ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে ॥

৫

হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহঞ্চ যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতি যো বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

৬

সান্নিধ্যে বিষয়াণাঞ্চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষু র্মুগ্ধ উচ্যতে ॥

অর্থ। ১ অজিহ্ব, ২ ষণ্ডক, ৩ পঙ্গু, ৪ অন্ধ, ৫ বধির ৬ মুগ্ধ। এই ছয়টি অজিহ্বাদি ধর্ম্ম নামে খ্যাত, তদ্বিবরণ যথা। ভোজনে ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ স্বাদু বিস্বাদু রস, বিরসাদি বোধাভাব, আর হিত, সত্য, ও পরিমিত মাত্র বাক্য কথন, ইহা অজিহ্ব শব্দে উক্ত হয় ॥১

অদ্য জাতা বা ষোড়শবার্ষিকী, কিংবা শতবর্ষা

স্ত্রীশরীর দেখিয়া যাঁর সমভাব এবং নির্ব্বিকার, সেই ষণ্ডক শব্দে কথিত ॥২

ভিক্ষার্থে ও মল মূত্রাদি বিসর্জ্জন জন্য যাঁহার গতি যোজনোর্দ্ধে না হয়, সেই পঙ্গু ॥৩

স্থিতি বা গমনে যাঁহার চক্ষুর দূর গতি চতুর্যুগ ভূমির অতিরিক্ত না হয়, সে অন্ধ নামে অভিহিত হয় ॥৪

যিনি, হিতাহিত ও মনোরম বা শোকযুক্ত বাক্য শুনিয়াও শুনেনা তাহাকে বধির বলা যায় ॥৫

বিষয় সকলের সান্নিধ্যে ও ইন্দ্রিয় সামর্থে যিনি সুপ্ত তুল্যস্থিত সে মুগ্ধ ॥৬

এই প্রকার অজিহ্বাদি অভ্যাস করিয়া অনন্তর চিন্মাত্র বাসনা অভ্যাস করিবে। যথা, এই নাম-রূপাত্মক জগৎ, চৈতন্যে কল্পিত জন্য ও স্বসত্তা শূন্য হেতু চৈতন্য সত্তা স্ফুরণে স্ফূর্ত্তি হয়; তন্নামরূপে মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে উপেক্ষা করতঃ, চিন্মাত্রোহং এই ভাবনা করিবে। সে চিন্মাত্র বাসনা দ্বিবিধা ।১। কর্ত্তৃ করণ কর্ম্মানুসন্ধান-পূর্ব্বিকা ।২। আর কেবলা। সকল জগৎ চিন্ময়, আমি ভাবনা করিতেছি, ইহা প্রথমা চিন্মাত্র বাসনা (১) আর কর্ত্তৃ করণ কর্ম্মানু-

সন্ধান রহিত চিন্মাত্রোঽহং এই ভাবনা, কেবলা (২) এই চিন্মাত্র বাসনা দৃঢ়াভ্যাসে পূর্ব্বোক্ত মলিনা বাসনা সকল ক্ষয় হয়। এই বাসনাক্ষয়াভ্যাস ॥

অথ মনোনাশাভ্যাস।

সুবর্ণাদি সমান সাবয়ব, কামাদি বৃত্তিরূপে পরিনত অন্তঃকরণ বৃত্তি—মননাত্মক জন্য, মনঃ নামে উক্ত হয়; সে মন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণময়; রজস্তমো-বিশিষ্ট-অন্তঃকরণ বৃত্তি—অতিশয় স্থূল জন্য আত্মা দর্শন যোগ্য নহে, তন্নিমিত্ত বৃত্তি নিরোধ দ্বারা তাহাকে সূক্ষ্মকরণ, এই মনোনাশ উক্ত হয় ॥ তাহার সাধন, যথা,—অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ ও বাসনাত্যাগ, এবং প্রাণ নিরোধন, অর্থাৎ প্রাণায়াম, গুরূপদেশানুসারে অশনাসন যোগে এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবে, কারণ যোগদ্বারা বৃত্তি নিরোধ হইলে মনোনাশ হয়। এতদ্ভিন্ন জীবন্মুক্তি বিষয়ে পঞ্চ প্রয়োজন আছে। যথা—জ্ঞানরক্ষা, তপঃ, বিসংবাদাভাব, দুঃখ নিবৃত্তি, ও সুখাবির্ভাব।

শ্রবণাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উৎপন্ন পুরুষের, পুনঃ সংশয় ও বিপর্য্যয়ের অনুদয়, ইহাই জ্ঞান রক্ষা নামক প্রথম প্রয়োজন। ১।

আর জীবন্মুক্তের সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির অনুদয়ে, নিরঙ্কুশ চিত্তৈকাগ্রতা তপঃ নামে উক্ত হয়, তাহা লোক সংগ্রহের জন্য হয়; সংগ্রহ শব্দে অনুগ্রহ জানিবে। সংগ্রাহ্য লোক তিন প্রকার। যথা—শিষ্য, ভক্ত, তটস্থ। সন্মার্গবর্ত্তী শিষ্য, গুরূপদিষ্ট মার্গে শ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া মুক্ত হয়। আর ভক্তজন, জ্ঞানীর পূজা এবং অন্ন: পানাদিদ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। তটস্থ দ্বিবিধ, সন্মার্গবর্ত্তী ১ আর অসন্মার্গবর্ত্তী ২। সন্মার্গবর্ত্তী, জীবন্মুক্তের সদাচার পরবৃত্তি দেখিয়া স্বয়ং তত্তদাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আর অসন্মার্গ-বর্ত্তী, জীবন্মুক্তের দৃষ্টিপাতেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এতদ্বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ আছে। পাপ নাশে যথা—

যস্যানুভবপর্য্যন্তং বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥

এই তপোনামক দ্বিতীয় প্রয়োজন। ২।

জীবন্মুক্তের সমাধি হইতে উত্থান-দশায় সৎ-কৃত স্তুতিতে ও অসৎ-কৃত পীড়নে, যাহাতে কোন প্রকার বিসংবাদ না জন্মে। এই বিসংবাদাভাব নামক তৃতীয় প্রয়োজন।৩।

জীবন্মুক্তের ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত অসত্য নিশ্চয়ে ঐহিক বা পারলৌকিক দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন। এই দুঃখ-নিবৃত্তি নামক চতুর্থ প্রয়োজন।৪।

ব্রহ্মানন্দ পরিপূর্ণে সদা পরিতৃপ্ত, এই সুখাবির্ভাব নামক পঞ্চম প্রয়োজন।৫।

এরূপ জীবন্মুক্ত মহাত্মার লোকে বিচরণ; লোকোপকার জন্য গণ্য হয়। সে উপকার তিন প্রকার। যথা—দর্শন, ভজন, সম্ভাষণ; দর্শনে সর্ব্ব পাপ নাশ হয়। ভজনে সম্পদাদি ঋদ্ধির বৃদ্ধিও সম্ভাষণে মুক্তিফল প্রাপ্তি হয়॥ ইতি জীবন্মুক্তি॥

—:•:—

বিদেহ-কৈবল্য-মুক্তি।

জীবদ্দশা মুক্ত সদা ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয়।
উপাধি বিনাশে ব্রহ্ম কেবল চিন্ময়॥

শরীর ইন্দ্রিয় আদি যে দৃশ্য সকল।
জ্ঞানানলে দগ্ধ আত্মভাব অবিকল॥
তপ্ত লৌহে জল বিন্দু যেমত বিলয়।
সেই মত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাতে মিলয়॥
ঘটোপাধি নাশ মাত্র, সিদ্ধ মহাকাশ।
সেমত উপাধি ধ্বংসে, আত্মা স্বপ্রকাশ॥
অধ্যস্ত কল্পিত দেহ বাস্তবিক নয়।
অধ্যাস নিরাস মাত্র কল্পিতের লয়॥
দেহ নষ্টে বিদেহ কৈবল্য এই কয়।
সিন্ধু মগ্ন পূর্ণ আমকুম্ভ ভগ্ন হয়॥
দেহ সত্ত্বে, নাশে, মুক্তি সদা অবিশেষ।
আপনা বিদিত বলা নাহি যায় লেশ।

-:*:-

জীবন্মুক্তি।

ব্রহ্মাকারে স্থিতি নিত্য বাহ্য বুদ্ধি হীন।
নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেতে আত্মা লীন॥
অন্য আবেদিত ভোগ্য ভোগ করে যত।
নিদ্রালু সমান সদা বালকের মত॥

জগত ত্রিলোক সর্ব্ব স্বপ্ন সম ভান।
ধন্য গণ্য বিশ্ব মান্য সতত সমান॥
এই যতি স্থিতপ্রজ্ঞ সদানন্দময়।
পুণ্য দেশ ধন্য ভূমি যথা স্থিত রয়॥
যার প্রজ্ঞা স্থিতা হয় সদানন্দ যেই।
প্রপঞ্চ বিস্মৃত প্রায় জীবন্মুক্ত সেই॥
আমিও আমার ভাব, ছায়া সম দেহে।
জীবন্মুক্ত লক্ষণ ইহাকে যোগী কহে।
নিরন্তর মহাবাক্য মুখে উচ্চারণ॥
লক্ষ্যে দৃষ্টি মনন অন্তরে বিচারণ॥
দেহেন্দ্রিয়ে কিবা অন্যে অহং ভাব যেই।
যার নাহি হয় কভু, জীবন্মুক্ত সেই॥
দেহ ভান অভিমান ত্যক্ত সমুদয়।
কেবল চৈতন্য-পূর্ণ আনন্দ উদয়॥

—:•:—

তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস।

স্বাত্মা অবস্থিত হয়ে মন কর নাশ।
বাসনা বিলয় কর স্বাধ্যাস নিরাস॥

নহি জীব ব্রহ্ম আমি সদ্বৃত্তি বিলাস।
সদ্বাসনা বশে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
দুশ্চিন্তায় চিত্তে নাহি দিবে অবকাশ।
এক নিষ্ঠ হয়ে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
মহা বাক্যে ব্রহ্ম আত্মা একত্ব নিবাস।
চৈতন্য স্বরূপে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
দেহে অহং ভাব নহে যাবত বিনাশ।
সাবধান হয়ে কর স্বাধ্যাস নিরাস।
যাবত প্রতীতি বিশ্ব স্বপ্নোপম ভাস।
তাবত্ সর্ব্বদা কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
প্রারব্ধে পোষণ দেহ জানিয়ে নির্য্যাস।
ধৈর্য্য অবলম্বে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
আত্মা ব্রহ্ম ঐক্য, ঘটাকাশ মহাকাশ!
অহং ব্রহ্ম জ্ঞানে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥

—:*:—

মননাশ।

আত্ম অবস্থিত যোগী মন করে নাশ।
ত্রিগুণে মলিন মন চাঞ্চল্য বিলাস॥

তমোনষ্ট রজঃ সত্ত্বে,সত্ত্বে রজঃ ক্ষয়।
শুদ্ধিতে বিনষ্ট সত্ত্ব, মন তত্ত্ব ময়॥
আত্ম লাভ করিতে প্রথমে মনোজয়।
তবেত অজ্ঞান নাশ আত্ম লাভ হয়॥

—:•:—

বাসনাক্ষয়।

নানা দেহ নানা যোনি বিবিধ যাতনা।
সকলের মূলীভূত কারণ বাসনা॥
নারী কি পুরুষ রূপ জীব কভু নয়।
কামিনী পুরুষ দেহ বাসনাতে হয়॥
বাসনা উদয় মনে হয় বার বার।
নবীনা কি পুরাতনী জানা অতিভার॥
অনাদি বাসনা সর্ব্ব দেহেতে প্রকাশ।
কুকর্ম্মে স্থকর্ম্মে হয় সে মতে প্রয়াস॥
ত্রিবিধ বাসনা শাস্ত্র, লোক, দেহ ময়।
ভব কারাবাসে পদ শৃঙ্খল নিশ্চয়॥
আদিভূতা জান আত্ম বাসনা সে ধন।
অনিত্য বাসনা জালে হয়েছে গোপন॥

অগুরু কর্দ্দম লিপ্ত ধৌতে সুগন্ধিত।
অনিত্য বাসনা নাশে সেমত উদিত ॥
সে বাসনা আত্ম লাভ পরে নাহি রয়।
বোধানল প্রবলে সকল ভস্ম হয় ॥
অনিত্য বাসনা নাশে করিবে যতন।
যাহে প্রকাশিত আত্ম বাসনা রতন ॥
সফল সে দেহ জন্ম জীবন সফল।
যাহাতে প্রকাশ আত্ম বাসনা প্রবল ॥
বাসনা বিনাশ তত্ত্ব জান এই হয়।
যত্ন কর রত্ন হেতু পূরিবে আশয় ॥
কার্য্য বৃদ্ধি হেতু বীজ সঙ্কল্প সুবোধ।
কার্য্য নাশে বীজ নাশ কর কার্য্য রোধ ॥
বাসনা বৃদ্ধিতে কার্য্য, কার্য্যেতে বাসনা।
নাযায় সংসার ক্রমে বৃদ্ধি হয় নানা ॥
সংসার বন্ধন মুক্তি ইচ্ছা যার হয়।
সুযত্নে করিবে দগ্ধ সুবোধ উভয় ॥
বাহ্য ক্রিয়া, চিন্তাতে, বাসনা বৃদ্ধি পায়।
বর্দ্ধিত যুগল যোগে সংসার ঘটায় ॥

সর্ব্বত্র সকলে মাত্র ব্রহ্ম বিলোকয়।
সদ্বাসনা দৃঢ় বশে তিন হয় লয় ॥
ক্রিয়া নাশে চিন্তা নাশ বাসনা বিলয়।
সর্ব্ব যুক্তি জীবন্মুক্তি বাসনা প্রক্ষয় ॥
সদ্বাসনা স্ফূর্ত্তি হৃদে হইলে প্রকাশ।
অহমাদি মলিনা বাসনা হয় নাশ ॥
তমঃপুঞ্জ লয় যেন অরুণ প্রভায়।
সত্যোদয়ে অসত্য সকল নাশ পায় ॥

ইতি মুক্তি বিবরণ নাম নবম লহরী।

দশম লহরী।

অথ সমাধি প্রকরণ।

চিত্তের চঞ্চলস্বভাব বশতঃ ও বৈকল্যপ্রযুক্ত সূক্ষ্ম বস্তুতে বুদ্ধির প্রবেশ হয় না এবং প্রত্যয়ান্তর থাকে ; এ কারণ প্রশান্তমানস, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, প্রত্যয়ান্তর শূন্য হইয়া স্বরূপাবস্থিতি-বৃত্তি নিশ্চল করিবে। সে সমাধি দুই প্রকার—"আদৌ সবিকল্প" তাহাকে সংপ্রজ্ঞাতও কহে। দ্বিতীয় "নির্ব্বিকল্প" ইহা অসংপ্রজ্ঞাত বলিয়া উক্ত হয়। যাহাতে নিঃসংশয়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে তাদাত্ম্যভাবে একাকার চিত্তবৃত্তি নিশ্চল হয়, অর্থাৎ একরস বস্তুমাত্রে তদাকারে চিত্তের অবস্থিতি হয়, সে

প্রথম, সবিকল্প সমাধি। ইহাতে ত্রিপুটী আছে। তাহাও দুই প্রকার; প্রথম দৃশ্য মিশ্র হইলে দৃশ্যানুবিদ্ধ ও দ্বিতীয়, শব্দ মিশ্র হইলে শব্দানুবিদ্ধ। যথা—চিত্ত সাদৃশ্য কামাদি বৃত্তির সাক্ষিরূপে চৈতন্যকে দেখা; ইহা দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। উক্ত মত সমাধি দৃঢ়াভ্যাসে চৈতন্যকে চিনিবে। পরে স্বপ্রকাশ অসঙ্গ দ্বৈতবর্জ্জিত চৈতন্য অহমস্মি শব্দের সহিত চিন্তা অর্থাৎ এই চৈতন্য আমি, ধ্যান করিবে, ইহা শব্দানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া উক্ত হয়।

পরে অনুভব রসাবেশে দৃশ্য ও শব্দ দুই উপেক্ষিত ও ত্যক্ত হইলে, নির্ব্বিকল্প সমাধি আপনিই সম্পন্ন হয়। একরস বস্তুমাত্রে তদাকারাকারিত চিত্তের লয় ভাব, নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। তাহাতে নির্ব্বাত স্থলস্থিত দীপবৎ বুদ্ধি স্থিরা হয়, ইহাতে শরীর পড়ে না এবং নিদ্রাও নহে। তৎক্রম যথা—নির্জ্জন দেশে, নিঃশঙ্ক স্থানে, শান্ত, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরূপদেশমার্গে সমাধি করিবে। আদৌ দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি নিরন্তর অভ্যাসে স্বরূপ স্থির হইলে, দৃশ্য পরিত্যাগে

অসঙ্গ স্বপ্রকাশ অদ্বয় চৈতন্যমাত্রে অহমস্মি, নিশ্চয় রূপ শব্দানুবিদ্ধ সমাধি অভ্যাস করিবে। পরে, স্বানুভূতি রসাবেশে একাকার বৃত্তিতে, বুদ্ধি নিশ্চল হইলে অহমস্মি শব্দ পরিত্যক্ত হয়, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি আপনিই উদয় হয়; কোন প্রকারে একবার ক্ষণমাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে সাধক কৃতকৃত্য হয়, তাহার আর কিছুরই অপেক্ষা থাকেনা। এই তিন প্রকার সমাধি হৃদয়ে নিরন্তর করিবে। ইতি আন্তর সমাধি।

আর বাহ্য সমাধি। ইহাও তিন প্রকার। যথা— যে কোন বস্তুতে হউক; সদ্বস্তু হইতে নাম রূপ, ভিন্ন করাকে আদ্য দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি হয়। পরে সচ্চিদানন্দ বস্তু অবিচ্ছিন্ন চিন্তা করা, ইহা শব্দানুবিদ্ধ সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। পরে স্বরূপরসাস্বাদে স্তব্ধীভাবরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। উক্ত অন্তর্বাহ্যভেদে ষড়্‌বিধ সমাধিতে কাল যাপন করিবে। এই সমাধি বিষয়ে তত্ত্ববেত্তৃগণ নানাপ্রকার বিঘ্ন নিরূপণ করিয়াছেন 'যথা—অনুসন্ধান-রাহিত্য, আলস্য, ভোগলালসা লয় (নিদ্রা), স্তব্ধ (রাগাদিতে অন্ধীভূতা) বিক্ষেপ (পুনঃ পুনঃ বিষয়ে চিত্তের গতি) রসাস্বাদন (সমাধি আরম্ভ সময়ে সবিকল্প বা স্বগুণ

রসাস্বাদন) কষায়, (কিঞ্চিতুপায় দর্শন, তল্লাভে লাভ বোধ) শূন্যতা, (বিষয় বা ব্রহ্ম স্বরূপের, অনুপলব্ধিতে শূন্যাকার চিত্তবৃত্তি)। গুরূপদিষ্ট মতে শাস্ত্রানুসারে উক্ত বিঘ্ন সকল নাশের, বিশেষ উপায় অভ্যাস পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরমানন্দ লাভ করিবে।

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥

সদ্ভাব লভয় সতে একনিষ্ঠ নর।
যেমত ভ্রমর ধ্যানে কীট সে ভ্রমর॥
চিন্তাধ্যানে কীট যথা হয় অলিরূপ।
তথা যোগী পরমাত্মা ধ্যানেতে স্বরূপ॥
পরমাত্মা-তত্ত্ব হয় সূক্ষ্ম অতিশয়।
জান কোনরূপে স্থূলদৃষ্টিগম্য নয়॥
শুদ্ধ বুদ্ধি সমাধিতে স্থির সমাধান।
অতি সূক্ষ্ম বৃত্তিতে জানিবে মতিমান॥
নিরন্তর অভ্যাস বশেতে অতিশয়।
পক্ক মন ব্রহ্মেতে বিলীন যবে হয়,

সবিকল্প সমাধি বর্জ্জিত তবে সব।
অদ্বয় আনন্দরূপ স্বতঃ অনুভব ॥
সংপ্রজ্ঞাত সবিকল্প সমাধি সে হয়।
দৃশ্য, শব্দ, অনুবিদ্ধ দ্বিবিধ নির্ণয় ॥
সেই দৃশ্য অনুবিদ্ধ, দৃশ্যমিশ্র যেই।
জান শব্দ অনুবিদ্ধ, শব্দমিশ্র সেই ॥
অসংপ্রজ্ঞা সমাধির জান বিবরণ।
নির্ব্বিকল্প তাহারে কহেন যোগী জন ॥
অখণ্ডৈকরস মাত্রে বৃত্তির বিলয়।
যত্নে বস্তু মাত্রে চিত্ত অবস্থান হয় ॥
নির্ব্বিকল্পে শান্ত, করি সকল বিলয়।
ভজ রে পরম শান্তি সদানন্দময় ॥

ইতি সমাধি বিবরণ নাম দশম লহরী।

একাদশ লহরী।

অথ শরীর-পতন।

এই মাংসপিণ্ড স্থূলশরীর বিসর্জ্জনে দেশকালাদির প্রতীক্ষা নাই; যেহেতু মাংসপিণ্ড ত্যাগে, কেহই দেশকালাদি প্রতীক্ষা করে না। কুল্যায় (খালে) বা নদীতে তীর্থে বা চণ্ডাল গৃহে, শিবক্ষেত্রে বা প্রাঙ্গণে বা অন্য যেখানে সেখানে পতিত হউক, আমার তাহাতে কোন হানি বা লাভ নাই। যেমন বৃক্ষ হইতে গলিত পত্র, সুস্থানে বা কুস্থানে পতিত হইলে, তাহাতে বৃক্ষের কোনরূপ শুভাশুভ হয় না। আমি বৃক্ষবৎ অচল সদা স্থির আছি, দেহেন্দ্রিয়াদি, পত্র পুষ্প তুল্য আমাতে প্রকাশ

পাইতেছে; তাহারা শীর্ণ হইয়া যত্র তত্র পতিত হউক, তাহাতে আমার কি? আর আমি ব্যতিরেকে কোন স্থানই নাই; আমি দেশ কাল বস্তুর অধিষ্ঠান—সকল ব্যাপিয়া আছি।

রজ্জুতে ভুজঙ্গতুল্য আমাতে সকল কল্পিত। আমি অসঙ্গ হইয়াও সকলের অধিষ্ঠান (আধার) হইয়াছি; যদি কেহ ভুজঙ্গরূপে কল্পিত রজ্জুতে লগুড়াঘাত করে, সেই আঘাত রজ্জুতেই পতিত হয়। সেইরূপ যে স্থানে দেহ পতিত হউক, সে আমাতেই। এ দেহাদির আমাতেই উদয়, আমাতেই স্থিতি, আমাতেই লয়। যেমত রজ্জুতে সর্প ও স্থাণুতে পুরুষ। এই জগৎ ব্যবহার-ব্যাপার সহিত আমাতে অনুভূত হইতেছে। যেমত স্বপ্নকল্পিত দেহের আমাতেই লয় হয়, তথা জাগ্রৎ দেহও আমাতেই লীন হয়; অজ্ঞানী অন্ধ দেখিতে না পাইয়া, বুদ্ধিতে নানা কল্পনা করে। স্থাণুতে যে পুরুষ, তাহা স্থাণুমাত্র জানিলে আভাস তাহাতে বিলীন হয়। অতএব মৃত্যু ও দেহের পতন কোথা? আমি সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, পরিপূর্ণ; আমাতে দ্বৈতমাত্রের অবকাশ নাই; বাপ্য-

ব্যাপকতা ও ভাস্য-ভাসকতা, মিথ্যা। সর্ব্বমাত্মা ইতি শ্রুতি প্রমাণে নান্যদস্তি ইতি নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সত্যং জ্ঞানমনন্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

—০:*:০—

জীবদ্দশা মুক্ত সদা ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয়।
উপাধি বিনাশে ব্রহ্ম কেবল চিন্ময়॥
সদা পূর্ণানন্দ আত্মা দ্বিতীয় রহিত।
দেশ কাল প্রতীক্ষা তাহাতে অনুচিত॥
মল মাংসপিণ্ড আদি করিতে বর্জ্জন।
দেশ কাল আদি কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শিব ক্ষেত্রে সরিতে বা যথায় তথায়।
তরুর কি শুভাশুভ পত্র পড়ে তায়।
পত্র পুষ্প ফল সম দেহেন্দ্রিয় নাশ।
বৃক্ষ রূপ আত্মা নহে তাহার বিনাশ॥
লক্ষণ সচ্চিদানন্দ নাশ নাহি তার।
উপাধির নাশ মাত্র করহ বিচার॥
অবিনাশী আত্মা শ্রুতি ভাসে নিরন্তর।
দেহাদি বিনাশী আত্মা ব্রহ্ম স্বতন্তর॥

তৃণ বৃক্ষ ধান্য আদি যা থাকে যথায়।
দগ্ধ হয়ে মাটি হয় যথায় তথায়॥
শরীর ইন্দ্রিয় আদি যে দৃশ্য সকল।
জ্ঞানানলে দগ্ধ, আত্মভাব অবিকল॥
তপ্তলৌহে জলবিন্দু যেমত বিলয়।
সেই মত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাতে মিলয়॥
অধ্যস্ত কল্পিত দেহ, বাস্তবিক নয়।
অধ্যাস নিরাশ মাত্র কল্পিতের লয়॥

ইতি শরীর পতন নাম একাদশ লহরী॥

উপসংহার।

পরমার্থ তত্ত্ব।

পরমার্থ তত্ত্ব আপনাতে সুবিদিত।
বাক্যে নাহি বলা যায় তত্ত্ব বাচ্যাতীত ॥
একবলি দ্বিতীয় অপেক্ষা করে তায়।
অদ্বৈতে দ্বিতীয় ভাব আপনি ঘটায়।
চৈতন্য কহিলে তবে থাকে জড় ভাব।
জ্ঞানেতে অজ্ঞান থাকে ভাবেতে অভাব ॥
অনাত্মা অপেক্ষা করে যদি আত্মা কহে।
ঈশ্বর কহিলে তবে জীব ভাব রহে ॥
ব্রহ্ম কহ যদি তবে সৃষ্টি হবে আন।
নির্গুণ কহিলে তাহে থাকে গুণভান।

মুক্ত বল যদি তবে বদ্ধ হবে আর।
পরস্পর দ্বন্দ্ববাক্যে দ্বন্দ্ব অনিবার॥
এ সকল ভাবাভাব সম্ভব রহিত।
সঙ্কল্প বিকল্প বন্ধ মুক্তির সহিত॥
স্ববেদিত তত্ত্ব সার বলে কেবা তায়।
এক নহে বল তাহে দ্বিতীয় কোথায়॥
কোথা বা ঈশ্বর জীব কোথা ব্রহ্ম মায়া।
কোথা আত্মা অনাত্মা বা কোথা বিম্বছায়া॥
কোথা বা চৈতন্য জড়, বন্ধন মোচন।
কোথায় অবস্থা দেহ, মৌন বা বচন॥
কোথা গুরু কোথা শিষ্য কোথা উপদেশ।
কোথা বেদ কোথা শাস্ত্র সামান্য বিশেষ॥
দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত কোথা শ্রবণ মনন।
কোথা বা পরোক্ষ, কোথা সাক্ষাৎ করণ॥
বিবেক বৈরাগ্য কোথা, কোথা জ্ঞানাজ্ঞান।
কোথায় বিচার, কোথা বস্তু ভাসমান॥
কোথা সত্য অসত্যে বা কল্পনা অধ্যাস।
কোথা ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস॥

কোথা বা বিষয়, ভূত, কোথা বুদ্ধি, মন।
কোথা বা ইন্দ্রিয়, কোথা তত্ত্বের মিলন॥
প্রারব্ধ সঞ্চিত কোথা, কোথা ক্রিয়মাণ।
কোথা ক্রিয়া কোথা ফল, শঙ্কা সমাধান॥
স্বর্গ বা নরক কোথা, কোথা বা ভুবন।
কোথা ভোগ ভোক্তা, কোথা ভোগ্য আয়োজন।
কোথা বা দেবতা পিতৃ, কোথা যক্ষ নর।
কোথা বা তারকা চন্দ্র, কোথা দিবাকর॥
কোথা সৃষ্টি কোথা লোক, জগৎ সংসার।
কোথা দিবা কোথা রাত্রি, কাল-তিথি-বার॥
কোথা পিতা কোথা মাতা, জনম মরণ।
কোথা স্থিতি চরাচর, গমনাগমন॥
কোথা দ্রষ্টা কোথা দৃশ্য, কোথা দরশন।
কোথা বা ত্রিপুটী, কোথা ভাব আচরণ॥
কোথা জাতি কোথা বর্ণ, কোথা গোত্রকুল।
কোথা পুষ্প ফলপত্র, কোথা তরু-মূল॥
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, কোথা ধর্ম্মাধর্ম্ম।
কোথা বা মুমুক্ষু জ্ঞানী, কোথা যোগকর্ম্ম॥

বিষয় সম্বন্ধ কোথা, কোথা প্রয়োজন
কোথা অধিকারী মুক্তি, কোথা বা সাধন ॥
কোথা চিন্তা সমাধি বা কোথা ভাবাভাব।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কোথা, বাসনা-স্বভাব ॥
পুরুষ প্রকৃতি কোথা, গুণ মহত্তত্ত্ব।
কোথা জ্যোতি কোথা তমঃ, কোথা বা শূন্যত্ব ॥
কোথা আমি কোথা তুমি, এই, ঐ, সেই।
কোথা তত্ত্বমসি, কোথা সেই আমি এই ॥
নিজ তত্ত্ব নিজ বেদ্য, বলা নাহি যায়।
আস্বাদ জানয়ে যেন, বোবা চিনি খায় ॥
লবণ পুত্তলী, সিন্ধু তত্ত্ব, নিতে যায়।
আপনি বিলয় রসে, কেবা বলে তায় ॥

—:*:—

বেদার্থ স্বরূপ-জ্ঞান, নিত্য মুক্ত যেই।
সদ্গুরু প্রসাদে লাভ, হয় তত্ত্ব সেই ॥
বেদব্যাস মথি বেদ সিন্ধু সুধাধার।
উদ্ধারিলা সুযত্নে, বেদান্তসূত্র-সার ॥

আর্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী জ্ঞানিবর।
প্রকাশিলা ভাষ্য আদি, গ্রন্থ বহুতর॥
করিয়ে প্রস্থান তিন, অনুপ নির্ম্মাণ।
মন্দবুদ্ধি জন্য অন্য সুলভ বিধান॥
অন্য অন্য মহাত্মা, লইয়ে সেইমত।
ভাষা দেব-বাণীতে, করেন গ্রন্থ শত।
গুরু বাক্যে, গ্রন্থে, তত্ত্ব পাইয়ে বিশেষ।
সৎসঙ্গে বিনাশ করি, সংশয় অশেষ॥
স্বামী, গুরু, সাধু মত, শাস্ত্রের সহিত।
নিজ অনুভব লয়ে, ভাষা বিরচিত॥

—:❋:—

যেজন নিবিষ্ট-মনে, যত্নে করে পাঠ।
সংসার বিনাশ, খোলে বুদ্ধির কপাট॥
বিষয়ে বিরাগ হয়, অজ্ঞান বিনাশ।
আপন স্বরূপ চিনি, আনন্দ বিলাস॥
আত্ম লাভে মুক্ত সেই, নাহিক সংশয়।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত কথা, আরোপিত নয়॥

অখণ্ড বৈভব প্রাপ্তি, নিত্যানন্দ সুখ।
সুবোধ আলস্য বসে, না হবে বিমুখ॥

—:*:—

যেজন করিবে পাঠ, হয়ে যত্নবান্।
অথবা শ্রবণ করে, সে লভে কল্যাণ॥
কামনা-সর্পিণী অহঙ্কার-ব্যাঘ্র ভয়।
ক্রোধ-ভূত পীড়া তার, কভু নাহি হয়॥
হিংসা-পিশাচিনী দেখি দূরেতে পলায়।
সভীতি রাক্ষস লোভ, নিকটে না যায়॥
কাম-দস্যু প্রবঞ্চক, মোহ ভয় নষ্ট।
রিপুগণ হ'তে কভু, নাহি পাবে কষ্ট॥
শান্তি, দান্তি, দয়া, ক্ষমা, নির্বৃতি, সুমতি।
সদ্বাসনা, তৃপ্তি, শ্রদ্ধা, সত্যতা, প্রভৃতি॥
সচ্চিন্তা, সদ্বৃত্তি, শুভা নারীগণ সঙ্গে।
পুরুষ প্রধানবর, বিহরয়ে রঙ্গে॥
মুমুক্ষু জনের সব, জানি উপকার।
বিচার-লহরী গ্রন্থ, হইল প্রচার॥

—:*:—

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।